প্রকাশনার ৩৫ বছর

বর্ষ : ৩৫ * সংখ্যা: ২
* এপ্রিল-জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

সমবার্তা

৬৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

ঢাকা ক্রেডিটের অগ্রগতির ধারা

ঢাকা ক্রেডিট

পেনশন বেনিফিট স্কীমের সাথে

অবসরকালীন সময়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী | সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন প্রশান্তিময় জীবন | অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস

সঞ্চয় পর্যায় (বছর)		৬	৯	১২	১৫	১৮	২১	২৪	২৭	৩০
সুবিধা পর্যায় (বছর)		৪	৬	৮	১০	১২	১৪	১৬	১৮	২০
প্রিমিয়ামের সুবিধা	৫০০	১,১৩৮	১,৪১৫	১,৭৫৮	২,২১৪	২,৭৮৭	৩,৫৬০	৪,৫৪৭	৫,৮৯৫	৭,৬৪৬
	১,০০০	২,২৭৫	২,৮৩০	৩,৫১৫	৪,৪২৭	৫,৫৭৩	৭,১১৯	৯,০৯৩	১১,৭৯০	১৫,২৯১
	২,০০০	৪,৫৫০	৫,৬৬০	৭,০৩০	৮,৮৫৪	১১,১৪৬	১৪,২৩৮	১৮,১৮৬	২৩,৫৮০	৩০,৫৮২
	৩,০০০	৬,৮২৫	৮,৪৯০	১০,৫৪৫	১৩,২৮১	১৬,৭১৯	২১,৩৫৭	২৭,২৭৯	৩৫,৩৭০	৪৫,৮৭৩
	৪,০০০	৯,১০০	১১,৩২০	১৪,০৬০	১৭,৭০৮	২২,২৯২	২৮,৪৭৬	৩৬,৩৭২	৪৭,১৬০	৬১,১৬৪
	৫,০০০	১১,৩৭৫	১৪,১৫০	১৭,৫৭৫	২২,১৩৫	২৭,৮৬৫	৩৫,৫৯৫	৪৫,৪৬৫	৫৮,৯৫০	৭৬,৪৫৫
	১০,০০০	২২,৭৫০	২৮,৩০০	৩৫,১৫০	৪৪,২৭০	৫৫,৭৩০	৭১,১৯০	৯০,৯৩০	১১৭,৯০০	১৫২,৯১০
	১৫,০০০	৩৪,১২৫	৪২,৪৫০	৫২,৭২৫	৬৬,৪০৫	৮৩,৫৯৫	১০৬,৭৮৫	১৩৬,৩৯৫	১৭৬,৮৫০	২২৯,৩৬৫
	২০,০০০	৪৫,৫০০	৫৬,৬০০	৭০,৩০০	৮৮,৫৪০	১১১,৪৬০	১৪২,৩৮০	১৮১,৮৬০	২৩৫,৮০০	৩০৫,৮২০
	২৫,০০০	৫৬,৮৭৫	৭০,৭৫০	৮৭,৮৭৫	১১০,৬৭৫	১৩৯,৩২৫	১৭৭,৯৭৫	২২৭,৩২৫	২৯৪,৭৫০	৩৮২,২৭৫

- হিসাবটির দুইটি পর্যায় থাকবে। একটি জমা পর্যায় এবং একটি সুবিধা পর্যায়।
- জমা পর্যায়ে হিসাবধারী মাসিক জমা প্রদান করবেন এবং সুবিধা পর্যায়ে হিসাবধারী মাসিক হারে সুবিধাপ্রাপ্য হবেন।
- নিজস্ব সাধারণ ঋণ অথবা পরিবারের যে কোনো একজনের ঋণের বিপরীতে জামিন প্রদানের সুযোগ।
- ১ বছর পূর্ণ হলে হিসাবের বিপরীতে ৯০% ঋণ নেয়ার সুযোগ।

বিস্তারিত জানতে : ০১৭০৯৮১৫৪০৬
০৯৬৭৮৭৭১২৭০ বর্ধিত ১১২২
সকল সেবাকেন্দ্র সমূহ

পংকজ গিলবার্ট কস্তা
প্রেসিডেন্ট

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা

মিডিয়া কমিটির সভাপতি
পংকজ গিলবার্ট কস্তা

প্রধান সম্পাদক
ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া

নির্বাহী সম্পাদক
সুমন কোড়াইয়া

বার্তা সম্পাদক
রবীন ভাবুক

মিডিয়া কমিটির সদস্য
অন্তর মানখিন
নিখিল মানকিন
লিটন টমাস রোজারিও
রাফায়েল পালমা
মোশী মন্ডল
স্বপন রোজারিও
প্যাট্রিক ডি'কস্তা
বিধান রিবেরু
ডেনী দ্রং
জুলিয়াস অধিকারী
শ্যামল এল কস্তা
সুভাস আগষ্টিন পিউরীফিকেশন
পিউস রোজারিও
জাসিন্তা আরেং
সুবোধ বাস্কে
পরিমল পালমা
নিউটন মন্ডল
তপন থিউটনিয়াস গমেজ
মিল্টন রোজারিও

বর্ণবিন্যাস ও গ্রাফিক্স
সিনথীয়া ম্যাগডেলিন ক্রুশ

প্রকাশনায়
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
স্থাপিত: ১৯৫৫ খ্রি:, রেজি: নং ৪২/১৯৫৮

সম্পাদকীয় কার্যালয়
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
রেভা: ফাদার চার্লস জে ইয়াং ভবন
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
ফোন: ০৯৬৭৮৭৭১২৭০, ০২-৯১২৩৭৬৪, ০২-৫৮১৫৩৩১৬
৪৮১২১১৫৭, ৪৮১২১১৫৬, ৪৮১১৮৭০৯
ই-মেইল ঃ editor@dcnewsbd.com
newseditor@dcnewsbd.com
ওয়েব সাইট ঃ www.cccul.com
অনলাইন নিউজ ঃ www.dcnewsbd.com
অনলাইন টিভিঃ dctvbd.com
বিকাশ : ০১৭০৯৮১৫৪০৩

সৃষ্টিশীল উৎকর্ষ সাধনে
সমবার্তা শুধুমাত্র সদস্যদের মধ্যে
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

সম্পাদকীয়

প্রকাশনার ৩৫ বছর
বর্ষ : ৩৫ * সংখ্যা: ২
* এপ্রিল - জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা (ঢাকা ক্রেডিট)-এর জন্য এক বিশেষ দিন ৩ জুলাই। এই দিনে ৬৬ বছর আগে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ঢাকা ক্রেডিট। তখন সমবায় আন্দোলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন আমেরিকান মিশনারি আর্চবিশপ লরেন্স এল গ্রেণার সিএসসি। তিনি সমবায়ের উপর কানাডার কোডি ইনস্টিটিউটে প্রেরণ করেছিলেন ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং সিএসসি'কে। ২৫ টাকা মূলধন নিয়ে শুরু করা সেই সমিতি এখন বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। সমিতির হাজার হাজার সদস্য এই সমিতির মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহ করে উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করে তাঁদের জীবনমান পরিবর্তন করছেন। স্বার্থক হয়েছে বিশপ লরেন্স এল গ্রেণার সিএসসি ও ফা. চার্লস যোসেফ ইয়াং সিএসসির মহতি উদ্যোগ।

ঢাকা ক্রেডিট শুধু সঞ্চয় ও ঋণ দেওয়া নেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বাড়িয়েছে এর সেবার পরিধি। গেল ১৫ মে উদ্বোধন হয়েছে সমিতির সময়োউপযোগী সঞ্চয়ী প্রডাক্ট পেনশন বেনিফিট স্কীম। এর মাধ্যমে চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী সদস্যরা জীবনের শেষ বয়সে পেনশন সুবিধা পাবেন। এই সেবার আওতায় আসলে কর্মক্ষম সময় সদস্য জমা করে, অবসরকালে বেশি পরিমাণে মুনাফাসহ ফেরৎ পাবেন। সদস্যকে বৃদ্ধ বয়সে কারো ওপর নির্ভর করতে হবে না। ওষুধ খাওয়ার জন্য কারো কাছে হাত পাততে হবে না। তিনি পরিবারে বোঝা না হয়ে বাঁচতে পারবেন সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে। ঢাকা ক্রেডিটের প্রডাক্ট পেনশন বেনিফিট স্কীম দেশের অন্যান্য সমিতিগুলোও তাঁদের সদস্যদের জন্য চালু করতে পারেন। তাহলে সামষ্টিকভাবে উন্নয়ন হবে দেশের সমবায়ের।

যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ঢাকা ক্রেডিট শুরু করেছে এটিএম সার্ভিস। শুধু আধুনিকায়নের এখানে শেষ নয়। দ্রুত তথ্য প্রদান ও সেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে ঢাকা ক্রেডিটের রয়েছে অ্যাপ সার্ভিস। যার মাধ্যমে সমিতির সকল তথ্যসেবা এবং এমএফএস সার্ভিস ব্যবহার করে দ্রুত অর্থ উত্তোলন ও ট্রান্সফার করে সদস্যরা লাভবান হচ্ছেন। সদস্য অ্যাপ ব্যবহার করে হাতের আঙ্গুলের ছোঁয়ায় জানতে পারছেন তাঁর নিজের ঢাকা ক্রেডিটের সকল তথ্য। এটি ঢাকা ক্রেডিটের নতুন এক মাইলফলক।

ঢাকা ক্রেডিটের স্বপ্নের প্রকল্প ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল। করোনার মধ্যেও থেমে নেই এই হাসপাতালের নির্মাণ কাজ। ইতিমধ্যে তিন শত শয্যার এই হাসপাতালের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে ৩৫ ভাগ। সম্প্রতি সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব আমিনুল ইসলাম হাসপাতালটি পরিদর্শন করে ভূঁয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, এই হাসপাতালে বিশ্বমানের সেবা দেওয়া হবে। গ্রামের সবুজ শ্যামলীমায় গড়ে ওঠা এই হাসপাতালের নিবিড় সেবায় সুস্থ হবে সেবাপ্রার্থীরা। এভাবে আরও গৌরব বয়ে নিয়ে আসবে ঢাকা ক্রেডিট। আমরা এই হাসপাতালের নির্মাণ কাজের সাথে যাঁরা জড়িত, যাঁদের নেতৃত্বে এই হাসপাতালের নির্মাণ কাজ চলছে তাঁদের মঙ্গল ও শুভ কামনা করি। প্রার্থনা করি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই যেন সম্পন্ন হয় এই হাসপাতাল।

প্রায় ছয়শ কর্মী সমিতির ৮৫টি প্রোডাক্ট ও নানামুখী প্রকল্পকে সামনে রেখে দিন-রাত মেধা ও শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। এই সমিতি সৃষ্টি করে চলেছে কর্মসংস্থান। ফলে হাজার হাজার পরিবার নির্ভর করছে ঢাকা ক্রেডিটের উপর। অপর দিকে সমিতির প্রডাক্ট ও নানামুখী প্রকল্পের মাধ্যমে সমিতির সদস্য ছাড়াও দেশের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে সেবা পাচ্ছেন এই সমিতির মধ্য দিয়ে।

চলছে অতিমারি করোনাভাইরাসের প্রকোপ। বর্তমানে রাজধানীর ঢাকা শহর ছাড়াও এই মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে। এখন মহামারি শুধু শহরে না, গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা জানি না কবে শেষ হবে এই অতিমারি। এই ভাইরাস থেকে কবে মুক্তি পাবে মানবজাতি। তবে এটা ধরে নেওয়া যায় যে এই ভাইরাসের সাথেই হয়ত বসবাস করার অভ্যাস করতে হবে। তবে জীবন বাঁচাতে সতর্কতা অবলম্বনের কোনো বিকল্প নাই। আমরা বাইরে বের হলে অবশ্যই যেন মাস্ক পরিধান করি, ঘন ঘন হাত পরিষ্কার করি, যাঁদের করোনার টিকা নেওয়ার বয়স হয়েছে, তাঁরা যেন টিকা নিই। সৃষ্টিকর্তা যেন করোনাভাইরাসের হাত থেকে আমাদের প্রত্যেকের জীবন রক্ষা করেন, পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠুক- কায়মনো বাক্যে এই আমাদের কামনা।

সূচিপত্র

১। সম্পাদকীয়		০১
২। প্রেসিডেন্টে'র বাণী		০৩
৩। আর্থসামাজিক উন্নয়নে ঢাকা ক্রেডিট	-রবিন ভাবুক	০৪
৪। উদ্যোক্তা হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে লিজা রোজারিও, পাশে ছিল ঢাকা ক্রেডিট		০৭
৫। পল্টন হাওলাদারের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প		০৮
৬। সমবায় অঙ্গনে আশার আলো: ঢাকা ক্রেডিটের হাসপাতাল	-আমিনুল ইসলাম	০৯
৭। সমবায়ের ঢাকা ক্রেডিট-ঢাকা ক্রেডিটের সমবায়	-হরিদাস ঠাকুর	১২
৮। একটি ক্যালেন্ডারের জন্য	-ডেভিড স্বপন রোজারিও, আমেরিকা	১৫
৯। বর্তমান বাস্তবতায় একটি খ্রীষ্টান হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা	-সুনীল পেরেরা	১৮
১০। পেনশন বেনিফিট স্কীম : ঢাকা ক্রেডিটের একটি যুগান্তকারী সঞ্চয়ী প্রোডাক্ট	-স্বপন রোজারিও	২২
১১। ঋণ খেলাপি রোধে সমবায় সমিতিগুলোর উদ্যোগসমূহ	-সুমন কোড়াইয়া	২৩
১২। ফিরে আসুক বাসযোগ্য পরিবেশ	-শাহাদাত আনসারী	২৫
১৩। পাপের ক্ষমা পাওয়া কি এতই সহজ বিষয়?	-এ্যাগনেস আনন্দ ম্যাকফিল্ড	২৭
১৪। বিভাগ পরিচিতি - লোন ইনভেস্টিগেশন এন্ড রিকোভারি		৩০
১৫। ঢাকা ক্রেডিট সংবাদ		৩১
১৬। অনান্য সংবাদ		৩৭
১৭। সাহিত্য - ওগো বর্ষা তুমি	-খোকন কোড়ায়া	৪৪
১৮। কবিতা		৪৫
১৯। স্বাস্থ্য কথা		৪৭

প্রেসিডেন্ট'র বাণী

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আনন্দ হোক সবার আনন্দ!

সকল ভালবাসা ও অর্জনের জন্য প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তাকে। তিনি তাঁর অপার স্নেহে সব সময়ই আমাদের পরিচালনা করছেন। এরপর ধন্যবাদ জানাই ঢাকা ক্রেডিটের সকল সদস্য, বোর্ড মেম্বার, কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের। যারা নিয়মিত শ্রম, পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে আমাদের পাশে থেকেছেন। আজ আমরা পালন করতে যাচ্ছি ঢাকা ক্রেডিটের ৬৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। সৃষ্টিকর্তার করুণা ও আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া কখনোই ঢাকা ক্রেডিটের পক্ষে সম্ভব হতো না। সকলের আপ্রাণ চেষ্টায়-ই ঢাকা ক্রেডিট আজকে সমগ্র বাংলাদেশের আদর্শের অনুকরণীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আজকের এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর মহতীক্ষণে আপনাদের জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের জনক ও ঢাকা ক্রেডিটের প্রতিষ্ঠাতা ফাদার চার্লস জে. ইয়াং সিএসসি'কে। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে যখন বাংলাদেশের খ্রিষ্টান সমাজ আর্থিক দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত, তখনই তিনি আর্থিক মুক্তির জন্য গড়ে তুলেছিলেন এই ক্রেডিট ইউনিয়ন। যা আজ খ্রিষ্টানদের আর্থিক মুক্তির সোপান হয়ে উঠেছে। সেই সাথে স্মরণ করছি সেইদিনের ৫০ জন সদস্যকে, যাঁরা ফাদার ইয়াংয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে ঢাকা ক্রেডিটের যাত্রায় অবদান রেখেছিলেন। আরো শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি আমাদের পিতৃপুরুষদের যাঁরা বিভিন্ন পর্যায়ে ঢাকা ক্রেডিটকে আজকের গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।

ঢাকা ক্রেডিট এখন ৯শ ৪ কোটি টাকার আর্থিক প্রতিষ্ঠান। কর্মী সংখ্যা প্রায় ৬শত। মাত্র ৫০ জন সদস্যের ২৫ টাকার মূলধন নিয়ে ঢাকা ক্রেডিট বর্তমানে খ্রিষ্টানদের সবচেয়ে বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সকল ধাপের চাহিদা মেটাতে রয়েছে নানা ধরনের ৮৫টি প্রডাক্ট ও প্রকল্প। এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আনন্দক্ষণে আপনাদের সাথে সহভাগিতা করতে চাই, আমাদের সবচেয়ে বড় প্রকল্প ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতালের কাজ প্রায় ৩৫ শতাংশ শেষ। প্রতিটা সদস্য মঠবাড়ী ঘুরে দেখে আসতে পারেন হাসপাতাল বিল্ডিংয়ের দৃশ্যমান বহুতল ভবন। আশা করছি, আগামী বছরই চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু করতে পারবো। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিকমানের চাইল্ড কেয়ার, রিসোর্ট এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, বান্দুরায় গেস্ট হাউজসহ বহুমুখী প্রকল্প, বিউটি পার্লার ও ট্রেনিং সেন্টার, ফা. চার্লস জে. ইয়াং ফাউন্ডেশন, সমবায় বাজারসহ নানা ধরনের কর্মদ্যোগ আপনারা বিগত সময়েই অবগত হয়েছেন। ঢাকা ক্রেডিট আধুনিকায়নের ধারায় এসে ঢাকা ক্রেডিট অ্যাপ, এমএফএস, এটিএম সার্ভিসসহ নানা ধরনের উন্নত প্রযুক্তির সাথে যুক্ত হয়েছে ইতিমধ্যে। মূলত সদস্যদের আর্থসামাজিক জীবনযাত্রা ও জীবনধারণ সহজীকরণই ঢাকা ক্রেডিটের এগিয়ে চলার প্রত্যয়।

এতকিছুর পরও পরিতাপ থেকেই যায়। ২০২০ সালে আঘাতহানা কোভিড-১৯-এর প্রকোপে ঢাকা ক্রেডিটও হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত। আমরা সদস্যদের পাশে থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি সহযোগিতা করতে। মূল্যছাড়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবারহ, কমোডিটি লোন, জরিমানা মওকুফসহ নানা ধরনের সহযোগিতা দিয়ে সদস্যদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেছি এবং এখনো চালিয়ে যাচ্ছি। করোনার প্রথম ঢেউ, দ্বিতীয় ঢেউ-এর পর এবার তৃতীয় ঢেউয়ের আঘাত আসতে শুরু করেছে। বরাবরের মতো আবারো অনুরোধ করি, সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন এবং কোভিড সংক্রমন হ্রাসে সহায়তা করুন। এই মুহূর্তে সবকিছু ভুলে সকলের এক সাথে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব নিয়েই এগিয়ে চলার সময়।

করোনা মহামারীর জন্য ঢাকা ক্রেডিটের ৬৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সদস্যদের নিয়ে আনন্দঘনভাবে উদ্‌যাপন করতে পারিনি বলে নিজেও দুঃখবোধ করছি। তবুও আমাদের থেমে থাকলে চলবে না, এগিয়ে যেতেই হবে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আনন্দ হোক, সবার আনন্দ। এই আনন্দ বিরাজ করুক সবার মাঝে।

পরম করুণাময় স্রষ্টা সবার মঙ্গল করুন!

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীয় শুভেচ্ছান্তে,

পংকজ গিলবার্ট কস্তা
প্রেসিডেন্ট, ঢাকা ক্রেডিট।

আর্থসামাজিক উন্নয়নের মডেল ‘ঢাকা ক্রেডিট’

রবীন ভাবুক

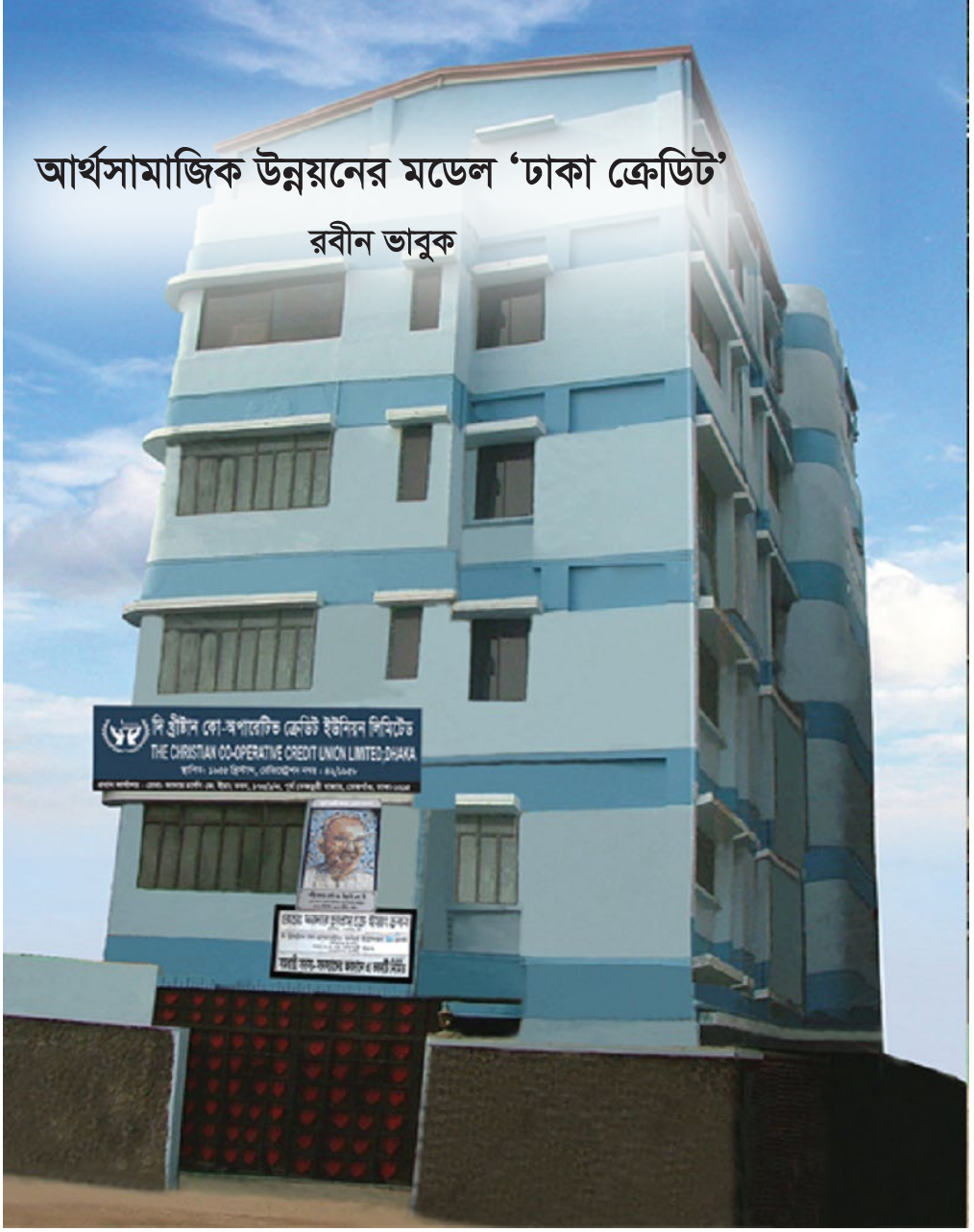

প্রত্যেকটা যুগ বা ক্ষণ একেকটি রেঁনেসা বা বিপ্লব। এই বিপ্লব যেমন এককভাবে আসে না বা ত্বরান্বিত হয় না। আবার কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র না করেও সূচনা হয় না। প্রত্যেকটা বিপ্লব শুরু হয় একটি সুনির্দিষ্ট দূরদর্শি চিন্তা চেতনার মাধ্যমে। ঢাকা ক্রেডিটও খ্রিষ্টান সমাজের জন্য একটি রেঁনেসা বা বিপ্লবের শুভারম্ভ। দ্রারিদ্রতা, নির্যাতন, আর্থিক দৈনত্য সর্বোপরি জীবনমান পরিবর্তনের তীব্র আকাঙ্খা থেকে ঢাকা ক্রেডিটের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই ঢাকা ক্রেডিটের পথযাত্রা থেকেই সুপরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে সমবায় আন্দোলন। যা বাংলাদেশের আর্থিক মুক্তির একটি প্রতিয়মান সত্য। প্রত্যেক বিপ্লবের যেমন একজন অভিসংবাদিত নেতা এবং পটভূমি রচয়িতা থাকে, ঢাকা ক্রেডিটের উন্নয়ন বিপ্লবেরও তেমনি নেতা ও পটভূমি রচয়িতা রয়েছে। ফাদার চার্লস জে. ইয়াং এবং আর্চবিশপ লরেন্স এল. গ্রেণার তেমনি হয়ে উঠেছেন সমবায় আন্দোলনের রেঁনেসার কৃতিপুরুষ।

ব্রিটিশ শাসনামলের অব্যবহিত পরেই এই ভূ-খন্ডে প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তানি শাসন। এ সময় ঢাকা শহরের দরিদ্রদের আর্থিক দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না। তাদের জরুরি আর্থিক প্রয়োজনে তৎকালীন কাবুলিওয়ালারা হতদরিদ্রদের বাধ্য করতো তাদের কাছ থেকে ঋণ নিতে। ঋণের ওপর অসহায় মানুষদের গুণতে হতো চড়া সুদ।

কাবুলিওয়াদের উৎপীড়নের থাবা থেকে ঢাকা শহরের দরিদ্র খ্রিষ্টানদের মুক্তি দিতে এগিয়ে এসেছিলেন তৎকালীন কাথলিক চার্চের নিবেদিত প্রাণ ফাদার চার্লস জে ইয়াং সিএসসি। সমকালীন ঢাকার আর্চবিশপ লরেন্স এল গ্রেনার সিএসসি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি ফাদার ইয়াংকে কানাডায় পাঠিয়ে সমবায়ের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেন। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঢাকায় একটি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠন করে খ্রিষ্টানদের সকল প্রকার উৎপীড়ন ও আর্থিক দৈন্যতা থেকে মুক্তি দেওয়া।

১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩ জুলাই ফাদার চার্লস জে ইয়াংয়ের নেতৃত্বে পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজার চার্চে এই উদ্দেশ্যে একটি সভা আহবান করা হয়। সভায় পঞ্চাশ জন খ্রিষ্টভক্তের অংশগ্রহণে মি. বার্নার্ড ম্যাকার্থীকে প্রেসিডেন্ট ও মি. জোনাস রোজারিওকে সেক্রেটারি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন গঠনের ক্ষেত্রে এটাই ছিল এ দেশে স্মরণকালের প্রথম ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠনের সভা। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জুলাই তাই ঘটনাটির খবর তৎকালীন খবরের কাগজে ছাপা হয়। দরিদ্র খ্রিষ্টভক্তদের আর্থিক সংকট দূরীকরণের স্বপ্ন দানা বাঁধতে থাকে হতদরিদ্র মানুষের মনে।

তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ মার্চ ১৯৪০ সালের বেঙ্গল সোসাইটিস এ্যাক্ট-এর অধীন ‘দি খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড’ নামে নিবন্ধন লাভ করে।

১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ মে চার্চের হলরুম থেকে ক্রেডিট ইউনিয়ন অফিসটি স্থানান্তর করে ৬১/১ সুবাস বোস এভিনিউ ঠিকানায় সাপ্তাহিক প্রতিবেশী অফিসে আনা হয়। একই বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি ওই ঠিকানাতেই আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী মেমোরিয়াল হল কমিউনিটি সেন্টারে স্থানান্তর করা হয়।

১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে অফিসটি তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টারে নিয়ে আসা হয়। বৃদ্ধি পেতে থাকে এর সদস্য সংখ্যা। ১৯৮৯-এর ৩০ জুন এই ইউনিয়নের স্থায়ী অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বর্তমানের প্রধান কার্যালয়ের এই স্থানটি ক্রয় করা হয়। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের ১১ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে এই কার্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ জুন এই পাঁচতলা প্রধান কার্যালয় উদ্বোধন করে পূর্ণ উদ্যোমে কার্যক্রম শুরু করা হয়।

দি খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের এই প্রধান কার্যালয়ের নামকরণ করা হয় ফাদার চার্লস জে ইয়াং ভবন। ক্রেডিট ইউনিয়নের কলেবর ও সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সাধারণ খ্রিষ্টভক্ত ও চার্চ নেতৃত্বের তাগিদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। একে অপরের সহায়তাকারী হিসেবে থাকাতে উন্নতি হতে থাকে খ্রিষ্টান সমাজ তথা সাধারণ

খ্রিষ্টভক্তের নেতৃত্ব।

দীর্ঘ পথ চলায় ঢাকা ক্রেডিট ও এর নেতৃত্ব পেয়েছেন স্বীকৃতি। যার ফলে ১৯৯০, ১৯৯৪, ১৯৯৫, ১৯৯৭ ও ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা ক্রেডিট শ্রেষ্ঠ ক্রেডিট ইউনিয়ন হিসেবে জাতীয় স্বর্ণপদক লাভ করে; এবং শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে সমিতির চারজন প্রেসিডেন্ট পর্যায়ক্রমে প্রয়াত হিউবার্ট গমেজ, প্রয়াত ডানিয়েল কোড়াইয়া ও প্রয়াত অরুণ বার্নার্ড ডি'কস্তা ও বাবু মার্কুজ গমেজ যথাক্রমে ১৯৯২, ১৯৯৫, ১৯৯৭ এবং ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় স্বর্ণপদক লাভ করেন। আর একটি বড় সফলতা হলো ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা ক্রেডিটের শিক্ষা তহবিলের অর্থ ব্যবহার করে সমবায় আন্দোলন বিস্তৃত করার লক্ষে ঢাকা ক্রেডিট দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিমিটেড (কাল্‌ব) প্রতিষ্ঠা করে। এ ছাড়াও বর্তমানে সফলভাবে খ্রিষ্টান সমিতিরগুলোর অভিভাবক হয়ে ওঠা দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ লি:(কাক্‌কো)-এর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঢাকা ক্রেডিটের ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিষদ ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করে ২১ ডিসেম্বর। পংকজ গিলবার্ট কস্তা ও ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়ার নেতৃত্বে এই ব্যবস্থাপনা পরিষদের একনিষ্ঠ শ্রম, সততা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের ফলে প্রতিষ্ঠানটি অসংখ্য প্রডাক্ট, সেবা ও প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে। সমিতির কার্যক্রমও হয়েছে বিস্তৃত। ৮ জানুয়ারি ছিল বর্তমান বোর্ডের জন্য খুবই আনন্দের একটি দিন। সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪-এর ২১ বিধি পরিবর্তনপূর্বক প্রতিস্থাপন হয়েছে। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর ওইদিন সরাসরি সদস্যদের অংশহগ্রহণে ঢাকা ক্রেডিটের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফলে এখন থেকে প্রতিটা বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচনে সদস্যরা পুনরায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারবেন। বর্তমান বোর্ডের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে করোনা অতিমারিতে ১৩২৭ জনকে মূল্যছাড়ে পণ্য, ২২৬ জনকে কমোডিটি ঋণ ও ১ হাজারের বেশি মানুষকে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া মুজিব বর্ষ ও পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিসের লাউদাতো সি বর্ষ উপলক্ষে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। পালন করা হয়েছে মুজিব শতবর্ষ, জাতীয় সমবায় দিবস, বিজয় দিবস, শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ঢাকা ক্রেডটিের সেবাকাল ইত্যাদি।

পূর্বাচলের সন্নিকটে নিজস্ব জমিতে ডিসি রিসোর্ট অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার। তারই সন্নিকটে নিজস্ব সাড়ে ২৭ বিঘা জমিতে নির্মিয়মান ৩০০ শয্যার ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল, সাথে মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইনস্টিটিউট ও কলেজ। বর্তমান বোর্ডের নেতৃত্বে হাসপাতালের ৩৫ ভাগ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে রয়েছে ৯টি নিজস্ব ভবন, ১২টি সেবাকেন্দ্র, ১৯টি কালেকশন বুথ, ৮৫টি প্রডাক্ট ও সেবা। রয়েছে ছয় শতেরও বেশি কর্মোজ্জল কর্মী এবং ৪৩ হাজার সক্রিয় সদস্য। সমিতির কার্যক্রম ঢাকা শহরকেন্দ্রিক শুরু হলেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও সেবা নিশ্চিতের লক্ষে ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জে স্থায়ী-অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী খ্রিষ্টভক্তরা এর সদস্য।

ঢাকা ক্রেডিটের সঞ্চয়ী প্রডাক্ট সমিতির অন্যতম চালিকা শক্তি। ৫৬ হাজার সঞ্চয়ী সদস্য প্রতি মাসেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাণে সঞ্চয় জমা করছেন যার পরিমাণ ৬২০ কোটি টাকা। সঞ্জিত অর্থে সদস্যরা বাসস্থান, জমি ক্রয়, চিকিৎসা ও সামাজিক কাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করেন। সর্বশেষ চালু করা হয়েছে পেনশন বেনিফিট স্কীম। এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে একজন সদস্য কর্মক্ষম সময় টাকা সঞ্চয় করতে পারবেন এবং তিনি যখন অবসরে যাবেন, তখন সেই সঞ্চিত টাকা থেকে পেনশন পেয়ে মর্যাদাশীল জীবন যাপন করতে পারবেন।

ফাদার চার্লস জে, ইয়াংয়ের স্মরণে

বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়নের রূপকার ও দেশের সর্ববৃহৎ সমবায় প্রতিষ্ঠান ঢাকা ক্রেডিটের প্রতিষ্ঠাতা ফাদার চার্লস জে ইয়াং। বাবা ডানিয়েল ইয়াং ও মা মেরী জেনিংস-এর পরিবারে ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মে আমেরিকার নিউইয়র্ক রাজ্যের রচেস্টারে হৃদয়বান এই মানুষটির জন্ম। তিন ভাইবোনের মধ্যে ফাদার ইয়াং ছিলেন দ্বিতীয়।

আজ ২০২০-এর ১৪ নভেম্বর ফাদার ইয়াংয়ের ৩২তম মৃত্যুবার্ষিকী। তেজগাঁও চার্চে আজ সকাল সাড়ে ৭টায় খ্রিষ্টযাগের পর ঢাকা ক্রেডিটের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, উপদেষ্টা, কর্মীসহ অন্যান্য সমিতির প্রতিনিধি তাঁর কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

ফাদার ইয়াং বাল্যকালে বিভিন্ন স্কুলে পড়াশোনা করেন। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। তিনি সেখানকার মাইনর সেমিনারীতে থাকতেন। এরপর তিনি নভিসিয়েটে যোগ দেন।

১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ২ জুলাই তিনি পবিত্র ক্রুশ সংঘ থেকে প্রথম ব্রত গ্রহণ করেন। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাতিনে বিএ পাশ করেন। একই বছরে তিনি ওয়াশিংটনের ফরেন সেমিনারীতে যোগ দেন।

১৯৩৩-এর ২৪ জুন তাঁর সহপাঠীদের সাথে পৌরহিত্য পদ লাভ করেন। ওই বছরই প্রৈরিতিক কাজে তিনি ঢাকায় আসেন। তিনি ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কানাডায় যান এবং ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বয়স্ক এবং ক্রেডিট ইউনিয়ন শিক্ষার ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তৎকালীন অস্বচ্ছল খ্রিষ্টভক্তদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায়কে বেছে নিয়েছিলেন ফাদার ইয়াং। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ৩ জুলাই পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজার চার্চে তিনি পঞ্চাশ জন খ্রিষ্টভক্তকে নিয়ে মাত্র ২৫ টাকা মূলধন একত্রিত করে একটি ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠন করেন। সেই ক্রেডিট ইউনিয়নই বর্তমানে দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড, ঢাকা। এই সমিতির জনপ্রিয় নাম 'ঢাকা ক্রেডিট'। ঢাকা ক্রেডিট নামেই বহুল পরিচিত।

১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে নভেম্বর মাসের ১৪ তারিখে ঢাকার প্রেসক্লাবের সামনে একটি গাড়ি তাঁর মটরসাইকেলে ধাক্কা দিলে তিনি পড়ে গিয়ে মাথায় প্রচন্ড আঘাত পান। তখনই তিনি জ্ঞান হারান। শেষ পর্যন্ত তাঁর জ্ঞান ফিরে আসেনি। অবশেষে ঢাকা মেডিকেল কলেজে থাকা অবস্থায় রাত ১১:০৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৬ নভেম্বর তাঁর মরদেহ তেজগাঁও চার্চের কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

সঞ্চয়ের পাশাপাশি সদস্যরা আমানত জমা করে সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করছেন। অনেকে নিজের ব্যবসায় বিনিয়োগ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছেন। এক হাজারের অধিক শিক্ষার্থী এই সমিতি থেকে উচ্চশিক্ষা, উচ্চশিক্ষা সাপোর্ট এবং প্রফেশনাল ট্রেইনিং ঋণ গ্রহণ করে দেশ-বিদেশে উন্নত জীবন যাপন করছে। ১১শ এর অধিক সদস্য বাড়ি নির্মাণ ঋণ নিয়ে করেছের তাঁদের নিরাপদ বাসস্থানের সংস্থান।

প্রতিষ্ঠানের সঞ্চিত অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার, আয় ও সদস্যদের লভ্যাংশ বৃদ্ধির জন্য ঢাকা ক্রেডিট কাজ করছে নানা সম্ভাবনাময় লাভজনক প্রকল্প নিয়ে। ফলে লাভবান হচ্ছেন সদস্যগণ এবং সৃষ্টি হচ্ছে কর্মসংস্থান।

যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ঢাকা ক্রেডিট শুরু করেছে এটিএম সার্ভিস, যা বাংলাদেশে সমবায় অঙ্গনে এই প্রথম এবং তা সমবায় আন্দোলনের মাইলফলক হয়ে থাকবে। শুধু আধুনিকায়নের এখানে শেষ নয়। দ্রুত তথ্য প্রদান ও সেবা নিশ্চিতের লক্ষে ঢাকা ক্রেডিটের রয়েছে অ্যাপ সার্ভিস। যার মাধ্যমে সমিতির সকল তথ্যসেবা এবং এমএফএস সার্ভিস ব্যবহার করে দ্রুত অর্থ উত্তোলন ও ট্রান্সফার করে সদস্যরা লাভবান হচ্ছেন।

সঞ্চয় ও ঋণ সেবার পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠানের রয়েছে সামাজিক দায়বদ্ধতা। গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের খন্ডকালীন কর্মসংস্থান, বিভিন্ন শিক্ষামূলক সভা-সেমিনার করে যুব সমাজ তথা নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ নেতৃত্ব গঠনে সহায়তা করা, স্বল্প মূল্যে এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস। রয়েছে হেলথ কেয়ার স্কীমের আওতায় সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা খরচের আর্থিক সুবিধা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আর্থিক সহায়তা সাড়ে ৭ হাজার টাকা ও ঋণ প্রটেকশন সুবিধা ৩৫ লাখ টাকা। এ ছাড়াও ধর্মীয় ও সামাজিক নানা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ঢাকা ক্রেডিটের রয়েছে অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ।

প্রচারেই প্রসার ধারণাকে মূল্যায়ন করে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে ও অন্যকে সুশিক্ষিত করতে ঢাকা ক্রেডিটের প্রচার-প্রচারণায় রয়েছে সর্বাধিক অংশগ্রহণ।

ঢাকা ক্রেডিটের মিডিয়া বিভাগের অধীনে রয়েছে মাসিক সমবার্তা পত্রিকা, ডিসিনিউজ বিডিডটকম অন-লাইন নিউজ পোর্টাল ও ইন্টারনেটভিত্তিক টিভি-ডিসিটিভি।

১৯৫৫ সালে ফাদার ইয়াং-এর নেতৃত্বে যে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা ধীরে ধীরে বাংলাদেশের খ্রিষ্টানদের জন্য হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ক্ষুধা নির্মূল, শিক্ষা অর্জন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু মৃত্যু হ্রাস, মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন, এইচআইভি, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ, পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত ও উন্নয়নের জন্য একটি বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব বিকাশের জন্য কাজ করছে ঢাকা ক্রেডিট। সমবায় নিয়ে আসছে সমৃদ্ধ ও সুদিন।

এই চিরায়ত বাস্তবতাই ঢাকা ক্রেডিট একটি রেঁনেসা বা বিপ্লব এনে দিয়েছে, যার ফলস্বরূপ একটি আর্থিক মুক্তির আন্দোলন শুরু করে এবং নাম নেয় 'সমবায় আন্দোলন'। এক ঢাকা ক্রেডিটের ২৫ জন চিন্তাশীল মানুষের মুক্তচিন্তার সাথে আজ কোটি মানুষের আর্থিক মুক্তির সমবায় আন্দোলন অর্থনৈতিক বুনিয়াদের সক্রিয় মানদন্ড।

ঢাকা ক্রেডিট এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস! ঢাকা ক্রেডিট এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস!!

ঢাকা ক্রেডিটের সদস্যদের জন্যে নতুন সংযোজন-

ঢাকা ক্রেডিট এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস

আপনার বা আপনার পরিবারের জরুরী স্বাস্থ্য সেবার প্রয়োজনে সুলভ মূল্যে ঢাকা ক্রেডিট এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস গ্রহণ করুন।

ঢাকা ক্রেডিট এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস এর বৈশিষ্ট্যসমূ

- ২৪ ঘন্টা সার্ভিস।
- সার্বক্ষণিক অক্সিজেন সরবরাহ।
- অভিজ্ঞ চালক দ্বারা চালিত।
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।
- তুলনামূলকভাবে কম খরচ।

যোগাযোগ: হট লাইন: ০১৭০৯৮১৫৪৬৬, ০১৬৮৩৩৫৩৩

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

রেভাঃ ফাঃ চার্লস জে. ইয়াং ভবন, ১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ৯১২৩৭৬৪, ৯১৩৯৯০১-২, ৫৮১৫২৬৪০, ৫৮১৫৩৩১৬, ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৯১৪৩০৭৯
ই-মেইল ঃ info@cccul.com, ওয়েব সাইট ঃ www.cccul.com
অনলাইন নিউজ : www.dcnewsbd.com অনলাইন টিভি: dctvbd.com

উদ্যোক্তা হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে লিজা রোজারিও, পাশে ছিল ঢাকা ক্রেডিট

বান্দুরায় সেবাকেন্দ্রটি যখন উদ্বোধন হয় সেই অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম। আমি তখনই ঢাকা ক্রেডিটের সদস্যপদ গ্রহণ করি। যদিও কোনো দিন লোন নেইনি কিন্তু করোনা ভাইরাস-এর কারণে আমি মহাবিপদে পড়ি কারণ আমার স্বামী বিদেশ থাকে এই পরিস্থিতির জন্য কোনো টাকা পয়সা পাঠাতে পরে নাই। তাই আমি ঢাকা ক্রেডিটের স্মরণাপন্ন হই এবং ঢাকা ক্রেডিট আমাকে এতো আন্তরিকতার সাথে লোন নেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে যে ভাষায় প্রকাশ করার মতো না, আমি ঢাকা ক্রেডিটের কাছে কৃতজ্ঞ। শুধু তাই নয় করোনা মহামাররির সময় ঢাকা ক্রেডিটের ভর্তুকী পণ্য আমি নিয়েছি এবং অনেক উপকৃত হয়েছি। এই পণ্য নিয়ে আমি অনেক দিন নিশ্চিন্তে চলতে পেরেছি।

২০২০ সালে ঢাকা ক্রেডিট হতে আমি প্রথম লোন নিয়েছি ৭৫ হাজার টাকা। এই ৭৫ হাজার টাকা হতে ৫৫ হাজার টাকার কেনাকাটা করেছি এবং ২০ হাজার টাকার মতো আমার হাতে ছিল। এই ২০ হাজার টাকা আমি দুই তিন মাস হাতে রেখেছি কারণ প্রথম ব্যবসায়, যদি পণ্যগুলো বিক্রি করতে না পারি তা হলে ক্রেডিটের কিস্তি তো দিতে হবে। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমার ক্রয়কৃত পণ্যগুলো বিক্রয় করার জন্য তেমন কোনো বেগ পেতে হয়নি। কারণ আমি সীমিত লাভে পণ্য বিক্রয় করি। মাত্র ৫০ টাকা লাভে পণ্য বিক্রয় করে থাকি এবং কাপড়ের মান ভালো থাকায় ও কম মূল্যে পণ্য পাওয়ায় মানুষের কাছে আমার পণ্যের চাহিদা এবং বিক্রি ভালোই চলতে লাগলো। এভাবেই ব্যবসার ভালো অবস্থায় তিন মাস চলার পর আমি ঢাকা ক্রেডিট হতে আবার ১৫০ লক্ষ টাকা লোন নেই এবং আরও পণ্য কিনে ব্যবসার আকার বড় করি। এতে বিক্রির পরিধি বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং ব্যবসাও বড় হতে থাকল।

আমার ব্যবসার নাম লিজা গার্মেন্টস। শাড়ি, থ্রিপিস, প্লাজু, মেয়েদের স্কার্ট, গেঞ্জি বলতে গেলে মেয়েদের যাবতীয়সব কিছু আমার এ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আমি বিক্রয় করে থাকি।

ওই সময় ঢাকা ক্রেডিট যদি এই ঋণের টাকাটা না দিতো, হয়তো আমি আমার ব্যবসাটা শুরু করতে পারতাম না বা এই জায়গায় এসে দাঁড়াতে পারতাম না। এখন আমার ব্যবসায় ৭ লক্ষ টাকার পণ্য আছে। শুধু তাই নয়, আমার এ ব্যবসার আয় দিয়ে আমি আমার সংসার পরিচালনা করছি।

আমার স্বামী করোনা ভাইরাসের জন্য তেমন টাকা পাঠাতে পারে না। এই ব্যবসা দিয়ে আমি অনেক দূর যেতে চাই, যাচ্ছি ঈশ্বরের আশীর্বাদে।

আমি আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি সীমিত লাভ, সৎ নীতির মাধ্যমে পরিচালিত করছি। আমায় দেখে যেন নতুনরা উদ্যোক্তা হয়ে নিজে কিছু করতে পারার সাহস পায় এবং নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে সেই কামনা ও দিন দিন উন্নতির পথে এগুতে সাহায্য করছে।

দেখা যায় কোনো দিন ১০ হাজার টাকা বিক্রয় হলো আবার কোনো দিন ২ হাজার টাকার পণ্য বিক্রি হলো। এমনও দিন যায় ২০ হাজার টাকার পণ্যও বিক্রয় হয়। গড়ে প্রতিমাসে আমার এ ব্যবসা হতে আয় হয় ১৫-১৬ হাজার টাকা।

এ ব্যবসাটি আমি অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই এটাই আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। এখনতো আমি বাড়িতেই আমার ব্যবসাটা

করি।

আমার এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দিন দিন উন্নতির জন্য আমার ছেলে সব রকম সাহায্য করে থাকে। কাপড় আনা নেওয়া, দোকানে যোগাযোগ, কাষ্টমারদের সাথে কথাবলা ও বিক্রয় ইত্যাদি সকল কাজে সাহায্য করে থাকে আমার ছেলে পিটার ববি রোজারিও।

এই ব্যবসা করতে গিয়ে আমাকে অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হতে হয়েছে। প্রথমতো আমি নারী, তারপর আমি এক জন বৌ। পারিবারিক দিক থেকেও বাধার সম্মুখিন হয়েছি। আর আশে-পাশে ও পাড়া প্রতিবেশীর দিক থেকেতো কথাই নাই। 'দেখুমনে কি করে' ব্যঙ্গ করে বলতো আশেপাশের মানুষ। কিন্তু আমার মনোবল ও দৃঢ় প্রত্যয়ই আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দাঁড়াতে পরিচালনা করছি, ভবিষ্যৎ-এ আমার একটি পাইকারী শো-রুম থাকবে বান্দুরা বাজারে।

যারা বেকার নারী ঘরে বসে আছেন এবং যাদের ইচ্ছা আছে কিছু করার, তারা আমার মতো ঢাকা ক্রেডিট হতে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করে সাবলম্বী হতে ও সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারেন। ঢাকা ক্রেডিট বিশেষভাবে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ঋণ ও ব্যবসার পরবর্তী পরিচর্যা করে থাকে বিধায় ব্যবসায় সাফল্য আসে ও সচ্ছল জীবনযাপনে সাহায্য করে। আমার এই সাফল্য দেখে নারীরা যেন উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসে এবং বেকার বসে না থেকে উদ্যোক্তা হয়ে ব্যবসা করে, সংসার তথা দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখুক এ প্রত্যাশা আমার।

অনুলিখন: রকি রোজারিও

পল্টন হাওলাদারের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

সত্যিকার অর্থে ঢাকা ক্রেডিট আমাদের জন্য একটি আশীর্বাদ। ঢাকা ক্রেডিট না থাকলে হয়তবা আমাদের যে দুর্দশা- অভাব অনটন ছিল তা থেতে আমরা উঠে আসতে পারতাম না।

ঢাকা ক্রেডিট থেকে ঋণ নিয়ে কীভাবে ঘুড়ে দাঁড়িয়েছেন সেই গল্পই বলছেন পল্টন হাওলাদার।

আমি মূলত ঢাকায় আসি ২০০২ সালে, চাকরি না পেয়ে বিভিন্ন কাজ করি। আমার এক কাকার ঢাকা ক্রেডিটে বই ছিল তিনি আমাকে বললেন তুমি যেহেতু ঢাকায় আসছ ঢাকা ক্রেডিটে সদস্য হলে কিছু অর্থ জমায়ে রাখা যাবে। আমি তাকে হ্যাঁ বলার পরে উনি আমাকে ঢাকা ক্রেডিটের একটা ফর্ম এনে দিলেন, এরপর আমি ঢাকা ক্রেডিটে সদস্য হওয়া জন্য আবেদন করি। ঢাকা ক্রেডিট আমাকে সদস্যপদ দেয়, আমার সদস্য হল ২০৬২২ নাম্বার। আমি প্রথম লোন নিয়ে ছিলাম ৫০০০ টাকা, উদ্দেশ্য ছিল ঘরের ফার্নিচার ক্রয় করব। ২০১১ সাল পর্যন্ত একটা ভালো কম্পানী আল ফ্রেন্ড ফ্রেস ওয়াটার সিস্টেম লিঃ ওখানে ম্যানেজারের পরের পদ সুপারভাইজার পদে আমি চাকরি করি। পরবর্তীতে আমার কাজের সুনামের জন্য ওরা আমাকে হেড অফিসে নিয়ে যান, ওনারা আমাকে গাড়িতে নিয়ে যেতেন এবং গাড়িতে দিয়ে যেতেন কিন্তু রাস্তায় যানজট থাকার কারণে আমার অনেক সমস্যা হতো। তখন আমার স্ত্রীর সাথে আমি আলাপ করলাম আমার সমস্যার কথা, আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম কিছু করার। আমি বললাম ইলেকট্রনিক্সের কাজ জানি এবং লাইসেন্সও আছে এটা করা যায়। আমার স্ত্রী বলল তুমি যদি ফার্মেসি দাও তবে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব। আমরা অনেক চিন্তা ভাবনা করলাম এবং প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলাম আর ঈশ্বর আমাদের উত্তর দিল তুমি ফার্মেসির ব্যবসা কর। আমার স্ত্রী তখন টঙ্গী স্টেশন রোড আবেদা হাসপাতালে কাজ করে, এই হাসপাতালে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা আছে আর এমপি অর্থাৎ গ্রাম্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ওখান থেকেই আমাকে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে। ওই সময় আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। আমি সেখানে ভর্তি হওয়ার পরে ট্রেনিং নেই এবং সুনামের সহিত পাশ করি। নিজের ঔষধের ব্যবসা করতে গেলে অনেক টাকা পয়সার প্রয়োজন হয়। তখন ঢাকা ক্রেডিটে লোনের আবেদন করি, আর সত্যিকারে ঢাকা ক্রেডিট সেই লোনের আবেদনে সাড়া দেয় আর আমাকে ২ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা লোন দেয়। আমি যেখানে চাকরি করতাম সেখান থেকেও কিছু টাকা পাই। পরবর্তীতে আমরা এই টাকা দিয়ে দোকান শুরু করি। আমাদের মধ্যে কথা ছিল যে আমরা হালাল এবং ভালো ঔষধ বিক্রি করব, সেই ২০১১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত আমরা হালাল এবং ভালো ঔষধ বিক্রি করি। ঈশ্বরের আসলে অসীম দয়া, যা কল্পনা করার মতো না, আমাদের আর পিছনের দিকে তাকাতে হয় নাই। ২০১৩ সালে আবার বিকাশের ব্যবসা শুরু করলাম, সেই সময় ঢাকা ক্রেডিটে আবার ৫ লক্ষ টাকা লোনের আবেদন করলাম। ঢাকা ক্রেডিট ৭ দিনের মধ্যে আমার সেই লোনের আবেদন মঞ্জুর করে, সেই টাকা দিয়েই আমি ব্যবসা করি। ২০১৪-১৫ সালের দিকে ব্যবসা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে।

ঢাকা ক্রেডিটে আমার স্ত্রীর বই থেকে ৬ লক্ষ টাকা আবার লোনের আবেদন করি, ঢাকা ক্রেডিট সেই টাকা অতি সত্তর মানে যত দ্রুত দেয়া সম্ভব আমাকে সেই টাকা দেয়। আমি তখন ১১ লক্ষ টাকা দিয়ে বিকাশের ব্যবসা শুরু করি। ১১ লক্ষ টাকায় ২ লক্ষ টাকা হাতে থাকতো। আর বাকী টাকা আমার চালান কাটকো, প্রচুর ব্যবসা হতো, ঔষদেরও খুব ভালো বিক্রি ছিল। ব্যবসা করতে করতে এক সময় ২০১৭ সালে ঈশ্বরের এমন আশীর্বাদ এলো আমার জীবনে, প্রচুর লাভবান হলাম যে আমি বিকাশে মাসে ৬০ হাজার, ৫০ হাজার, ৪০ হাজার টাকাও ইনকাম করেছি। আমার হাতে কিছু টাকা ক্যাশ হল প্রায় ১০ লক্ষ টাকার উপরে। পরবর্তীতে চিন্তা ভাবনা করলাম একটু জায়গা সম্পত্তি করলে ভাল হয়। পাগাড় ঝিনু মার্কেটে ৭৭ নাম্বার প্লট আমি পাই। সেখানে আমি গিয়ে দেখি যে ২ কাঠা প্লটের দাম ২৫ লক্ষ টাকা কিন্ত আমার কাছে আছে ১২ লক্ষ টাকা। আমি ঢাকা ক্রেডিটে আবার ৯ লক্ষ টাকার আবেদন করি যে আমার ৯ লক্ষ টাকা হলে আমার হয়ে যাবে আর বাকীগুলো ঢাকা ক্রেডিটে আমার অনান্য সেভিংস থেকে হয়ে যাবে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট পঙ্কজ বাবু ছিলেন, সেই ৯ লক্ষ টাকার আবেদনে তিনি সাড়া দেন। সেই ৯ লক্ষ টাকা এবং আমার স্ত্রী অল্প অল্প করে জামনো ১ লক্ষ টাকা দেয় জমি ক্রয় করার জন্য। ঢাকা ক্রেডিট যে লোন আমি নিয়েছিলাম ওটা ছাড়া আসলে আমার জমি কেনা হতো না। আরেকটু বলতে চাই ২০১৩ সালে ঢাকা ক্রেডিট থেকে ২ লক্ষ টাকা নিয়ে আমি দেশের বাড়িতে ১০ শতাংশ জায়গা কিনেছি, এটা সম্পূর্ণই ঢাকা ক্রেডিটের কৃতিত্ব বলা যায়। এই ঢাকা ক্রেডিট ছিল বিধায় আমার মতো ছেলে পাগাড় ঝিনু মার্কেটে ২ কাঠা জায়গা কিনেছি এবং তার উপরে বাড়ি করে বসবাস করতে পারছি।

সত্যিকার অর্থে ঢাকা ক্রেডিট আমাদের জন্য একহটা আশীর্বাদ। ঢাকা ক্রেডিট না থাকলে হয়তবা আমাদের যে দুর্দশা- অভাব অনটন ছিল তা থেকে আমরা উঠে আসতে পারতাম না। ঢাকা ক্রেডিট সত্যিকারে আমাদের জন্য আশীর্বাদ। আমরা বিশ্বাস করি ঢাকা ক্রেডিট আমাদের আশে আছে বলে আমরা এখনও মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারতেছি। আমাদের স্বপ্ন আমাদের দুটো ছেলে আছে তারা যেন ডাক্তার হতে পারে। তবে ডাক্তারি পড়ানোর জন্য বিদেশে পাঠাতে হয় এর জন্য অনেক টাকা পয়সার দরকার। আমরা চাই ঢাকা ক্রেডিট যেন আমাদের সেই সাহায্য দিয়ে সহযোগিতা করে এবং আমাদের ছেলেদের ডাক্তার বানাতে পারি।

অনুলিখন: সিনথীয়া ক্রুশ

সমবায় অঙ্গনে আশার আলো: ঢাকা ক্রেডিটের হাসপাতাল

আমিনুল ইসলাম

৫ জুন ২০২১ সাপ্তাহিক ছুটির দিন পরিদর্শন করে এলাম ঢাকা ক্রেডিটের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীন ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট 'Divine Mercy General Hospital' । এটি নির্মিত হচ্ছে ঢাকার অদূরে গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার মঠবাড়ী নামক স্থানে। পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের বর্তমান প্রেসিডেন্ট পঙ্কজ গিলবার্ট কস্তা, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুজ গমেজ, সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া, প্রজেক্ট ম্যানেজার এবং আরও কয়েকজন সদস্য। প্রকল্প পরিচালক মেজর জেনারেল (অবঃ) জন গমেজ পিএসসি এমবিএ দেশের বাইরে থাকায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। হাসপাতালটি সম্পর্কে বিস্তারিত বলার আগে সমিতির গোড়ার কথা একটু জানা যায়।

২। আধুনিক যন্ত্রনির্ভর শিল্পবিপব ডেকে আনে পুঁজির জয়। পুঁজিপতিদের জয়। শিল্পশ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কুটির শিল্পের কারিগর ও মালিকগণ পড়েন মহাবিপর্যয়ে। তখন ইংল্যান্ডের রচডেলের তাঁতিরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় গড়ে তোলেন আধুনিক সমবায় সমিতি। আজ সারা বিশ্বে সমবায় ব্যবস্থা জনপ্রিয় উন্নয়ন মাধ্যম। বৃটিশরাই পাকভারত উপমহাদেশে আধুনিক সমবায় ব্যবস্থার প্রচলন করেন জমিদার মহাজন নীলকুঠির মালিকদের হাতে শোষিত নিপীড়িত সাধারণ কৃষক জেলে কামার কুমোর তাঁতি প্রভৃতি শ্রেণির মানুষকে রক্ষার মহৎ প্রয়াসে। শোষিত বঞ্চিত সর্বহারা মানুষের মুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সমবায় ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়ে এবং সমবায়ের পতাকাতলে ঐকবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে রচনা করেন 'সমবায় সংগীত' যার প্রথম দুটি লাইন এমন:

'ওরে নিপীড়িত ওরে ভয়ে ভীত
শিখে যা আয়রে আয়,
দুঃখজয়ের নবীন মন্ত্র সমবায় সমবায়।'

বৃটিশদের পথনির্দেশনায় ১৯০৬ সালে ঢাকা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক, ১৯০৯ সালে খুলনায় রাড়ুলী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক, ১৯১৪ সালে বগুড়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ সেন্ট্রাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এধরনের ব্যাংক এখনও রয়েছে প্রায় শ'খানেক। এই ব্যাংকগুলো আওতাধীন কৃষক সমবায় সমিতিগুলোকে স্বল্পসুদে ও সহজ শর্তে ঋণ দিতো। কালক্রমে সমবায় সমিতির প্রকারভেদ বৃদ্ধি পায়। জেলে, তাঁতি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বিত্তহীন মানুষ, এবং নারীরা সমবায় সমিতি গঠনে এগিয়ে আসেন। বর্তমানে দেশে প্রায় ৩৫ প্রকারের সমবায় সমিতি আছে যার মোট সংখ্যা ১লাখ ৯৩ হাজারের কাছাকাছি। দেশের প্রায় ১ কোটি ১৫ লক্ষ মানুষ হচ্ছে সমবায়ী।

৩। ঢাকা ক্রেডিটের কথায় ফিরে আসি। আন্দোলনের মুখে ১৯৪৭ সালে বৃটিশরা পাকভারত উপমহাদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হলে ভারত পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষ হয়ে পড়ে অনেকটাই অসহায় ও দিশেহারা। এ অবস্থায় ঢাকার খ্রিষ্টান মিশনারি যাজক চার্লস জে ইয়াং সিএসসি ১৯৫৫ সালে ৩ জুলাই 'দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা' এর গোড়াপত্তন করেন। এটি নিবন্ধন লাভ করে ১৯৫৮ সালে। সদস্য সংখ্যা ৫০জন ; মূলধন ছিল পরিমাণে নগণ্য, মাত্র ২৫ টাকা। এটির চলতি নাম ঢাকা ক্রেডিট। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও মুন্সিগঞ্জ জেলা এই সমিতির আওতা। সমিতিটি ইতোমধ্যে জাতীয় শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে একাধিকবার স্বর্ণপদক ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। এযাবত সমিতির চারজন প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন সময় শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে পুরস্কার লাভ করেছেন। বাংলাদেশের সমবায় অঙ্গনে এই ক্রেডিট ইউনিয়ন একটি অনুসরণীয় সমবায় সমিতি। মূলত সদস্যদের স্বল্পসুদে সহজ শর্তে ঋণদান ছিল এই সমিতির প্রথম দিকের কাজ।

৪। কালের পরিক্রমায় প্রতিষ্ঠানটি ৬৬ বছরে পদার্পণ করেছে যার বর্তমান সদস্য প্রায় সংখ্যা ৪৩ হাজার। মোট পরিসম্পদের পরিমাণ প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। এই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন প্রায় ৮০০ জন মানুষ; সমিতির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান হয়েছে ২৩/২৪ হাজার মানুষের। এই সমিতির ৩৩টি আয়বর্ধনমূলক প্রকল্পসহ অনেকগুলো সেবামূলক, উন্নয়নমূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে সফলভাবে। এই সমিতির নিজস্ব একটি অনলাইন টেলিভিশন চ্যানেলও আছে। সমিতির সদস্য সকলেই খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষ। তবে সমিতির অনেক সেবাই এখন অন্যান্য ধর্মের মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে।

৫। ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল/ Divine Mercy General Hospital

(ক) বাংলাদেশের সমবায়ের ইতিহাসে ঢাকা ক্রেডিটই প্রথম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটি গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার মঠবাড়ীতে সমিতির নিজস্ব জমিতে স্থাপিত হচ্ছে। এটির নাম ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল; হাসপাতালটি হবে ৩০০ শয্যার। বিগত ৩ জুলাই, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের যৌথ সভায় এবং সমিতির ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে ডিভাইন মার্সি জেনারেল প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত হয়। এই হাসপাতালের সেবা সমিতির সদস্য এবং সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

(খ) একটি আধুনিক ও মানসম্মত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে ০১ মার্চ, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের স্বনামধন্য ফাদার মুলার হাসপাতালের সাথে চুক্তি (MOU) স্বাক্ষরিত হয়। হাসপাতালের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্ট এন্ড এসোসিয়েট লিঃ কে মনোনীত করা হয় ও ২০১৮ সালের ২৫ নভেম্বর চুক্তি (MOU) স্বাক্ষরিত হয়।

(গ) একটি মহত স্বপ্ন নিয়ে ২০১৯ সালের ২৭ এপ্রিল হাসাপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ফলক উন্মোচন করেন গাজীপুর-৫ আসনের সাংসদ মেহের আফরোজ চুমকি এমপি। অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভ্যাটিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী এবং কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি।

(ঘ) হাসপাতাল নির্মাণের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ২৮ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে স্পেক্ট্রা ইঞ্জিনিয়ানিয়ার্স লিমিটেড কে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনোনীত করা হয় এবং হাসপাতাল নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ২০১৯ সালের ৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ ঢাকা ক্রেডিটের স্বপ্নের প্রকল্প ডিভাইন মার্সি

জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

(ঙ) ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতালের প্রাথমিক পর্যায়ে যে সকল সেবা প্রদান করবে তা হলো: বিশ্বমানের প্যাথলজী সুবিধা ও রেডিওলজী বিভাগ, গাইনী ও প্রসূতি বিভাগ, মা ও শিশু বিভাগ (pediatrics), Dialysis, গ্যাস্ট্রলজী বিভাগ, কার্ডিয়াক বিভাগ, ডেন্টাল চিকিৎসা বিভাগ, ফিজিওথেরাপী বিভাগ, নাক, কান ও গলা চিকিৎসা বিভাগ, সার্বক্ষণিক জরুরি সেবা বিভাগ ও বহিঃবিভাগ সেবা এবং অন্যান্য সেবার মধ্যে আধুনিকমানের অপারেশন থিয়েটার, নবজাতক শিশুদের সুরক্ষার জন্য NICU, নারী ও পুরুষ ওয়ার্ড, ক্যাবিন সুবিধা, ICU, CCU, আধুনিক ফার্মেসী ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ ।

(চ) ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ করতে প্রাথমিক পর্যায়ে আনুমানিক মোট প্রকল্প ব্যয় ৩৮২.৪৬ কোটি টাকা ধরা হয়েছে; যার মধ্যে, জমি ও জমির উন্নয়ন খাতে ৬০.১৪ টাকা, বিল্ডিং নির্মাণ ব্যয় ১১৮.৩৫ কোটি টাকা, হাসপাতাল ইনটেরীওর এন্ড এক্সটরীওর খাতে ২৫.৪৫ কোটি টাকা, ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল খাতে ২৯.১৫ কোটি টাকা, মেডিকেল যন্ত্রপাতি-আসবাবপত্র ও অন্যান্য খাতে ১৩৬.১১ কোটি টাকা, আইসিটি ও ইউটিলিটি-রক্ষণাবেক্ষণ ১৩.২৬ কোটি টাকা।

(ছ) ৫ জুন পরিদর্শনের দিন পর্যন্ত ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ কাজের প্রায় ৩০% সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণ কাজের চলমান ধারাবাহিকতা অনুযায়ী আগামী জুলাই, ২০২২ এর মধ্যে হাসাপতাল নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে। ২০২২ সালের শেষার্ধে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা হাসপাতালের শুভ উদ্বোধন করবেন বলে আশা করছেন সমিতির নেতৃবৃন্দ। উদ্বোধন পরবর্তী হাসপাতাল সর্বসাধারণের সেবা প্রদানের জন্য খুলে দেয়া হবে পরিদর্শনকালে সমিতির প্রেসিডেন্ট আমাকে অবহিত করেন। যদি বেঁচে থাকি, হাসপাতালের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণত্র পাবো এবং উপস্থিত থেকে হাততালি দেবো বলে আশা করি।

(জ) এই হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠার ফলে সেখানে বিভিন্ন পেশায় প্রায় ১০০০ জন মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সেখানে মেডিক্যাল কলেজ এবং নার্সিং ইন্সটিটিউট ও কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে করে আরও ১৫০০ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আমি প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজ, নার্সিং ইন্সটিটিউট ও কলেজের জন্য বরাদ্দ স্থানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেছি।

(ঝ) নির্মাণাধীন 'Divine Mercy General Hospital' হতে যাচ্ছে রোগীদের জন্য একটি মডেল সেবাদান কেন্দ্র। আয় তো হবেই এবং সেটাই প্রত্যাশিত। জেনারেল হাসপাতাল হলেও মহিলা ও শিশুবিভাগ এবং হৃদরোগ বিভাগের দিকে বিশেষ গুরুত্ব থাকবে। No profit no charity but service on minimum cost এই নীতির ভিত্তিতে হাসপাতালটি পরিচালিত হবে। ঔষধপথ্যের পাশাপাশি নির্মল বায়ু সমৃদ্ধ সবুজ ও উন্মুক্ত প্রকৃতিক পরিবেশ রোগীদের মানসিক প্রশান্তি দিয়ে চিকিৎসার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে যে সুবিধা শহরের কনজেস্টেড পরিবেশে অবস্থিত হাসপাতালগুলোতে অনুপস্থিত। উন্নত দেশের অনেক হাসপাতাল এমন সমৃদ্ধ পরিবেশ স্থাপিত। আমি আবেদন জানিয়েছি এবং প্রত্যাশা করি এই হাসপাতালটি তার নামকরণের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে সেবাকেই প্রাধান্য দেবে।

৫। ঘুরে ঘুরে কাজের অগ্রগতি ও মান দেখলাম। এই করোনা অতিমারির মধ্যেও প্রত্যাশিত গতিতে এগিয়ে চলেছে নির্মাণ কাজ। প্রাক্কলন ও ডিজাইন অনুসারে ব্যবহৃত হচ্ছে রডসিমন্টেসহ যাবতীয় নির্মাণ সামগ্রী। এখানে নিষ্ঠা, সততা, আন্তরিকতা ও সমিতির সম্মিলিত নিশ্ছিদ্র নিবিড় সুপারভিশন অবিশেষজ্ঞ চোখেও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

(ক) প্রাক্কলিত প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে হাসপাতাল। বেঁধে দেওয়া ২০২২ সালের মধ্যে শেষ হবে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজ। সেভাবেই এগিয়ে চলেছে সবকিছু।

(খ) এই কাজে সরকারি কোনো টাকা নেই; সরকারের কোনো গ্যারান্টি নেই; শেয়ার নেই: শতভাগ টাকাই সমিতির নিজস্ব। অথচ তারা পিপিআর অনুসরণপূর্বক সকল ক্রয়কাজ সম্পন্ন করছেন।

(গ) মেয়াদ বাড়ানোর অছিলা ব্যবহার করতঃ ডিপিপি সংশোধন করে নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি করার কোনো ব্যাপারস্যাপার নেই।

(ঘ) প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন/তত্ত্বাবধানের অজুহাতে কোনো বাড়তি সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা নেই ।

(ঙ) বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন-২০০১ (সংশোধনীসহ) এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধনীসহ) এই সমিতির কাজের ও সাফল্যের পথে কোনো বাধা হয়নি কোনোদিন, এখনও হচ্ছে না মর্মে আমার জিজ্ঞাসার জবাবে বর্তমান ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আমাকে অবহিত করেন।

(চ) ঢাকা ক্রেডিটের ধারাবাহিক সাফল্যের মূল চাবিকাঠি এর অবিচ্ছিন্ত অরাজনৈতিক গণতান্ত্রিক চরিত্র এবং নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের সৎ ও দূরদর্শী নেতৃত্ব। এই সমিতির নির্বাচন নিয়ে কোনোদিন মামালা মোকদ্দমা হয়নি। নেতাদের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাত কিংবা কোনো রকম দুর্নীতির অভিযোগ নেই। যেনতেন প্রকারে অথবা আদালতে মামলার আশ্রয় নিয়ে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার কোনো ঘটনা ঘটেনি। এই সমিতির বর্তমান এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্টগণ প্রায় সকলেই সকল অর্থেই সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ; ব্যক্তিগতভাবেই তাঁরা অনেক ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু কোনো অহমিকা, দাম্ভিকতা অথবা সমিতিকে কুক্ষিগত করার লিপ্সা তাঁদের মনে স্থান পায়নি। কারণ তাঁরা একটা মহত Missionary zeal নিয়ে কাজ করেছেন এবং করে চলেছেন। Missionary zeal কাকে বলে? মহানপ্রাণ যাজক চার্লস জে ইয়াং সিএসসি ১৯৫৫ সালে সেসময়ের পিছিয়ে পড়া হতাশাগ্রস্থ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং হতাশা থেকে মুক্তির উদার ও মহান লক্ষ্য নিয়ে এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর পেছনে উনার নেতা হওয়ার অথবা ব্যক্তিগত কোনো লাভের লোভ বা বাসনা ছিলো না। এরই নাম মিশনারি জীল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণে উচ্চারণ করেছিলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না; আমি এ দেশের মানুষের মুক্তি চাই। ..... এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআলাহ।" এই হচ্ছে Missionary zeal। আমি প্রায় ২ বছর যাবত নিবন্ধকের দায়িত্ব পালন করছি। সমিতির কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পাইনি। সমিতিতে কারসাজি করে অনুপ্রবেশ করার ঘটনা ঘটেনি কখনও। অডিট রিপোর্টেও সমিতির বিরুদ্ধে এমন কোনো অনিয়মের অভিযোগ আসেনি যার জন্য সমবায় আইনের ৪৯ ধারার তদন্ত করার প্রয়োজন হয়। ফলে অডিট বা তদন্ত নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুজ গোমেজ এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট মি: পঙ্কজ গিলবার্ট কস্তা অন্তত

এই দুজনের নেতৃত্ব আমি প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছি। তাঁরা দুজনই সমিতির উন্নতির প্রতি নিবেদিতপ্রাণ, দূরদর্শী, উদ্যোগী, কঠোর পরিশ্রমী, সৎসাহসী এবং আচার ব্যবহারে মধুর ব্যক্তিত্বময় বিনয়ী মানুষ। এমন নেতৃত্ব থাকলে যে কোনো সংগঠন সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে পারবে ধারাবাহিকভাবেই।

(ছ) আমি ইতোপূর্বেও দুএকটি নতুন সমবায় সমিতির নেতৃবৃন্দকে পরামর্শ দিয়েছি ঢাকা ক্রেডিটের কার্যক্রম ভিজিট করে এবং এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে তা তাদের সমিতিতে কাজে লাগানোর। আমি আজ হাসাপাতাল পরিদর্শনশেষে ঢাকা ক্রেডিটের সম্মানিত নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানিয়েছি তাঁরা যেন আগ্রহী সমবায় সমিতিগুলোকে এই সমিতি থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ দেন। একাজটি তাঁরা আগেও করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করে যাবেন বলে আমাকে আশ্বস্ড় করেছেন। আমি খুশি হয়েছি।

সমবায়ের অন্তর্নিহিত শক্তি হিসেবে বলা হয়ে থাকে 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' আমি একমত। তবে ২ বছর সমবায় বিভাগে কাজ করে, সমবায়কে পাঠ করে, সফল ও ব্যর্থ সমবায় সমিতিগুলোর নিবিড় পাঠ গ্রহণ করে আমার কাছে মনে হয়েছে যে সদস্যদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের উদার ও অটল ভালোবাসাই হচ্ছে সমবায় সমিতির টেকসই সাফল্যের অদৃশ্য চাবিকাঠি। আমার অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস: সমবায় হচ্ছে ভালোবাসা-নির্ভর ভালোবাসা-কেন্দ্রিক ভালোবাসা-চালিত আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পদ্ধতি। যেখানে পারস্পারিক উদার ও নিঃশর্ত ভালোবাসা নেই, সেখানে আর যাই থাক, সমবায় অনুপস্থিত। সমবায়ের বন্ধন মানেই ভালোবাসার বন্ধন। সমবায়ের মূল পুঁজি সমবেত ভালোবাসা।

আমি ঢাকা ক্রেডিটের বিভিন্ন কর্মসূচি দেখে, আয়োজনে অংশগ্রহণ করে, নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের সঙ্গে একাধিকবার মত বিনিময় করে এবং এর ধারাবাহিক সাফল্যের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঢাকা ক্রেডিটের মাঝে সেই "সমবেত ভালোবাসা" দেখতে পেয়েছি।

জয়তু সমবেত ভালোবাসা!
জয়তু ঢাকা ক্রেডিট!!
জয়তু সমবায়!!

লেখক: নিবন্ধক ও মহা পরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর (লেখাটি ফেসবুক থেকে সংগৃহীত)

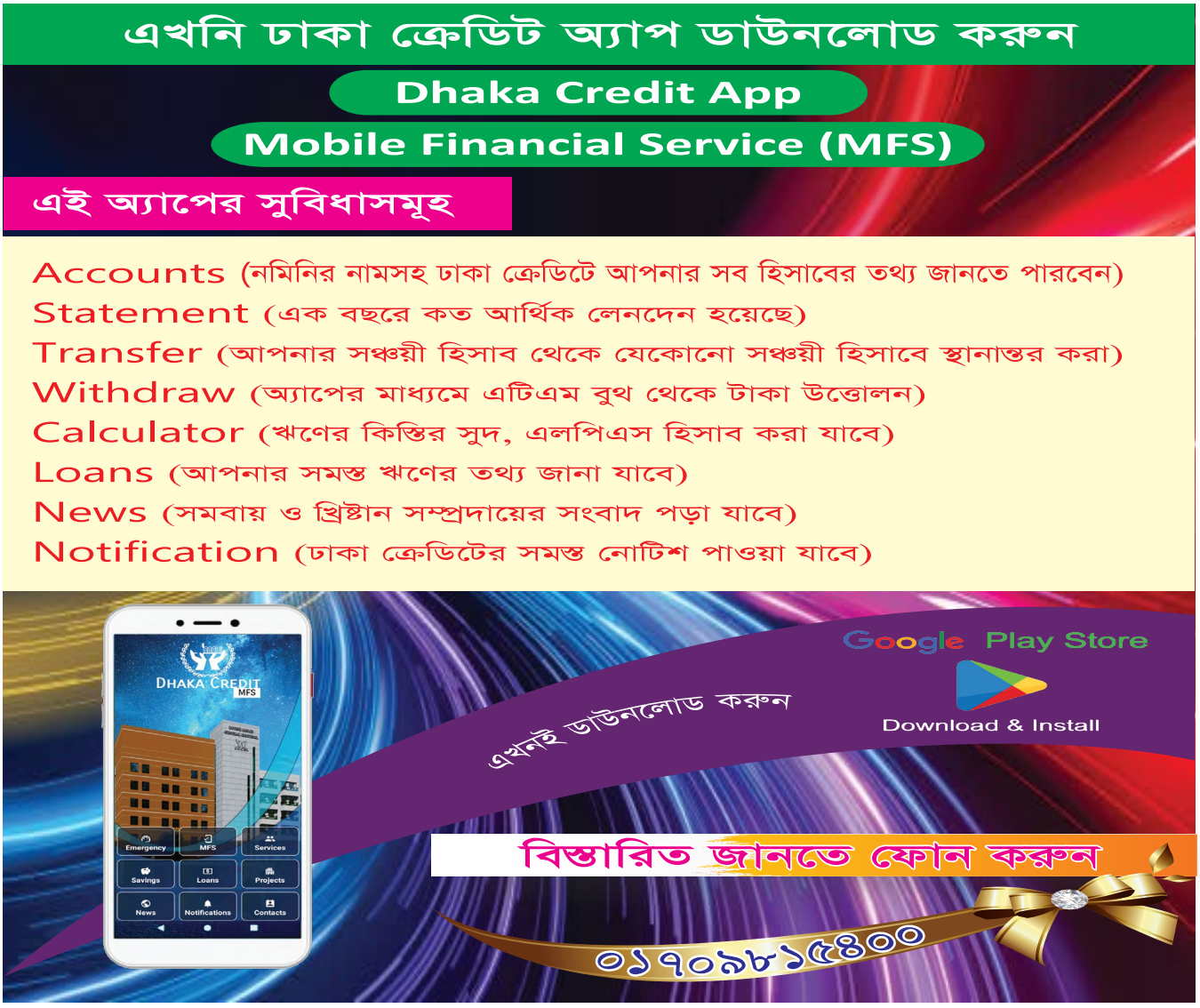

সমবায়ের ঢাকা ক্রেডিট-ঢাকা ক্রেডিটের সমবায়

হরিদাস ঠাকুর

'দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা (ঢাকা ক্রেডিট)'-এর ৬৬ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে লেখার প্রারম্ভেই আমরা সমবায়ের তিনটি ভিন্ন ধরনের সংজ্ঞাকে আমলে নিতে পারি। এ তিনটি ভিন্ন দ্যোতনার সমবায় সংজ্ঞা হচ্ছে:

(ক) সমবায় হচ্ছে ভালোবাসা-নির্ভর ভালোবাসা- কেন্দ্রিক ভালোবাসা- চালিত আর্থসামাজিক- সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পদ্ধতি। যেখানে পারস্পরিক উদার ও নিঃশর্ত ভালোবাসা নেই, সেখানে আর যাই থাক, সমবায় অনুপস্থিত। সমবায়ের বন্ধন মানেই ভালোবাসার বন্ধন।

(খ) সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি সংগঠন। (A Cooperative Society is the organization of the cooperators, for the cooperators and by the cooperators for their socio-economic development.)

(গ) সমবায় সমিতি হচ্ছে গুণগত মানসম্পন্ন গণতান্ত্রিক, স্বাধীন, সার্বভৌম একটি আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান। (Cooperative society is a quality democratic, autonomous socio-economic Organization.)

ঢাকা ক্রেডিট সমবায়ের মৌল চেতনায় আবিষ্ট। সবার মাঝে We feelings জাগ্রত ও সক্রিয় করে ঢাকা ক্রেডিট পথ চলে; এখানে পড়ে যায় সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিক I feeelings-এর মানসিকতা। We, They ইত্যাদি বিভক্তি সমিতিকে দুর্বল করে না। ঢাকা ক্রেডিট প্রমাণ করেছে সমবায় সমিতি হচ্ছে একটি সুস্থ যৌথ পরিবারের মতো। পরিবারের সদস্যগণ নিজ নিজ পছন্দ ও সামর্থ্য আনুসারে কেউ কৃষিকাজ, কেউ চাকরি, কেউ মাছ ধরা, কেউ ব্যবসা, কেউ গানবাজনা, কেউ পড়াশোনা করবেন, স্থানীয় বা জাতীয় নির্বাচন এলে নিজ নিজ পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবেন আবার একসাথে বসে গল্প করবেন, শলাপরামর্শ করবেন, সুখে-দুঃখে একতাবদ্ধ থাকবেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য হচ্ছে সমবায়ের প্রধান সৌন্দর্য ও শক্তি। এই শক্তিকেই লালন ও পালন করে চলেছে ঢাকা ক্রেডিট।

ঢাকা ক্রেডিটের জয়যাত্রাকে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারি। ২০১৮ সালের ১২ মে, রাত ২টা ১৪ মিনিট। যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি মহাকাশ অনুসন্ধান ও প্রযুক্তি কোম্পানী 'স্পেসএক্স'-এর ফ্যালকন-৯ ব্লক ৫ রকেট ফ্লোরিডার কেইপ কেনাভেরালের ঐতিহাসিক লঞ্চ প্যাড-৩৯ থেকে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট নিয়ে উড়াল দেয় মহাকাশে। এই লঞ্চ কমপ্লেক্স থেকেই ১৯৬৯ সালে চন্দ্রাভিযানে রওনা হয়েছিল অ্যাপোলো-১১ নভোযান। বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম গর্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমে মহাকাশে লাল সবুজের

বিজয় বার্তা রচিত হলো এদিন। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ একটি স্বপ্ন ও স্বপ্ন পূরণের অভিযাত্রায় মাইলফলক রচনা করলো আমাদের জাতীয় জীবনের গৌরবদীপ্ত পদচারণার ইতিহাসে। আমরা গর্বিত, আনন্দিত, উদ্বেলিত ও অনুপ্রাণিত।

আজ থেকে ৬৬ বছর আগে ১৯৫৫ সালের ৩ জুলাই 'সমবায়' নামক ভালোবাসার একটি আবেগীয় সত্তার যাত্রা শুরু হয়েছিল কয়েকজন স্বপ্নবাজ মানুষের আদর্শিক চেতনাকে ধারণ করে। সেই স্বপ্ন আজ মহীরুহে পরিণত হয়ে বাংলাদেশের সমবায় অঙ্গনে আজ একটি উজ্জ্বল তারকা হয়ে বিরাজ করছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সাথে তুলনীয় না হলেও 'দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা (ঢাকা ক্রেডিট)' নামক সমবায় প্রতিষ্ঠানের পদচারণা আজ একটি সমবায়ের আর্থসামাজিক প্রতিমূর্তি হয়ে বিরাজ করছে আমাদের সকলের সামনে। বাংলাদেশের সমবায় অঙ্গনে 'ঢাকা ক্রেডিট' আজ সমবায় দর্শনের একটি প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মানুষের আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ৩রা জুলাই, ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ৫০ জন সদস্য নিয়ে 'দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা (ঢাকা ক্রেডিট)' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সমিতিটি ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধনকৃত একটি সমবায় সমিতি, যা ইতোমধ্যে জাতীয় শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে একাধিকবার স্বর্ণপদক ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের সমবায় অঙ্গনে এই ক্রেডিট ইউনিয়ন একটি অনুসরণীয় সমবায় সমিতি। কালের পরিক্রমায় প্রতিষ্ঠানটি ৬৬ বছরে পদার্পণ করেছে যার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৪৩,০০০ এর অধিক।

'ঢাকা ক্রেডিট' কী? 'ঢাকা ক্রেডিট' মানে সহঅবস্থানের মিলনবিন্দু। বর্তমান প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে 'ঢাকা ক্রেডিট' নামক 'মহীরুহ'কে মলাটবন্দী করা একটি দুঃসাধ্য কাজ। 'ঢাকা ক্রেডিট'-এর একনিষ্ঠ সদস্য ও উপকারভোগীমাত্রই স্বীকার করবেন যে, 'ঢাকা ক্রেডিট' শুধুমাত্র একটি শব্দ নয়-একটি সমবায় সমিতির নাম নয়-একটি হেলাফেলা কোন বিষয় নয়; 'ঢাকা ক্রেডিট' একটি আন্দোলনের নাম, একটি দর্শন; একটি আদর্শ; একটি ধারাবাহিক কর্মযজ্ঞ, একটি শিল্প এবং একটি উন্নয়ন পরিকাঠামো। 'ঢাকা ক্রেডিট' এ শব্দটি প্রগতির ধারক, সমাজ উন্নয়নের পরিচায়ক, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার লালনকারী; সমবায় আন্দোলনের উদগাতা এবং সমবায় ও সমবায়ীবান্ধব এক উজ্জ্বল পথরেখা। 'ঢাকা ক্রেডিট' এই একটি মাত্র শব্দ দ্বারাই বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের সর্বশেষ হালচালই শুধু জানা যায় না, বরং দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চালচিত্রও আমরা উপলব্ধি করতে পারি। আমরা বৈশ্বিক জানালায় উঁকি মেরে বিশ্ব বাস্তবতার সুজুকসন্ধানও করতে পারি 'ঢাকা ক্রেডিট' ডানায় ভর করে।

'ঢাকা ক্রেডিট' একটি শব্দ-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠান-একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান। এটিই শুধু

'ঢাকা ক্রেডিট'-এর একমাত্র পরিচয় নয়। সার্বিক বিচারে আমার কাছে 'ঢাকা ক্রেডিট'কে মনে হয়েছে-(১) একটি শব্দ-মিলনের স্মারক; (২) একটি সমবায় সমিতি-সদস্যদের ভালবাসায় ঋদ্ধ; (৩) একটি প্রতিষ্ঠান-আপোষহীনতায় অচল; (৪) একটি সমবায় মূখপাত্র-সমবায় আন্দোলনের নিরলস যোদ্ধা; (৫) একটি আবেগ-নিবেদিতপ্রাণ কতিপয় মানুষের স্বপ্ন ও সাধ; (৬) একটি দর্শন-জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের প্রত্যাশী। 'ঢাকা ক্রেডিট'-এই শব্দ যুগল-(১) সমবায় আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের ধারক ও বাহক; (২) জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রত্যাশী; (৩) সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের সহযোদ্ধা; (৪) একঝাঁক নিরলস কর্মীর সুশৃঙ্খল ও শাণিত প্রকাশনা।

'ঢাকা ক্রেডিট' সমবায় দর্শন নিয়ে পথ চলে। সাধারণ মানুষ তথা সমবায়ীদের প্রতি রয়েছে 'ঢাকা ক্রেডিট'-এর একান্ত দায়বদ্ধতা। আমরা জানি প্রতিটি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্বতা রয়েছে। রয়েছে নিজস্ব চেতনা-আদর্শ-ধ্যান-ধারণা সমৃদ্ধ কর্মযজ্ঞ। 'ঢাকা ক্রেডিট'-এর রয়েছে আপন চেতনা বলয়-আদর্শের পতাকা-প্রীতির বন্ধন আর গণমানুষের প্রতি অকৃত্রিম দায়বদ্ধতা। নিজস্ব কর্ম ও মর্ম বন্ধন, আঙ্গিক ও পরিচ্ছন্নতার সাবলীলতা নিয়ে 'ঢাকা ক্রেডিট' নামক সমবায় মুখপাত্র আজ প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের পথে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চলছে। নিজস্ব অনন্যতায় 'ঢাকা ক্রেডিট' আজ অনন্যসাধারণ একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। 'ঢাকা ক্রেডিট'-এর সমবায় ভাবনা বাংলাদেশের সমবায় ভাবনার অনেকাংশ ধারণ ও লালন করে বলে অভিজ্ঞজনেরা মনে করেন।

'ঢাকা ক্রেডিট'-এর মূল শক্তির উৎস কী বা কারা? 'ঢাকা ক্রেডিট' মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে সদস্যরাই 'ঢাকা ক্রেডিট'-এর মূলস্তম্ভ বা প্রাণভোমরা। এর জন্য তাদের চাহিদার প্রতি 'ঢাকা ক্রেডিট'-এর রয়েছে একান্ত নিষ্ঠা ও অঙ্গিকার। সদস্যদের চাহিদা ও আকাঙ্খার প্রতি সচেতন থেকে বিগত ৬৬ বছর ধরে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে 'ঢাকা ক্রেডিট'-এর কোন কার্পণ্য ছিল না। এটা একটি অনেক বড়ো মাপের সাফল্য। আমরা অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখেছি অনেক প্রতিষ্ঠান অনেক সম্ভাবনা নিয়ে সারম্ভরে তাদের আগমনবার্তা ঘোষণা করেও শুধুমাত্র কমিটমেন্ট ও কর্মনিষ্ঠার অভাবে হারিয়ে গেছে কালের গর্ভে। এক্ষেত্রে 'ঢাকা ক্রেডিট' শুধু ব্যতিক্রমীই নয়, বরং অনেকের কাছে একটি জীবন্ত উদাহরণ-একটি প্রেরণার নাম-অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় একটি গতিশীল সমবায় সংগঠন।

'ঢাকা ক্রেডিট' কী স্বপ্ন দেখে? অবশ্যই 'ঢাকা ক্রেডিট' স্বপ্ন দেখে এবং সদস্যদের মনে স্বপ্নের জাল বপন করে। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে. আব্দুল কালাম স্বপ্নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-'স্বপ্ন সেটা নয় যেটা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে। স্বপ্ন সেটাই যেটা পূরণের প্রত্যাশা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না। আজ থেকে ৬৬ বছর আগে অদম্য কিছু স্বপ্নবাজ মানুষ স্বপ্ন দেখেছিলেন সমবায় আন্দোলকে এগিয়ে নিতে। সে সময়টা ছিল বড়ই দুর্দিন। কেউ সাহস করেনি। সেসময় সমবায় ছিল হতাশার চাদরে ঢাকা। সে সময়ে সমবায় আন্দোলন নিয়ে এগিয়ে যাওয়া ছিল রীতিমত একটি চরম দুঃসাহসিক কাজ। 'ঢাকা ক্রেডিট' সে দুঃসাহসিক কাজটিই করেছে আদর্শ ও মনোবল সাথে নিয়ে। পেয়েছে সদস্যদের অফুরন্ত ভালবাসা। 'ঢাকা ক্রেডিট' তাই আজ বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের বিকাশে-প্রচার ও প্রসারে একটি অগ্রগণ্য নাম। 'ঢাকা ক্রেডিট' নিজেই স্বপ্নবাজ-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে না। জেগে থেকে সোনালী দিন এনে সোনার বাংলাদেশ গড়তে চায় সমবায় আন্দোলনকে সাথী করে। বিগত ৬৬ বছর ধরে সে এ চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে। আগামীতেও তার পথচলা থামবে না-এটা আমরা তার কর্মযজ্ঞ দেখে উপলব্দি করতে পারি।

পোলিশ অর্থনীতিবিদ 'কোপেকি'র মতে আদিমকাল থেকে সভ্যতার উন্মেষ ও অগগ্রতিতে মানবজাতিকে শক্তি ব্যবহার /উদ্ভাবনের ছয়টি ধাপ পেরিয়ে আসতে হয়েছে। এগুলো হলো- (১) প্রিমিটিভ ম্যান: দশ লক্ষ বছর আগের মানুষ; শক্তির উৎস ছিল খাবার; (২) হান্টিং ম্যান: এক লক্ষ বছর আগের মানুষ; শক্তির উৎস ছিল আগুন; (৩) এগ্রিকালচারাল মানুষ: সাত হাজার বছর আগের মানুষ; শক্তির উৎস পশু; (৪) এডভান্সড এগ্রিকালচারাল ম্যান: চার হাজার বছর আগেকার মানুষ; শক্তির উৎস পানি ও বায়ু; (৫) ইন্ড্রাষ্ট্রিয়াল ম্যান: শিল্পবিপ্লবের সময়; শক্তির উৎস কয়লা ও গ্যাস; এবং (৬) টেকনোলজিক্যাল ম্যান (বর্তমান যুগ): শক্তির উৎস প্রযুক্তি। টেকনোলজিক্যাল মানুষ হিসেবেই উন্নয়নের বাহন করার জন্য আমরা তথ্য প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নামক কর্মযজ্ঞ ঘোষণা করেছি আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে 'ঢাকা ক্রেডিট' ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে তথ্য প্রযুক্তির এই চরম উৎকর্ষতার যুগে আমাদের উন্নয়নের পথ নির্দেশ করছে তার প্রতিটি পাতায় পাতায় উন্নয়ন দর্শন প্রদর্শন করে।

'ঢাকা ক্রেডিট' আলোক পিয়াসী-আলোক সন্ধানী-আলোকিত প্রাণের দিশারী-শুধুমাত্র তত্ত্বে নয়-কর্মে বিশ্বাসী বলে আমার মনে হয়েছে। 'ঢাকা ক্রেডিট' তার কর্মযজ্ঞ দ্বারা জ্ঞানের আলোকে সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে আলোকিত মানুষ/সংগঠন গড়ার অবিরাম প্রয়াস। বিজ্ঞজনের অভিজ্ঞতায় আমরা জানি একজন আলোকিত মানুষ তিনি যিনি হবেন : (১) চেতনায় সমৃদ্ধ; (২) কর্মে দীক্ষিত; (৩) সৎ সাহসে প্রদীপ্ত; (৪) ত্যাগে অনুপ্রাণিত; (৫) মেধায় প্রাণিত; (৬) জ্ঞানে উদ্ভাসিত; (৭) ধৈর্য্যে অবিচল; (৮) মানবতাবোধে উৎকৃষ্ট; (৯) মননে সৃজনশীল; (১০) সমাজ চেতনায় বিদগ্ধ; (১১) দেশপ্রেমে শাণিত; (১২) স্বপ্ন বাসরে স্বাপ্নিক; (১৩) মানুষের প্রতি আস্থাশীল এবং (১৪) মানবকল্যাণে নিবেদিত। 'ঢাকা ক্রেডিট'-এর বিগত সময়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে আমার প্রতীতি জন্মেছে এই বলে যে, 'ঢাকা ক্রেডিট'-এর কুশীলববৃন্দ তাদের সর্বোচ্চ সাধ্য দিয়ে তাদের সাধকে নিয়ে এসেছে সদস্যদের আলোকিত করার মহান বাসনায়।

'ঢাকা ক্রেডিট' মানুষ নিয়ে কারবার করে; বিশেষত: সাধারণ মানুষকে নিয়ে যারা অমজনতা নামেই খ্যাত। 'জীবনের কঠিন মাটি'তে ' সংগ্রাম' নামক লাঙল চালিয়ে 'বাস্তবতা'র নিড়ানি দিয়ে এবং 'চেষ্টা' নামক পানিসেচ করে 'সফলতা' নামক 'ফসল' ফলাতে সাধারণ যেসব মানুষেরা 'জীবনের সার' হিসেবে ' অদম্য জেদ ও পরিশ্রম' নামক মহাঅস্ত্র ব্যবহার করে আমাদের প্রিয় স্বদেশকে বিশ্বের দরবারে উন্নয়নের মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার নিরন্তর প্রয়াসে লিপ্ত; তাদের এই 'অদম্য জেদ ও পরিশ্রম' পাথেয় করে 'হৃদয়ের উষ্ণতা'র তুলি দিয়ে 'ভালবাসা'র রং মাখানো 'সমাজ' নামক ক্যানভাসের 'মানুষ' নামক মডেলদের নিয়ে 'আলোকিত সমাজ তথা আলোকিত পৃথিবী' শীর্ষক ' মহান ছবি' আঁকার কাজে রত আছে 'ঢাকা ক্রেডিট' নামক ৬৬ বছরের একটি 'যুবক'। তার মনে সঞ্জিবনী সুধা হয়ে আছে মানুষের প্রতি 'ভালবাসা' নামক মহার্ঘ্য বস্তুটি। আলোকিত চেতনার বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে বিশ্বাসের রথে চড়ে বিশ্বাস নামক বিশ্বাসের ঘরে বিশ্বাস বিশ্বাস বিরাজ করছে 'ঢাকা ক্রেডিট'-'সম্প্রীতি'র সুবাস ছড়িয়ে।

আমাদের সহজ-সরল ও সংগ্রামী মানুষের মনে 'সম্প্রীতি' ছড়িয়ে দিচ্ছে স্বপ্নের জাল-দিন বদলের পালাগান-সুখী সমৃদ্ধ জীবন গড়ার উত্তর ফাগুনের কবিতা-মফিজ, গনি মিয়া-আইজ উদ্দিন নামক সাধারণ মানুষদের দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশকীয় ভাত ও রুটির গদ্যগাঁথা-রুজি ও রোজগারের কাহিনীকাব্য-আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর খ্যাত তারুণ্যের নিকট ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের সনেট। 'ঢাকা ক্রেডিট'-এর মাধ্যমে আমরা সমবায় কর্মযজ্ঞ তথা আনন্দময় জগতের সন্ধান পাচ্ছি মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জীয়নকাঠির সন্ধান পেয়ে। 'ঢাকা ক্রেডিট' আসলে সমবায় 'আনন্দ বাজারে' 'আনন্দ' নামক ব্যবসায়ী হয়ে 'আনন্দ' নামক পসরা সাজিয়ে আমাদের 'আনন্দ' আস্বাদনের জন্য 'আনন্দময়' সানন্দ আমন্ত্রণ জানাচ্ছে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ ।

আমরা সুখী-সুন্দর-সমৃদ্ধ এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই যে বাংলাদেশ শুধুমাত্র ভৌতিক/জৈবিক সম্পদে সমৃদ্ধ হবে না; বরং মেধা ও মননশীলতার উৎকর্ষতাযুক্ত একটি জ্ঞাননির্ভর সমাজ যেখানে থাকবে। আমরা ধনে গরীব হবো না-আমরা মনে গরীব হবো না যদি আমরা জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে পারি। প্রযুক্তি জগতের দিকপাল বিল গেটস বলেছেন- If you **are** born poor, it is not your mistake, But if you die poor, it is your mistake. গরীব হয়ে জন্মানো অপরাধ নয়-গরীব হয়ে মৃত্যুবরণ করাটাই অপরাধ। মানুষ অসীম সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণকারী একটি উন্নত প্রাণি যার বিকশিত হবার ও উন্নত হবার অসীম ক্ষমতা থাকে। তবে এর জন্য প্রয়োজন জ্ঞান অর্জন ও তার চর্চা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অভীপ্সা। 'ঢাকা ক্রেডিট' আমাদের সেই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতি ব্রতী হবার প্রেরণা দিচ্ছে অবিরত।

আজ থেকে ৬৬ বছর আগে এক শুভ কাজে শুভ দিনে শুভ সময়ে শুভলোকের শুভ আশায় 'ঢাকা ক্রেডিট' শুভযাত্রা করেছিলো মানুষের ভালবাসা ও আশীর্বাদ নিয়ে। ৬৬ বছর পথ পেরিয়ে এসে এখন 'ঢাকা ক্রেডিট' অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ যুবক। কবি হাফিজ হেলালের ভাষায়-'এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।' 'ঢাকা ক্রেডিট' যুদ্ধ করেছে-যুদ্ধ করছে-যুদ্ধ করবে সুন্দর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ায়; আলোকিত সমবায়ী ও সমবায় সংগঠন সৃষ্টিতে। আমারা তার জন্য শুভ কামনা করেছি-করছি ও করবো সব সময়। সক্রেটিসকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, 'দেশপ্রেম কী?' জবাবে সক্রেটিস বলেছিলেন,' নিজের কাজ সর্বোত্তমভাবে করে যাওয়াই সর্বোচ্চ দেশপ্রেম।' আমরা আশা করবো 'ঢাকা ক্রেডিট' তার উপর আরোপিত/আরধ্য কাজটি সঠিকভাবে করে সঠিক দেশপ্রেমের পরিচয় দেবে অনাগত দিনেও যেমন দিয়েছে বিগত সময়ে।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর প্রাক্কালে 'ঢাকা ক্রেডিট' সকল সদস্য, কলাকুশলী, কারিগর, শুভানুধ্যায়ীকে সমবায়ী 'সম্প্রীতি'ময় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। জয়তু সমবায়-জয়তু 'ঢাকা ক্রেডিট' ।

লেখক: উপসচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

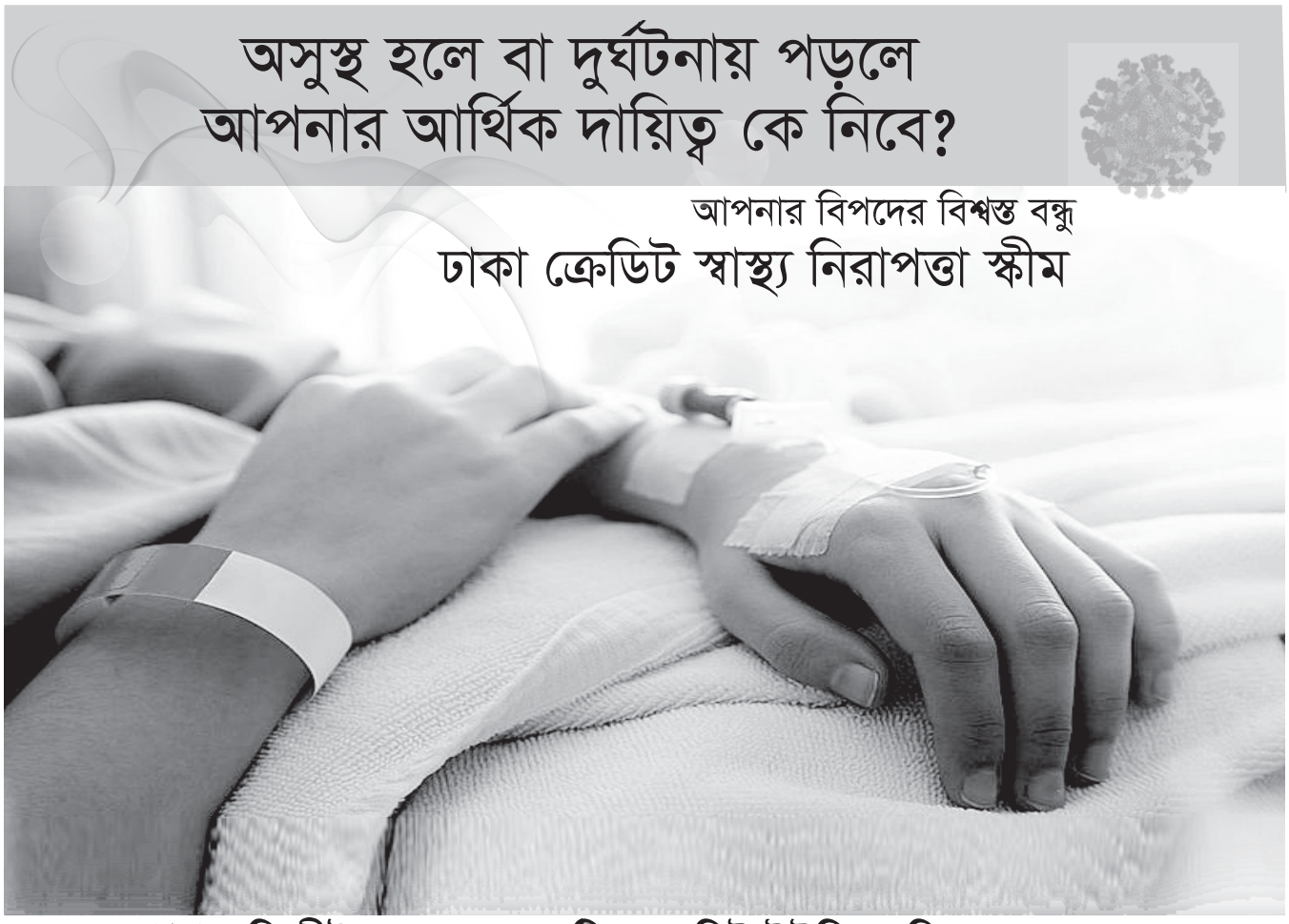

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

একটি ক্যালেন্ডারের জন্য

ডেভিড স্বপন রোজারিও, আমেরিকা

ঢাকা ক্রেডিটের ছেষট্টি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে স্নেহের সুমন কোড়াইয়া অতীত নেতৃত্ব ও অভিজ্ঞতার ওপর একটি লেখা দিতে বললো। সেবা দিতে গিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা যেমন প্রচুর আনন্দময়, আবার কিছু কিছু ঘটনা সত্যিই বেদনাদায়ক, যা মনে হলে আজও হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। আমার সৌভাগ্য বেশ কয়েকজন নিবেদিত প্রাণ সমবায়ী সেবকদের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁরা আমাকে সেবা ও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ভালোবাসার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন, যার জন্য আজও তাঁরা আমার কাছে প্রাত স্মরণীয় হয়ে আছেন।

তখন রক্ষণশীল সমাজে বয়স্ক নেতৃবৃন্দের কাছে যুবকদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস কম ছিল। তিল তিল করে গড়া এ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান একদিনে বা কোন একজন ব্যক্তি বিশেষের একক প্রচেষ্টায় হয়নি। বছরের পর বছর বহুনিবেদিত প্রাণ একনিষ্ঠ কর্মী, সমাজ সেবক ব্যক্তিদের ত্যাগ, তিতিক্ষা, সেবার ফসল। সে সময়ে তাঁদের আস্থা অর্জন করা যুবকদের পক্ষে চাট্টিখানি কথা ছিল না। কোনরূপ ঝুঁকি নিতে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁদের ধারণা অমূলক ছিল না। আমাদের পূর্বে, কিছু যুবককে তাঁরা নেতৃত্বেও সুযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বিভিন্ন কারণে তারা হারিয়ে গেছে। আমরা বেশ কয়েক বছর, আন্দোলন করে সুযোগ পেয়েছিলাম। আমরা কয়েকজন এ অর্থনেতিক প্রতিষ্ঠানে অনেকদিন সেবা দেয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। তারমধ্যে এডুয়ার্ড অনীল গমেজ, যেরোম পবিত্র রোজারিও অন্যতম। বলাবাহুল্য, আমরা তিনজনই ভালো সংস্থায় চাকরি করতাম। আমাদের চিন্তা চেতনায় আধুনিকতার ছাপ ছিল। সদস্যদের অধিকতর সেবা প্রদানে নানা সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করাই ছিল আমাদের সার্বক্ষণিক চিন্তা।

যেহেতু ইতিপূর্বে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের এবং কর্মস্থলে নেতৃত্ব কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম, তাই এ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে উজাড় করেছিলাম। আমি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে হিসাব কর্মকর্তা ও অফিসার্স এসোসিয়েশনের ফাইন্যান্স সেক্রেটারি থাকাকালীন সময় আমাদের সংস্থার নানা উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা, ঢাকা ক্রেডিটের উন্নয়নকল্পে কাজে লাগাতে চেষ্টা করতাম। এডুয়ার্ড ও যেরোম পবিত্র একই ভূমিকা পালন করতো। বোর্ড মিটিংয়ে সব সময় আমরা কোন না কোন উন্নয়নমূলক প্রস্তাব তুলে ধরতাম। বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের সে সমস্ত গঠনমূলক প্রস্তাবনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন যোগাতেন মানিকদা, সুবাসদা, আরনল্ডদা, হিউবার্টদা প্রমুখ। ফলে স্টাফদের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য বেতন স্কেল, কর্মচারীদের চাকরিবিধি, ছাত্র প্রকল্প, স্বাস্থ্য প্রকল্প, সমবার্তার নীতিমালা ইত্যাদি মানবিক পদক্ষেপ গ্রহণে সমর্থ হয়েছিলাম। তারপরও আমাদের সেবা প্রদানের পথ মসৃণ ছিল না। আমাদের নিঃস্বার্থ সমাজসেবা ও উন্নয়নধারা দেখে অতীতেও অনেকে ব্যর্থ নায়কদের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এবং তার প্রতিফলন ঘটে সামান্য একটি সৃজনশীল কার্যক্রম গ্রহণ করতে গিয়ে। আমি আগেই বলেছি, এয়ারলাইন্সে চাকরি করার সুবাদে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ দেখার ও জানার সুযোগ আমার হয়েছিল। সামান্য সামান্য উপহার দিয়ে আমরা যাত্রীদের খুশি করতাম যেমন ক্যালেন্ডার, ডায়েরি, চাবির রিং ও কলম ইত্যাদি। ক্যালেন্ডার ও ডাইরিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত যা ভ্রমণকারীদের সহায়ক ছিল। সেই ধারণায় বশবর্তী হয়ে একদিন বোর্ড মিটিংয়ে আমার উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরলাম। সদস্যদের অযথা হয়রানীর হাত থেকে বাঁচার জন্য, ঢাকা ক্রেডিটের নানা প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ছয় পৃষ্ঠা বিশিষ্ট ক্যালেন্ডারের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকবে। সদস্যরা তাদের তথ্য ঘরে বসেই পাবে এবং সেমতো প্রস্তুত হয়ে অফিসে আসবে। বোর্ড নানা আলোচনা ও পর্যালোচনার পর স্বতস্ফূর্তভাবে প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন। আমার উপর দায়িত্ব পড়লো, সবকিছু প্রস্তুত করার। বন্ধুদের সাথে নিয়ে কিছু নিষ্ঠাবান কর্মচারীদের সহযোগিতায় সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার পর স্কাইল্যাবের প্রিন্টিং প্রেসে ছাপানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ প্রেসটি চালাতেন মাইকেল ও এন্ড্রু হালদার। তারা ক্রেডিটের এই পদক্ষেপের ভূঁয়সী প্রশংসা করলেন এবং নামমাত্র মূল্যে ছাপাতে রাজি হলেন। কাজও পুরোদমে এগুতে থাকে। প্রায় প্রতিদিন প্রেসে গিয়ে প্রুফ দেখা ও নানা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে থাকি। এ কাজে মাঝে মধ্যেই মানিকদা, আরনল্ডদা, এডুয়ার্ড ও যেরোম সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতো। যখন প্রায় আশি ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে, তখন এক বোর্ড মিটিং চলাকালীন সময়ে, বিরাট এক সিংহের গর্জন শোনা গেল-

> বর্তমান ক্রেডিটের যুগোপযোগি উন্নয়নধারা, নানা বড়ো বড়ো প্রকল্প দেখে ভাবি, সিংহটি আজ মুখ থুবরে পড়ে আছে! গর্জন আছে ঠিকই, কিন্তু থাবা মারার শক্তি নেই, বয়সের ভারে ন্যুজদেহ। এরা অন্যের ভুল ধরে, হিংসা করে, মিথ্যে অপবাদ দেয়, কিন্তু নিজেদের অপকর্মের দরুণ সমাজের কতখানি ক্ষতি হলো তা দেখেও না দেখার ভান করে।

ক্রেডিট ইউনিয়নের অর্থ অপচয় করা চলবে না, অনতি বিলম্বে ক্যালেন্ডার ছাপানো বন্ধ করতে হবে, তা না হলে ফল ভালো হবে না, ইত্যাদি নানা হুমকি দিয়ে, বীরদর্পে একদল যুবক নিয়ে সে চলে গেল। আমরা তো হতভম্ব হয়ে গেলাম।

এরপর ঘটনা খুব দ্রুত ঘটতে লাগলো। নানা লিফলেটের মাধ্যমে কুৎসা রটিয়ে ফার্মগেট ব্রীজের নিকট সদস্যদের বিতরণ করা হলো। সদস্যরা এতে বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের নানা প্রশ্নবানে জর্জরিত করলো। আমাদের ব্যাখ্যা শুনে কেউ কেউ প্রশংসা করলেও অনেকে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল।

উপর্যুপরি ফোনে হুমকি-শারীরিক নির্যাতনের ভয়ে ক্যালেন্ডার ছাপানো বন্ধ করে দিলাম। যদিও প্রেসের মালিক নামমাত্র মূল্যে ছাপিয়ে দিতে রাজি ছিল। কোনো অন্যায়ের কাছে

এটা আমার প্রথম পরাজয়। আমরা একটা বিষয়ে পরাজিত হলেও আমাদের অগ্রযাত্রা ব্যহত হয়নি। সদস্যদের সমর্থনে অনেক কর্মসূচি সফলতার সাথে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

আজ একান্তে ভাবি আমাদের মাত্র কয়েক হাজার টাকার জন্য যারা হুমকি-ধামকি দিয়ে আমাদের নাস্তানাবুদ করেছিল তারা এখন কোথায়?

বর্তমান ক্রেডিটের যুগোপযোগি উন্নয়নধারা, নানা বড়ো বড়ো প্রকল্প দেখে ভাবি, সিংহটি আজ মুখ থুবরে পড়ে আছে! গর্জন আছে ঠিকই, কিন্তু থাবা মারার শক্তি নেই, বয়সের ভারে ন্যুজদেহ। এরা অন্যের ভুল ধরে, হিংসা করে, মিথ্যে অপবাদ দেয়, কিন্তু নিজেদের অপকর্মের দরুণ সমাজের কতখানি ক্ষতি হলো তা দেখেও না দেখার ভান করে। এদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আসে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে শ্বেতপত্র প্রকাশিত হয়। ফলে জনগণের সামনে এদের সমাজ সেবার অন্তরালে নানা কুকর্মের মুখোশ উন্মোচিত হয়। সাধারণ জনগণ এদের ঘৃণা করে অভিশাপ দেয়।

অনেকেই আমাকে প্রায়শই প্রশ্ন করতো, ক্রেডিট ইউনিয়নে কি আছে? কেন নেতারা দিনের পর দিন এখানে পড়ে থাকে? বরাবরের মতো একই জবাব দিয়েছি, 'মানুষের সেবার মধ্যে এতো আনন্দ, আর কোথায়ও পাইনি।' একটি মন্ত্র আমার চলার পথের পাথেয় হয়ে আছে, তা হলো-

'আরতি থালা - রোজারি মালা,
লাগিবে কোন কাজে-
মানুষ করিবে মানুষের সেবা
আর যত সব বাজে।'

ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে সবাই পারে না। কারণ ক্রেডিট ইউনিয়ন লাভের জন্য নয়, দান খয়রাতির জন্য নয়, সেবার জন্য। কিংবা 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' এ মন্ত্রে অনেকে দীক্ষিত হতে পারে না। ক্রেডিট ইউনিয়নকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য সৎ, বুদ্ধিমান, পারদর্শি, বিচক্ষণ, দুরদর্শী ও সৃজনশীল ক্ষমতার অধিকারী নেতৃত্বের প্রয়োজন।

যারা হুংকার দিয়ে ব্যক্তিগত লাভ, ব্যবসায়ী সুযোগের আশায় ক্রেডিটের ক্ষমতায় আসে, কিছুদিন যাওয়ার পর হতাশ হয়ে কেটে পড়ে। আর কোনোদিন এ মুখো হয় না। তাদের উক্তি 'নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো সময় আমার নেই।'

আজ ৬৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আপনারা যারা পরিচালনার দায়িত্বে আছেন তাদের কাছে আমার অনুরোধ, বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে যান, ভাল কাজে বাধা আসবেই, কিন্তু থেমে থাকলে চলবে না। সমস্ত কিছু নির্ভুলভাবে করার জন্য আমার সব সময়কার পরামর্শ-

'আছে বুদ্ধি
নেয় বুদ্ধি
তাকে বলে উত্তম বুদ্ধি।'

সবাইকে সাথে নিয়ে কাজ করুন, ভুল কম হবে। আপনাদের গৃহীত যেকোনো উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে আমার সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা থাকবে। আপনাদের অগ্রযাত্রা, সদস্যদের সুফল বয়ে আনুক এ কামনা করি ॥

ভর্তি চলছে! **ভর্তি চলছে!!** **ভর্তি চলছে!!!**

নিয়মিত ব্যায়াম করুন, সুস্থ থাকুন।

ঢাকা ক্রেডিট জিম-এ ভর্তি চলছে

আজই ভর্তি হোন

ঢাকা ক্রেডিট জিম—এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- অত্যাধুনিক ইনস্ট্রুমেন্ট
- মনোরম ও ধুমপান মুক্ত পরিবেশ
- অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক
- অধিক সংখ্যক ইনস্ট্রুমেন্ট
- নারীদের জন্য আলাদা সু-ব্যবস্থা
- তুলনামূলকভাবে কম খরচ

-ঃ জিম ব্যবহারের সময় সূচী ঃ-

গ্রুপ এ - পুরুষ সকাল ৬ঃ০০ ঘটিকা হতে দুপুর ২ঃ০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
গ্রুপ বি - নারী বিকাল ৩ঃ০০ ঘটিকা হতে সন্ধ্যা ৬ঃ০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
গ্রুপ সি - পুরুষ সন্ধ্যা ৬ঃ৪৫ ঘটিকা হতে রাত ১০ঃ০০ ঘটিকা পর্যন্ত।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

ঢাকা ক্রেডিট জিম, সাধনপাড়া সেবা কেন্দ্র , ৮/ক, পূর্ব রাজাবাজার
সাধনপাড়া, শেরে-বাংলা-নগর, ঢাকা।
ফোন: ৯১৩৯৫১৭, ০১৭১৫৮১৬৬৭১, ০১৭১১৫২৩৮৩৩

DC Child Care & Education Centre

"THE BEST GUIDELINE FOR YOUR KIDS"

ENROL NOW

Admission Going On

- Play Group
- Nursery
- KG
- Class One
- Class Two

30% Discount

ON ADMISSION FEES FOR PANDEMIC SITUATION

FOR 2021-22 SESSION

ONLINE CLASSES WILL START FROM 1ST JULY, 2021 THROUGH ZOOM.

ART AND CRAFT CLASS

01 CAMBRIDGE CURRICULUM

02 TEACHERS ARE TRAINED FROM SINGAPORE

03 CREATIVE ACTIVITIES AND EDUCATIONAL GAMES

04 INTERACTIVE LEARNING

/dhakacreditchildcare

info.dcec@cccul.com

88/5 MONIPURIPARA, TEJGAON, DHAKA-1215

01709815484,
09678771270 EX-2231

বর্তমান বাস্তবতায় একটি খ্রিষ্টান হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা

সুনীল পেরেরা

পবিত্র বাইবেল গ্রন্থে লেখা রয়েছে, "মানবপুত্র সেবা পেতে আসেনি, সেবা দিতে এসেছেন।" অন্যত্র যীশু বলেছেন, "যারা সুস্থ তাদের চিকিৎসার প্রয়োজন নেই, যারা পীড়িত তাদেরই প্রয়োজন। আমি ধার্মিকদের ডাকতে আসিনি, এসেছি পাপীকে আহ্বান করতে। আরও বলা হয়েছে, "ঈশ্বরকে ভালবাসো, মানুষকে সেবা কর। ভালোবাসার অর্থই হচ্ছে সেবা, আত্মোৎস্বর্গ। মানব সেবাইতো ঈশ্বর সেবা।"

যিশু খ্রিষ্ট এই জগতে এসেছিলেন মঙ্গলবার্তার দূত এবং মানবজাতির সামগ্রিক মুক্তির প্রবক্তা হিসেবে। তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল বিশ্বজনীন কল্যাণ সাধন। সেবার প্রতিক হিসেবে মৃত্যুর শেষ রাতে যীশু তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন আমি যা করেছি তোমরাও পরস্পরের প্রতি তাই করবে।

সাধু পাস্কাল বলেছেন, "ঈশ্বরের প্রতি তোমার হৃদয়টা হতে হবে শিশুর হৃদয়ের মত, প্রতিবেশীর প্রতি তোমার হৃদয়টা হতে হবে মায়ের হৃদয়ের মতো, আর তোমার নিজের প্রতি তোমার হৃদয়টা হতে হবে বিচারকের হৃদয়ের মতো।"

বর্তমান যুগে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় দান বা সেবার প্রকৃষ্ঠ পন্থা হল ত্রাণ বা সমাজকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাহায্য করা। শুধু নিজের জন্য নয় অপরের জন্যও আমাদের সেবার হাত প্রসারিত করতে হবে। আশেপাশে মানুষের কথা ভাবতে হবে। কত ভাবেইতো সেবা করা যায়। নিঃসঙ্গ লোকের কাছে গিয়ে সঙ্গ দান, ব্যস্ত প্রতিবেশীর কাজে সহায়তা করা,পারিশ্রমিক না নিয়ে অন্যের কাজ করে দেয়। সর্বপরি অসুস্থ অবস্থায় অন্যের সেবা করা, মৃত্যু পথযাত্রীকে জীবনে ফিরিয়ে আনা। দয়ালু সমরীয় তার নিজের সময়, সহায়তা, সেবা ও অর্থ দিয়ে আহত মানুষটিকে সুস্থ করে তুলেছিলেন।

আমাদের আশেপাশে যারা দারিদ্রে, ব্যাধিতে, জড়তায়, অবজ্ঞায় অর্ধমৃত হয়ে আছে তাদের সেবার জন্যও আমরা আহুত। সদানুভূতিই যেন হয় আমাদের সেবা দানের মূলসুর। যিশু নিজেই সেবাকে পরম সৌন্দর্য ও পরম শর্ত বলে জেনে নিয়েছিলেন। খ্রিষ্টবার্তা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, ঘৃণা নয়, প্রেমই আমাদের জীবন ও কর্মে পরিত্রাণ আর এই প্রেমের পরিধি থেকে কাউকে বাদ দেয় যায় না। কোন মানুষই অবহেলা বা ঘৃণার পাত্র নহে।

এদেশে খ্রিষ্টমণ্ডলীর বয়স প্রায় পাঁচশত বছর। এরই মধ্যে মণ্ডলী নির্ভর হয়েছে।

সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতার বিবর্তন ঘটেছে মিডিয়া দ্রুত উন্নয়নের ফলে। বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়। ঘরে বসে বোতাম টিপলেই সব কিছুই হাতের নাগালে চলে আসে। কিন্তু গোড়ার দিকে তেমনটা ছিল না। কুসংস্কারাচ্ছন্ন-অজ্ঞ-অশিক্ষিত জনগণের ছিল না কোন স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে জ্ঞান। ছিল না কোন উপায়। স্বাস্থ্য সেবা বলতে স্বঘোষিত কবিরাজ। ঝাড়ফুক-জলপড়া আর মন্ত্রতন্ত্রই ছিল চিকিৎসার মাধ্যম। বিদেশী মিশনারিদের চেষ্টায় প্রথমেই গড়ে তোলা হয় কিছু স্বাস্থ্য কর্মী। কিছু সংখ্যক সিস্টারদের নার্সিং ট্রেনিং দিয়ে মিশন ভিত্তিক ক্লিনিক গড়ে তোলা হয়। সঙ্গে থাকেন কিছু হোমিও চিকিৎসক। তাদের মাধ্যমেই মাণ্ডলীক সেবা কাজের সূত্রপাত। এভাবেই তারা এদেশে খ্রিষ্টকে প্রকাশ করেছেন, প্রচার করেছেন তাঁর সেবার আদর্শকে। এর পাশাপাশি শিক্ষকতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

সময়ের আবর্তে বিদেশী মিশনারিগণ এদেশে কয়েকটি স্থানে হাসপাতাল নির্মাণ করেন। ঢাকার মগবাজারে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'হলি ফ্যামেলী হাসপাতাল'। বিদেশী মিশনারি সিস্টারদের দ্বারা পরিচালিত এই

হাসপাতালের সেবার মধ্যদিয়ে ঢাকা শহরে খ্রিষ্টীয় সেবার ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সাথে সাথে এখান থেকে গড়ে তোলা হয় অনেক অনেক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী। অন্যদিকে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'কারিতাস' এর মাধ্যমে সেবা কাজের ধারা সারা বাংলাদেশে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে হলি ফ্যামেলী হাসপাতালটি আমরা ধরে রাখতে পারিনি, আমাদের ব্যর্থতার কারণে। অবশ্য সে সামর্থ্যও আমাদের ছিল না তখন।

সেই ব্যর্থতার গ্লানি ঘুচাতেই সমাজ আবার উপলব্ধি করেছে, এমনি একটি সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের। আমাদের রয়েছে প্রচুর লোকবল, রয়েছে বহু ডাক্তার, অসংখ্য সেবাকর্মী। এমনি একটি প্রতিষ্ঠান থাকলে এখানে পড়াশোনা করেই গড়ে উঠবে ডাক্তার, নার্সসহ অনান্য সেবাকর্মী। তারা এখানেই চাকরির সুযোগ পাবে। জনগণের প্রতি সেবার পরিধি বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রত্যন্ত গ্রাম থেমে একটা রোগী নিয়ে আসতে যানজটের কারণে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অর্থের হয় অপচয়। সেবার চেয়ে অর্থের পাল্লাই বেশি। গরিব, মধ্যবিত্ত মানুষের পক্ষে এ বোঝা বহন করা সম্ভব হয় না। জীবন বাঁচানোর তাগিদে ধার-দেনা করে চিকিৎসা করতে কত কষ্টই না হয়। এখন ঢাকা ক্রেডিট এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস শুরু করেছে। এর সাথে অন্যান্য সমিতিগুলোও চালু করেছে এই স্বাস্থ্যসেবা। ঢাকা ক্রেডিট তার ৪৩ হাজার সদস্যসহ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কথা চিন্তা করে পরিকল্পনা করেছে একটা খ্রিষ্টান হাসপাতাল প্রতীক্ষার। খুব সহজে এর বাস্তবায়ন করা যায় নি। বহু বাধা বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে, বহু মানুষের দ্বীমত থাকা স্বত্বেও তারা সিদ্ধান্তে অবিচল থেকেছে। সঙ্গে পরামর্শ ও নৈতিক সাহস যুগিয়েছেন মণ্ডলীর প্রধানগণ। বিশেষভাবে মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি. রোজারিও সিএসসি সর্বদাই তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়েছেন, পাশে থেকেছেন। বহুমানুষের চিন্তার ফসল, পরিশ্রমের ফসল ঢাকার অদূরে মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর পাশে নির্মিত হচ্ছে স্বপ্নের 'ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল'।

আমরা খ্রিষ্টভক্তগণ প্রত্যেকেই মঙ্গলবাণী প্রচারে আহুত। এবার শুরু হচ্ছে 'গণমঙ্গল কর্মসূচী গণ মানুষের কল্যাণে'। আমরা এবার সম্মিলিতভাবে খ্রিষ্টীয় সেবা কাজের সুযোগ পাবো। খ্রিষ্ট তো তাই বলেছিলেন, "তোমরা পরস্পরের প্রতি তাই করো, আমি যেমনটি তোমাদের করেছি।" সত্যিকার অর্থে এই প্রতিষ্ঠানটি হতে পারে খ্রিষ্টীয় সেবার প্রাণ কেন্দ্র। তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে রয়েছে একটি ছোট হাসপাতাল। তবে সেই গোড়ার দিকে এখানে ছিল একটি ক্লিনিক এবং ডেলিভারী কেন্দ্র। একবার একজন অখ্রিষ্টীয়ান মহিলাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনি কতবার এখানে এসেছেন?" উত্তরে তিনি বলেন, "অনেকবার আইছি, আমার আত্মীয় স্বজনদেরও আনছি। আমার বাড়ি এখান থেকে আট মাইল উত্তরে।" তখনকার দিনে পায়ে হেঁটে আসতেন, জিজ্ঞেস করেছিলাম "এখানে কেন এত কষ্ট করে?" তিনি বলেন, মেমেগো (সিস্টারদের) ঔষধ একবার খেলেই ভাল হয়ে যায়। হেরা মিছা কতা কয় না, কম দামে ঔষধ পাওয়া যায়।"

এর চাইতে খ্রিষ্টসাক্ষী আর কি হতে পারে? এখন ওখানকার সেবার পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। শুনেছি এসএমআরএ সিস্টার সম্প্রদায় তুমিলিয়াতে জমি কিনেছেন নার্সিং কলেজ করার জন্য। খুবই সময়োপযুগী এবং মানবিক সেবার উদ্যোগ। আগে মানুষ শহরে যেতো, এখন শহর মানুষের দোরগোড়ায় এগিয়ে আসছে। পূর্বাচলের পরিধি ক্রমেই পূর্বদিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই গোটা ভাওয়াল এলাকাটা শহরে পরিণত হয়ে যাবে হয়তো। পূর্বাচলের দ্বারপ্রান্তেই হাসপাতালটির নির্মাণ কাজ চলছে। নার্সেস স্কুল থাকলে অতি অল্প খরচে আমাদের যুবক-যুবতীরা ট্রেনিং নেবার সুযোগ পাবে। যে কোন হাসপাতালে গেলেই নার্সদের সেবার ধরন দেখেই বোঝা যায় তিনি একজন খ্রিষ্টান। কুমুদিনী হাসপাতালের সিস্টারগণ কত দক্ষ এবং মানবিক করে গড়ে তোলেন এসব নার্সদের।

ঢাকায় খ্রিষ্টান মালিকানায় স্কয়ার হাসপাতাল রয়েছে। অনেকে বলেন, এটা বিত্তবানদের হাসপাতাল। কিন্তু এর সেবার মান দেখে বাধ্য হন স্বীকার করতে 'যেমন সেবা, তেমন খরচ'। সেবা পেতে হলে টাকা তো লাগবেই। মেডিকেল হাসপাতালে টাকা লাগেনা, কাজেই তাদের সেবার মান উন্নত রাখা সম্ভব নয়।

ঢাকা ক্রেডিটসহ সকল ক্রেডিট ইউনিয়নই 'মুষ্ঠির চাল' দিয়ে গঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ যৎসামান্য অর্থ দিয়ে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে। ফাদার ইয়াং স্বপ্ন দেখিয়েছেন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হবে আমাদেরই। সময় এসেছে এগিয়ে যাবার। অতি দ্রুতলয়ে এগুচ্ছে পৃথিবী। পিছনে ফিরে তাকাবার সময় কোথায়। এতবড় উদ্যোগটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এখনই প্রস্তুতি নিতে হবে। দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে হবে। নিজেদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। একেরপর এক প্রকল্প হাতে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যেন বড় প্রকল্পটি মার না খায়। একটা গ্রামীণ প্রবচন আছে 'দশের মার গঙ্গা পায় না'। কথাটা ঠিক। দশজন একত্রে হওয়া, একমত হওয়া অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। যার ফলে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না।

ইদানিং হাওয়া স্রোতে মানুষের জীবন জীবিকার যেমন বদল হয়েছে তেমনি মানুষের স্বভাবের বিস্তর পরিবর্তন হয়েছে। অতীতে একজন মি. গুড অথবা একজন ভিনসেন্ট রড্রিক্স যা বলতেন, সর্ব সম্মতিক্রমে নির্দিধায় তা গৃহীত হতো। আজকাল শত মত, শত পথ, শত ধারা, শত দল। এখন চাটুকরে ভরা সমাজজীবন। এরা সবসময়ই সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। বিশেষভাবে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোন আয়োজন কালে এরা সর্বদা সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে। কথায় ফুলঝুড়ি তোলে সবাইকে বিমোহিত করে ক্ষমতায় যাবার জন্য। এধরনের লোকদের সম্বন্ধে যিশু বলেছেন, যখন তিনি জেরুসালেম মন্দিরে আসেন তাঁকে দেখে ইহুদিরা সেকি উল্লাস। "আজকে যারা হোসান্না বলে জয়ধ্বনি দিচ্ছে, তারাই একদিন চিৎকার করে বলবে, 'একে ক্রুশে দাও বলে। এখন তাদের হাতে তালপাতা রয়েছে তখন এর বদলে থাকবে শাণিত ছুরি অথবা তীক্ষ্ণ বর্শা।"

আরেকটা ব্যাপারে তখন থেকেই সাবধান হতে হবে। যে জাতি বা সমাজের মাঝে অবাধ দুর্নীতি, যৌনাচার বিস্তার লাভ করে, সে জাতি বা সমাজের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। কারণ সে জাতি বা সমাজ হয় ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং করুণা বঞ্চিত। ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং করুণা বঞ্চিত কোনকিছুই পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারে না। অতএব সাধু সাবধান!

অতি সম্প্রতি তেজগাঁতে সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী হাসপাতাল চালু করেছেন ক্যাথলিক মণ্ডলীর পরিচালনায়। সময়োচিত সঠিক পদক্ষেপ। এবার করোনা মহামারি চলাকালে খ্রিষ্টানগণ হাসপাতালটির উপকারিতা বুঝতে পেরেছেন। কত সহজে, স্বল্প সময়ে, অল্প খরচে সেবা পেয়েছেন। সেদিন একজন বলল, 'ভাই কত হাসপাতাল ঘুরলাম কিন্তু এই হাসপাতালেই দেখলাম কোনো দালাল নাই।" কথাটা শুনে ভাল লাগলো। এই তো খ্রিষ্ট সাক্ষ্য। সেবাই ধর্ম, সেবাই কর্ম, সেবাই পরপারে যাবার অতি সহজ পথ। বর্তমান সমাজ কাঠামোতে যে বাস্তবতা লক্ষ্য করছি, মানুষ কোভিড-১৯ মহামারির ফলে অনেকাংশে স্বাস্থ্য সচেতন হয়েছে, স্বাস্থ্যবিধি মানার প্রবনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি

মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণা হয়েছে যে, মহামারি এলে আর রক্ষা নাই। এও বুঝতে পেরেছে, সামনে ভয়ংকর দিন আসছে। এই দিন দিন নয়, আরো দিন আছে। এমনই দুঃসময়ে আমাদের একটা হাসপাতাল হচ্ছে যা প্রতিটি সদস্যই গঠিত করছে। সেই সাথে আশাবাদিও হচ্ছে এই ভেবে যে, নিজেদের হাসপাতালেই মরতে পারবে। অন্তত বিনা চিকিৎসায় কেউ মারা যাবে না। পথের পাশ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া মাদার তেরেজার রোগীদের জিজ্ঞাসা করে জানা গিয়েছিল তাদের অনুভূতির কথা । তারা বলেছে, 'মৃত্যুর পূর্বে অন্তত একটি স্নেহের পরশ পেয়ে মরতে পারছি এটাই পরম সুখ।'

আশা করি ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল প্রতিটি সদস্যদের অন্তত এ আশাটুকু দেবেন তাদের সেবার মাধ্যমে। আমার বিশ্বাস কয়েকজন নিবেদিত প্রাণ সিস্টার থাকলে জনগণের এ প্রত্যাশা পূরণ হবে। নিজেও এখন জীবনের শেষ প্রান্তে। তাই একজন বাবা হিসেবে কর্তৃপক্ষের কাছে একটা নিবেদন রেখে যেতে চাই, বর্তমান বাস্তবতায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা কিন্তু প্রায় অপাংক্তেয় হয়ে যাচ্ছে। পরিবারগুলো ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ছোট হয়ে যাচ্ছে যার যার মত। ফলে শেষ বয়সে বাবা-মাকে দেখার কেউ থাকে না। এ বাস্তবতায় বলতে চাই, ডিভাইন মার্সি হাসপাতালে অন্তত একটি ওয়ার্ড যেন বরদ্দ রাখা হয় 'প্রবীণদের' জন্য। যেন শেষ বয়সে তারাও একটু স্নেহের পরশ পেয়ে হাসি মুখে পবিত্রভাবে মরতে পারে। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্পন্সর হতে পারেন। ডিভাইন মার্সির রোগীরা যেন সেবা পেয়ে শান্তিতে মৃত্যুবরণ করতে পারে সেই প্রত্যাশা রাখি। স্বহৃদয় বিত্তবান ব্যক্তিদের অনুরোধ রাখি, তারা যেন 'প্রবীন ওয়ার্ড' এর স্পন্সার হয়ে আর্ত সেবায় নিজেদের গৌরবান্বিত করেন।

সেবা-ইতিহাসে অমর বাণী- 'একা গড়ে না কেউ, গড়ে অনেকে মিলে'। এ সত্য যদি উপলব্ধি হয় তাহলে বুঝতে হবে দ্বীমত পোষণকারীদের দূরে সরিয়ে রেখে বাহবা পাওয়ার মধ্যে আত্মতৃপ্তি নেই। বরং সমবায়ী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরস্পরের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে মুক্তি ও মৈত্রের সুদৃঢ় বন্ধন। এ পথ যত দীর্ঘ ও ভঙ্গুরই হোক না কেন তা আমাদের পাড়ি দিতেই হবে। পবিত্র বাইবেল বলে, "আমরা যেন এক হই।" সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যে দিন এই হাসপাতালে সেবা পাবে শত শত মুমূর্ষ রোগী, এখান থেকে গড়ে উঠবে অনেক অনেক ডাক্তার, নার্স ও সেবাকর্মী। আমাদের প্রত্যাশা, তারা নিখাদ সরলতাভরা শিশু মন নিয়ে সেবা কাজে আত্মনিয়োগ করবে। জীবনের স্পন্দনে নিত্য আলোড়িত হবে হাসপাতালটি। ঈশ্বরের স্নেহার্দ্র করপুটে আত্মসমর্পিত হয়ে ঐশ্ব করুণায় সিক্ত হবে এর নিবেদিত প্রাণের সেবক- সেবিকারা। 'একে অপরের তরে' এই আপ্তবাক্যে আমরা বিশ্বাসী। তাই আমরা করব জয় একদিন। সেদিনই মিথ্যার সমাধি পরে প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যের মিনার।

সত্যময় ঈশ্বরকে যদি হৃদয়ে স্থান না দেই তাহলে প্রতিবেশীর প্রতি বিশুদ্ধ ভালবাসা থাকা সম্ভব নয়। তাই বলছি যাকে আমরা দেখতে পাই, সেই ভাইকে যদি ভালবাসতে না পারি, তখন যে ঈশ্বরকে দেখতে পাই না তাকে ভালবাসবো কেমন করে। সেবাই ভালবাসার পূর্বশর্ত। দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ সমবায় সমিতি দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড ঢাকা। তদানীন্তন আর্চ বিশপ লরেন্স গ্রেণার সিএসসি মহোদয়ের স্বপ্ন এবং ফাদার চার্ল যোসেফ ইয়াং সিএসসি এর প্রাণান্ত চেষ্টায় সমিতিটি গঠিত হয়েছিল ঢাকা শহরের অল্প সংখ্যক সদস্যদের নিয়ে। সেই সমিতি এখন বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সমবায় সমিতি হিসেবে স্বীকৃত। এখান থেকেই পরবর্তীতে বিভিন্ন মিশনে, এমনকি এলাকা ভিত্তিক সমবায় সমিতি গড়ে ওঠেছে। সমিতির পরিসর বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়েছে। কর্মের পরিধিও বৃদ্ধি পেয়েছে নতুন নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে। অনেক প্রত্যাশা, অনেক দিনের হারানো স্বপ্ন, অনেক চিন্তা আলোচনার পর জনগণের আকাঙ্খার প্রকল্প 'ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল' ঢাকা ক্রেডিটের একটি অন্যতম প্রকল্প। আন্তর্জাতিক মানের গুণগত সেবাদান নিশ্চিত করাই এই প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য। ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর কুচিলাবাড়িতে ২৭ বিঘা জমিতে ৩০০ শয্যার হাসপাতালটি নির্মাণাধীন রয়েছে। ২০১৯ সালের ২৭ এপ্রিল হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। উক্ত উনুষ্ঠানের গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী এবং কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও সিএসসি। একই বছর ৭ ডিসেম্বর হাসপাতালের নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়। সমিতির কর্মকর্তাদের প্রত্যাশা, ২০২২ সালেই হাসপাতালের চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু হবে। অত্যন্ত খুশির বিষয় হলো হাসপাতালটির এই চমৎকার ও অর্থপূর্ণ নামটি প্রস্তাব করেছেন স্বয়ং কার্ডিনাল মহোদয়।

একটা সমবায় সমিতি, যার মালিক এর সদস্যগণ, তাদের নিজস্ব জমিতে নিজেদের অর্থায়নে এত বৃহৎ একটি প্রকল্প গড়ে তোলা কম গৌরবের ব্যাপার নয়। এর পরিচালনাও সহজ ব্যাপার নয়। তবুও এই সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলেই প্রশংসার দাবিদার। সময়োচিৎ সঠিক পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপে ভয়ও আছে, যেহেতু জনগণ এর মালিক তাদের কাছে জবাবদিহিতার প্রশ্নও রয়েছে। সব কিছুর মূলে রয়েছে সততা, সদিচ্ছা আর সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ। সততাই হোক মূলচালিকা শক্তি। 'আমরা করব জয়' সমবায়ের এই উদ্দিপনাই ব্যর্থতাকে জয় করার অমোঘ কৌশল। সেই অমিত সাহস নিয়েই ঢাকা ক্রেডিট এগিয়ে যাচ্ছে বলে বিশ্বাস করি। আশান্বিত এই কারণে যে, পুরোকর্মযজ্ঞটির সাথে চার্চ কর্তৃপক্ষের সহায়তা, পরামর্শ এবং প্রস্তাবনাও রয়েছে। সঙ্গে আরো রয়েছে পরামর্শক হিসেবে ভারতের ফাদার মুলার চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশন ও ভারতের এ্যাথেনা হাসপাতাল। ফাদার মুলার চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশন এর সাথে ঢাকা ক্রেডিটের চুক্তিনামা অনুসারে ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে নির্মাণ কাজের টেকনিক্যাল পরামর্শ, মানব-সম্পদ উন্নয়ন, কর্মীদের অর্গানোগ্রাম তৈরিসহ যাবতীয় সহযোগিতা করবে। এই হাসপাতালের সেবা নিতে পারবেন দেশের সকল ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠানের সদস্যসহ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণ। এ প্রচেষ্টা সমবায়ী আন্দোলনেই কেবল নয় সেবা খাতেও একটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে।

বর্তমান করোনা ভাইরাসের আগ্রাসী আক্রমনে বিশ্বব্যাপি জনগণের উপলব্ধি হয়েছে স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি জীবন বাঁচানোর এই পদক্ষেপ অতিদ্রুত সমাপ্ত হোক। জনগণ এর সেবা গ্রহণ করে সুস্থ দেহে বেঁচে থাকুন, গড়ে উঠুক আগামীর সুস্থ-সবল নতুন প্রজন্ম। স্বপ্ন পূরণের এই মহতী প্রচেষ্টায় যারা চিন্তা-মেধ-শ্রম-পরামর্শ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন তাদের জানাই শতকোটি প্রনাম। জয় হোক সদা প্রভুর, জয় হোক সমবায়ী জনগণের।

সঞ্চয়ী জমা সংক্রান্ত বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা"-এর সম্মানিত সকল সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে সঞ্চয়ী জমা সর্বনিম্ন ৫০ টাকার পরিবর্তে ১০ টাকা ধার্য করা হয়েছে যা আগামী ০১ জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ হতে কার্যকর হবে।

উল্লিখিত বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
দিসিসিসিইউলি:,ঢাকা।

বিকাশের মাধ্যমে টাকা জমা ও কিস্তি প্রদান সংক্রান্ত পুনঃবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা" এর সম্মানিত সকল সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, ঘরে বসে অতি সহজে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঢাকা ক্রেডিটে টাকা জমা ও ঋণের কিস্তি প্রদানের সুবিধার্থে বিকাশ সেবা চালু করা হয়েছে , যা আগামী ০১ জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ হতে কার্যকর হবে। সদস্যগণ নিম্নলিখিত বিকাশ নাম্বারটি ব্যবহার করে টাকা পাঠাতে পারবেন।

ঢাকা ক্রেডিট কালেকশন বিকাশ নাম্বারটি হলঃ ০১৭০৯৮১৫৪০৩

বিকাশে টাকা পাঠানোর পদ্ধতি:

ধাপ ১. *২৪৭# ডায়াল করে বিকাশ মোবাইল মেন্যুতে যান।
ধাপ ২. Payment বেছে নিতে '4' লিখে সেন্ড করুন।
ধাপ ৩. Dhaka Credit থেকে প্রাপ্ত বিকাশ নম্বর লিখুন (০১৭০৯৮১৫৪০৩)।
ধাপ ৪. (Enter Amount) জমা ও কিস্তির টাকার পরিমাণ লিখুন।
ধাপ ৫. (Enter Reference) আপনার ঢাকা ক্রেডিটের হিসাব নাম্বার লিখুন।
ধাপ ৬. (Enter Counter No) '1' টাইপ করে পরের ধাপে যান।
ধাপ ৭. (Enter Menu PIN to Confirm) আপনার বিকাশের পিন নম্বর টাইপ করে 'সেন্ড' করুন এবং টাকা প্রেরণের এসএমএসটি সংরক্ষণ করুন।

উল্লেখ্য, টাকা প্রেরণের সময় প্রতি হাজারে ১৫ টাকা বা ১.৫% হারে চার্জ প্রদান করতে হবে এবং প্রেরিত টাকা কোন অবস্থাতে ২১ টাকার কম হবে না। একই সাথে প্রেরিত টাকা হতে চার্জ কর্তনের পর অবশিষ্ট টাকা সদস্যের হিসাবে জমা হবে। একই সাথে টাকা প্রদানের পর উপরোল্লিখিত বিকাশ নম্বরে অফিস সময়সূচির মধ্যে জমার খাত উল্লেখপূর্বক এসএমএস প্রদান করার বিনীত অনুরোধ করছি।

উল্লিখিত বিষয়ে আপনাদের একান্ত সহযোগিতা কামনা করছি। বিস্তারিত জানার জন্য আপনার নিকটস্থ সেবাকেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
দিসিসিসিইউলি:,ঢাকা।

পেনশন বেনিফিট স্কীম : ঢাকা ক্রেডিটের একটি যুগান্তকারী সঞ্চয়ী প্রডাক্ট

স্বপন রোজারিও

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা (ঢাকা ক্রেডিট) ইতোমধ্যে বাংলাদেশের একটি অনুকরণীয় মডেল ক্রেডিট ইউনিয়ন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আকর্ষণীয় প্রডাক্ট ও প্রকল্প নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি সদস্যদের পাশে থেকেছে সদা-সর্বদাই। ইদানিং ঢাকা ক্রেডিট নিয়ে এসেছে আরও একটি যুগান্তকারী সঞ্চয়ী প্রোডাক্ট 'পেনশন বেনিফিট স্কীম' বা পিবিএস। অবসরকালীন সময়ে কোন ব্যক্তিকে যাতে অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে বরং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন প্রশান্তিময় জীবন যাপন করতে পারেন সেই লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে এই স্কীমটি চালু করা হয়েছে। ক্রেডিট ইউনিয়নের জন্য এটি একেবারেই একটি নতুন ধারনা। ধারনা করি, ঢাকা ক্রেডিট ছাড়া বাংলাদেশের কোন ক্রেডিটই এই ধরনের সঞ্চয়ী প্রোডাক্ট চালু করে নি, এই দিক বিশ্লেষণে ঢাকা ক্রেডিটকে পাইওনিয়ারের মর্যাদাও প্রদান করা যেতেই পারে। এখানে 'পেনশন বেনিফিট স্কীম' বা পিবিএস সম্পর্কে কিছু কথা বলার প্রয়াস পাচ্ছি।

এই হিসাবটির দুইটি পর্যায় রয়েছে। একটি জমা পর্যায় এবং একটি সুবিধা পর্যায়। জমা পর্যায়ে হিসবধারী মাসিক হারে টাকা জমা প্রদান করবেন এবং সুবিধা পর্যায়ে হিসাবধারী মাসিক হারে সুবিধা প্রাপ্য হবেন। এটাও একটি নতুন ধারনা বলে বিবেচিত হচ্ছে। কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সাধারণত: কোন সঞ্চয়ী প্রডাক্টের টাকা আমানতকারীকে একবারে প্রদান করে থাকে। একবারে টাকা পেলে সেই টাকা দ্রুততম সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এই স্কীমের টাকাটা মাসে মাসে পেলে তা মানুষের জন্য বেশি উপকারী।

এই হিসাবটি খুবই লাভজনক। এখানে ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকা এবং হাজারে গুণিতক হারে সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক হারে জমা প্রদান করা যায়। একজন হিসাবধারী ৬ বছর ৫০০ টাকা মাসিক হারে জমা প্রদান করলে পরবর্তীতে ৪ বছর মাসে মাসে ১১৩৮ টাকা হারে প্রাপ্য হবেন। এভাবে একজন হিসাবধারী ৩০ বছর ২৫,০০০ টাকা মাসিক হারে জমা প্রদান করলে পরবর্তীতে ২০ বছর মাসে মাসে ৩,৮২,২৭৫ টাকা হারে প্রাপ্য হবেন।

১৮-৬৫ বছর পর্যন্ত যে কোনো সঞ্চয়ী হিসাবধারী নির্ধারিত আবেদনপত্র পূরণ করে এক বা একাধিক হিসাব খুলতে পারবেন। এই হিসাবে প্রতি মাসে অথবা অগ্রিম হিসাবে টাকা জমা প্রদান করা যাবে। এই হিসাবে কোন মাসে জমা প্রদান না করা হলে জরিমানা দিতে হবে না তবে হিসাবের মেয়াদ পূর্তি ১ মাস পিছিয়ে যাবে। অন্যান্য সঞ্চয়ী হিসাবের মত এই হিসাবের জমাকৃত অর্থ নিজস্ব সাধারণ ঋণ অথবা পরিবারের যে কোনো একজনের ঋণের বিপরীতে জামিন প্রদান করা যায় এবং এ স্কীমের বিপরীতে জমার ৯০% ঋণ গ্রহণ করা যায় এবং ঋণের সুদের হার ১২%।

১ বৎসর পর জমা বা সুবিধা চলাকালীন সময় হিসাবটি বন্ধ করা হলে নির্ধারিত হারে সরল সুদ প্রদান করা হবে। এই হিসাবধারীর মৃত্যু হলে নির্ধারিত সুদ প্রদান করা হবে। হিসাবের জমা ২৫% সম্পন্ন হওয়ার পর অথবা সুবিধা চলাকালীন সময়ে হিসাবধারীর মৃত্যু হলে তাঁর নমিনী নিজ নামে সুদ সমেত হিসাবটি পরিচালনা করতে পারবেন। এটা একটি ব্যতিক্রমধর্মী সুযোগ যা শুধু এই সঞ্চয়ী প্রডাক্টেই আছে।

সঞ্চয় মানুষের বিপদের দিনের বন্ধু। মানুষের জীবনে যত বেশি সঞ্চয় থাকে, সেই মানুষের জীবন তত বেশি নিরাপদ ও শক্তিশালী হয়। সুতরাং সঞ্চয় মানুষকে করতেই হবে। আর এই সঞ্চয় হোক ঢাকা ক্রেডিটের 'পেনশন বেনিফিট স্কীম' বা পিবিএস-এর মাধ্যমে।

জমা প্রদানের মেয়াদ (বছর)		৬ বছর	৯ বছর	১২ বছর	১৫ বছর	১৮ বছর	২১ বছর	২৪ বছর	২৭ বছর	৩০ বছর
সুবিধা প্রাপ্তির মেয়াদ (বছর)		৪ বছর	৬ বছর	৮ বছর	১০ বছর	১২ বছর	১৪ বছর	১৬ বছর	১৮ বছর	২০ বছর
মাসিক জমার পরিমাণ ও সুবিধা (টাকা)	মাসিক জমা	মাসিক পেনশন সুবিধা (টাকা)								
	৫০০	১,১৩৮	১,৪১৫	১,৭৫৮	২,২১৪	২,৭৮৭	৩,৫৬০	৪,৫৪৭	৫,৮৯৫	৭,৬৪৬
	১,০০০	২,২৭৫	২,৮৩০	৩,৫১৫	৪,৪২৭	৫,৫৭৩	৭,১১৯	৯,০৯৩	১১,৭৯০	১৫,২৯১
	২,০০০	৪,৫৫০	৫,৬৬০	৭,০৩০	৮,৮৫৪	১১,১৪৬	১৪,২৩৮	১৮,১৮৬	২৩,৫৮০	৩০,৫৮২
	৩,০০০	৬,৮২৫	৮,৪৯০	১০,৫৪৫	১৩,২৮১	১৬,৭১৯	২১,৩৫৭	২৭,২৭৯	৩৫,৩৭০	৪৫,৮৭৩
	৪,০০০	৯,১০০	১১,৩২০	১৪,০৬০	১৭,৭০৮	২২,২৯২	২৮,৪৭৬	৩৬,৩৭২	৪৭,১৬০	৬১,১৬৪
	৫,০০০	১১,৩৭৫	১৪,১৫০	১৭,৫৭৫	২২,১৩৫	২৭,৮৬৫	৩৫,৫৯৫	৪৫,৪৬৫	৫৮,৯৫০	৭৬,৪৫৫
	১০,০০০	২২,৭৫০	২৮,৩০০	৩৫,১৫০	৪৪,২৭০	৫৫,৭৩০	৭১,১৯০	৯০,৯৩০	১১৭,৯০০	১৫২,৯১০
	১৫,০০০	৩৪,১২৫	৪২,৪৫০	৫২,৭২৫	৬৬,৪০৫	৮৩,৫৯৫	১০৬,৭৮৫	১৩৬,৩৯৫	১৭৬,৮৫০	২২৯,৩৬৫
	২০,০০০	৪৫,৫০০	৫৬,৬০০	৭০,৩০০	৮৮,৫৪০	১১১,৪৬০	১৪২,৩৮০	১৮১,৮৬০	২৩৫,৮০০	৩০৫,৮২০
	২৫,০০০	৫৬,৮৭৫	৭০,৭৫০	৮৭,৮৭৫	১১০,৬৭৫	১৩৯,৩২৫	১৭৭,৯৭৫	২২৭,৩২৫	২৯৪,৭৫০	৩৮২,২৭৫

ঋণ খেলাপি রোধে সমবায় সমিতিগুলোর উদ্যোগসমূহ

সুমন কোড়াইয়া

সমবায় সমিতিগুলোতে ঋণ খেলাপি যেন মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে সমিতিগুলোর কর্মী ও ব্যবস্থাপনার সাথে যাঁরা জড়িত, তাঁরা চেষ্টা করছেন কীভাবে এই খেলাপি কমানো বা রোধ করা যায়। বিভিন্ন সমিতি বিভিন্ন উদ্যোগ বা পদ্ধতি অবলম্বন করছে। চলুন দেখা যাক কয়েকটি সমবায় সমিতির ঋণ খেলপি রোধে কী কী উদ্যোগ নিচ্ছেন যা তাঁদের জন্য ফলপ্রসু।

মাঠ কর্মীর বাড়ি পরিদর্শন: ঢাকার মগবাজারস্থ দি মনিং স্টার কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর শতকরা একভাগের কম সদস্য ঋণ খেলাপি। এর কারণ হিসেবে সমিতিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলফন্স পংকজ গমেজ জানান যে তাঁদের সমিতির প্রতি ৪০০ জনের জন্য একজন মাঠকর্মী আছেন। মাঠকর্মী প্রতিদিন অফিসে এসে যাঁরা ঋণ নিয়েছেন তাঁদের তালিকা নিয়ে ঋণ গ্রহণকারীদের বাসায় বাসায় গিয়ে বর্তমান মাসের ঋণের কিস্তি, সুদ, শেয়ার ও সঞ্চয়ের টাকা ফেরত/জমা দেয়ার জন্য তাগাদা দেন। এতে ঋণ গ্রহণকারীরা প্রতিমাসে ঋণ ফেরত দেন। এছাড়া তাঁদের রয়েছে শক্তিশালি মনিটরিং বিভাগ। সেখান থেকে সকল কাজ সঠিকভাবে মনিটরিং করা হয়। বিশেষভাবে যাঁরা ঋণ নিয়েছেন, তাঁরা তা সময় মতো দিচ্ছেন কিনা তা সফট্ওয়্যারে দেখা যায় এবং কর্মীদের সেভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়। মাঠকর্মীরা প্রতিদিন তালিকা অনুসারে সমিতির সদস্যদের সাথে দেখা করেন বা কথা বলেন। সদস্যদের নিকট থেকে টাকা কালেকশনও করেন।

বিশেষ বিবেচনা (কার্ড সিস্টেম): ঢাকা ক্রেডিটের এই পদ্ধতিটি বেশ ফলপ্রসু। দীর্ঘদিন ধরে সমিতির যেসব সদস্য ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন না, ফলে বেড়ে যাচ্ছে সুদ ও জরিমানা, তাঁদের জন্য রয়েছে স্পেশাল কনসিডারেশন (কার্ড সিস্টেম)। ঢাকা ক্রেডিটের লোন ইনভেস্টিগেশন এন্ড রিকোভারি বিভাগের এ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার ইনচার্জ রিচার্ড রোজারিও সমবার্তাকে বলেন, কার্ড সিস্টেমের মাধ্যমে সমিতির ঋণ খেলাপি রোধ করা যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন না, তাঁরা বেশি এই সুবিধা নিচ্ছেন। যেমন ধরুন: রতন গমেজ (প্রকৃত নাম নয়) দীর্ঘ ছয় মাস বা এর চেয়ে বেশি সময় ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন না। তিনি যদি এখন ঋণের কিস্তি দিতে যান তাঁর এক সাথে ঋণ ফেরত, সুদ ও জরিমানাসহ বড়ো অংকের একটা টাকা দেওয়ার কথা। কিন্তু তিনি যদি কার্ড সিস্টেমের সুবিধা নেন তাহলে তাঁর জমা হওয়া সুদ ও জরিমানা ফ্রিজ করে রাখা হবে। তিনি আগে যেভাবে নিয়মিতভাবে কিস্তির টাকা ও সুদ দিতেন সেভাবে কিস্তি দিতে পারবেন। ফলে তাঁর জমে থাকা সুদ ও জরিমানা সমিতিতে বর্তমানে দিতে হবে না। তবে রতনকে বর্তমানে থাকা ঋণ পরিশোধ করে তারপর সুবিধা মতো কিস্তিতে ফ্রিজ থাকা সুদ ও জরিমানা পরিশোধ করতে হবে এবং সেই সময় তাঁর নিকট হতে কোনো সুদ নেওয়া হবে না। আরেকটি সুবিধা হলো: কার্ড সিস্টেমে ছয় মাস নিয়মিত জমা দিলে তাঁর জামিনদারগণ নিয়মিত হিসেবে গণ্য হবেন এবং চাইলে ঋণ নিতে পারবেন। আপনি বা আপনার আত্মীয়-স্বজন যদি হয়ে থাকেন ঢাকা ক্রেডিটের সদস্য এবং দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা ক্রেডিটের ঋণ খেলাপি, তাহলে আপনি বা আপনার আত্মীয়-স্বজন এই সুবিধা নিতে পারেন।

> ‘আমাদের কর্মীরা খেলাপি সদস্যদের বাসায় বাসায় যায়। পর পর তিনটি চিঠি প্রদান করে ঋণ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়। তারপরও কেউ যদি ঋণ পরিশোধ না করে এবং খেলাপি ঋণের পরিমাণ যদি এক লক্ষ টাকার বেশি হয় তখন তাঁর ছবি, স্থায়ী এবং বর্তমান ঠিকানাসহ আমাদের সমিতির মুখপত্র সমবায় দর্পণে প্রকাশ করি।”

কর্মকর্তাদের ঋণ খেলাপিদের বাড়ি পরিদর্শন: নাটোরের বড়াইগ্রামের বনপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এই উদ্যোগ নিয়ে থাকেন। সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত গমেজ জানান, তাঁরা কর্মকর্তাগণ মাসের শুরুতে ও মাসের শেষে বিভিন্ন গ্রামে ঋণ খেলাপিদের বাড়ি পরিদর্শন করেন। তাঁদের সমস্যার কথা শুনেন, পরামর্শ ও উৎসাহিত করেন। এতে ভালো সাড়া পাচ্ছেন তারা। অনেক অনিয়মিত সদস্য নিয়মিত ঋণ ফেরত দিচ্ছেন। সদস্যগণ ঋণ পরিশোধের বিষয়ে সচেতন হচ্ছেন। অনেকে ঋণের কিস্তিও তাঁদের নিকট দিয়ে দেন। এছাড়া এই সমিতির রয়েছে গ্রাম

ভিত্তিক ঋণ আদায় কমিটির তালিকা। কমিটির সদস্যরাও বাড়ি পরিদর্শন করে ঋণ ফেরত দেওয়ার জন্য পরামর্শ ও উৎসাহ দেন।

খেলাপি সদস্যদের সাধ্য মতো কিস্তি ফেরত: করোনায় বিপর্যস্ত নিম্ন আয়ের মানুষ। বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যরাও তাঁর বাইরে নয়। এই সমিতি করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত খেলাপি সদস্যরা যেন সাধ্য মতো ঋণ ফেরত দেন তার উদ্যোগ নিয়েছে। সমিতিটির কর্মী নিত্য অধিকারী সমবার্তাকে বলেন, 'আমাদের অনেক সদস্য করোনায় অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অনেকে গ্রামে চলে গেছেন। আমরা যেন বিতরণ হওয়া ঋণ ফেরত পাই তাই কর্মীদের বাড়িতে বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছি। তাঁদের অনুরোধ করছি তাঁরা যা পারেন সেটাই যেন আমাদের ফেরত দেন। এভাবে আস্তে আস্তে আমরা ঋণ ফেরত পাচ্ছি।'

ঋণ খেলাপিদের ছবি প্রচার করা: এটি খুবই কার্যকরি পদ্ধতি বলে জানিয়েছেন মগবাজারস্থ ঢাকা বহুমুখি সমবায় সমিতির সভাপতি প্রদীপ সরকার। তিনি সমবার্তাকে বলেন, 'আমাদের কর্মীরা খেলাপি সদস্যদের বাসায় বাসায় যায়। তাঁদেরকে পর পর তিনটি চিঠি প্রদান করে ঋণ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়। তারপরও কেউ যদি ঋণ পরিশোধ না করে এবং খেলাপি ঋণের পরিমাণ যদি এক লক্ষ টাকার বেশি হয় তখন তাঁর ছবি, স্থায়ী এবং বর্তমান ঠিকানাসহ আমাদের সমিতির মুখপত্র সমবায় দর্পণে প্রকাশ করি।" এছাড়া তাঁরা সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচনের সময় খেলাপিদের ছবি দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে দেন। তিনি আরও বলেন, 'ছবিসহ খেলাপিদের তালিকা প্রকাশ করলে তাঁরা সামাজিকভাবে সচেতন হন এবং এই ম্যাগাজিনগুলো প্রায় সব চার্চ, সমিতি, এনজিওগুলোতে পাঠাই যেন তারা দেখতে পারে কে কে খেলাপি আছে।' এই পদ্ধতিতে প্রতি বছর অনেক খেলাপি সদস্যরা ঋণ নিয়মিত ফেরত দিচ্ছেন বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, 'যখন জামিনদারগণ খেলাপি সদস্যের ছবি দেখেন, ছবি দেখে খেলাপি সদস্যকে ফোন দেন। খেলাপি সদস্য সামাজিকভাবে সচেতন হন এবং এভাবে ঋণ দেওয়া শুরু করেন।' সমিতিটির খেলাপি সদস্যদের ছবি প্রকাশের এই শক্ত অবস্থান থাকার ফলে সহজেই খেলাপি ঋণ পরিশোধ করা যায় বলে তিনি জানান।

উপরের উদ্যোগ ছাড়াও সমিতিগুলো আরও অনেক পদ্ধতি অবলম্বন করছে। সবচেয়ে বড় কথা একজন ঋণ খেলাপি সদস্য সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হন। তাই ঋণ নেওয়ার আগে সদস্য ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করতে পারবেন কিনা সেটা যাচাই করে দেখা উচিত।

পরিশেষ বলা যায়, যেসব সমিতি ঋণ খেলাপি রোধে হিমসীম খাচ্ছে, আশা করি এই প্রবন্ধের মাধ্যমে তারাও নতুনভাবে খেলাপি রোধ করার নতুন নতুন পথ পাবেন॥

ফিরে আসুক বাসযোগ্য পরিবেশ

শাহাদাত আনসারী

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এবার থিম হচ্ছে- "Ecosystem Restoration" অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার। বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯ এর কারণে এবার পরিবেশ দিবস তেমন আড়ম্বের সাথে পালিত হয়নি। তারপরও বিভিন্ন মাধ্যমে আওয়াজ উঠেছে পরিবেশ দূষণ রোধ এবং আমাদের করণীয় নিয়ে। আমরা এখন অনেক সচেতন হয়েছি। করোনা আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণ ও এর পুনরুদ্ধারের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছে। পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য প্রকৃত

অর্থে যুগোপযোগী। কারণ পরিবেশ দিন দিন দূষিত হচ্ছে। ফলে আমাদের দৈনন্দিন কর্মকান্ডের বিপরীতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তাই এখনই পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে হবে।

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়ে আমাদের পরিবেশ। আর পরিবেশের মধ্যে যা কিছু থাকে তাদের বলা হয় পরিবেশের উপাদান। উপাদানের মধ্যে রয়েছে গাছপালা, ঘরবাড়ি, পশু-পাখি, রাস্তাঘাট, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত এবং আরও অনেক কিছু। এসব উপাদান মানুষ ও অন্যান্য জীবের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এগুলোর ক্ষতি হলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

বিজ্ঞানী কলিন ওয়াকারের মতে রাসায়নিক, ভৌতিক ও জৈবিক কারণে পরিবেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে ও যেকোনো পরিবর্তনই হলো দূষণ। ইউনেস্কো Earth summit & International Relation-এর দৃষ্টিতে পৃথিবী নামক গ্রহের প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা যা আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তাকে পরিবেশ দূষণ বলা হয়।

পরিবেশ দূষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বায়ু দূষণ। বায়ুতে সাধারণত শতকরা ২১ ভাগ অক্সিজেন, ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন, ০.০৩১ ভাগ কার্বন ডাইঅক্সাইড, একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ওজন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি দ্বারা গঠিত। যদি কোনো কারণে বায়ুতে অক্সিজেনের ঘাটতি হয়ে অন্যান্য গ্যাসের ঘনত্ব বেড়ে যায় অথবা বালিকণার ভাগ বৃদ্ধি পায় তবে বায়ু দূষিত হয়। বায়ু দূষণ গত এক শতাব্দী হতে শহর ও শিল্প এলাকার কোটি কোটি মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রাচীনকালে যখন আগুন আবিষ্কৃত হলো, তখন থেকেই বেঁচে থাকার অত্যাবশ্যকীয় উপাদান অক্সিজেনের ধ্বংসলীলা সূচিত হয়। আগুন বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস করে জীবনের অনুকূল পরিবেশের ভারসাম্যই শুধু নষ্ট করে না, ধোয়া এবং ভস্মকণায় তাকে করে তুলেছে কলুষিত। গাছপালা কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে প্রাণীর জন্য অক্সিজেন ফিরিয়ে দেয় এ পৃথিবীতে। কিন্তু মানুষ নগর জনপদ গড়ে তোলার প্রয়োজনে বিরামহীনভাবে কঠোর হাতে তুলে নেয় নিষ্ঠুর কুঠার। ফলে অক্সিজেনের উৎপাদক দুঃখ প্রকাশ করে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করে। কিন্তু মানুষের মায়ার হাত একটুও প্রসারিত হয় না বৃক্ষের প্রতি।

যানবাহনও বায়ু তথা পরিবেশকে নানাভাবে দূষিত করে। গাড়ি যখন চলে তখন অক্সিজেনের সাথে কার্বনের দহন শক্তি উৎপন্ন হয়। দহনকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের সঙ্গে আরও কতগুলো গ্যাস নির্গত হয়ে থাকে। নির্গত গ্যাসগুলোর মধ্যে বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসও থাকে। কলকারখানার ক্ষেত্রে যে দূষিত পদার্থ কালো চুল্লী দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে বাতাসকে বিষাক্ত করে তোলে, তার পরিণতির কথা ভাবলে যেকোনো সুস্থ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়বেন।

বায়ু দূষণ প্রসঙ্গে আর একটি দিকের কথা উল্লেখ করা যায়। তা হলো ধোঁয়াশা। ধোয়া আর কুয়াশা অবলম্বন করে এর উৎপত্তি। শীতের সন্ধ্যায় স্তব্ধ আবহাওয়ায় ধোঁয়াশার উৎপত্তি ঘটে এবং এর অস্তিত্ব শহর ও শহরতলীর পরিমন্ডলে অধিক মাত্রায় রয়েছে। শীতকালে ঠান্ডা হাওয়ায় বাতাসের জলীয়বাষ্পের ঘনীভূত রুপ বাতাসের ধুলিকণা ও কার্বনের কণাকে অবলম্বন করে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে। যে বাতাসে আমরা শ্বাস গ্রহণ করি, সেই বাতাসই যদি দূষিত হয়ে পড়ে, স্বাভাবিকভাবেই তা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। আজ বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, মাথাধরা, শ্বাসরোগ, হাঁপানি, ফুসফুসের ক্যান্সার প্রভৃতি রোগ যে ক্রমবর্ধমান, তার মূল কারণ বায়ু দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি। গ্রামের মানুষও আজ বায়ু দূষণ থেকে মুক্ত নয়।

পানির অপর নাম জীবন। কিন্তু এই পানি আজ দূষিত হচ্ছে বিভিন্নভাবে। কোন জলাশয়ে শিল্পজাত বা গৃহস্থলির বর্জ্য পদার্থ পানিতে বিগলিত হয়ে বা ভাসমান থেকে অথবা তলায় জমে থেকে জলজ বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিক কর্মকান্ডে ব্যাঘাত ঘটালে তখন আমরা একে পানি দূষণ বলে থাকি। দূষিত পানি মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ব্যবহারের ফলে অবস্থানগত পরিবর্তিত হয়ে পড়ে, ফলে ঐ পানি যে সব উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতো এখন তা করা যায় না। ভূমন্ডলের শতকরা ৭০ ভাগ পানি দ্বারা আবৃত। সাগর, নদী, বিল, হ্রদ ইত্যাদির পানি বিভিন্ন প্রয়োজনে

মানুষের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই পানি যদি কোন কারণে দূষিত হয়ে পড়ে, তাহলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। নদীনালা, খালবিলের পানিতে কলকারখানার রাসায়নিক বর্জ্য এবং শহর ও গ্রামের পয়োবর্জ্য মিশে পানি দূষিত করছে।

বায়ু ও পানি দূষণের সাথে সাথে শব্দ দূষণের কথাও উল্লেখ করার মতো। গ্রামে কম হলেও শহরে এ দূষণের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। রাস্তায় বাস, ট্রাক, ট্যাক্সির হর্ন, কলকারখানার আওয়াজ, বোমাবাজি, মাইকের চিৎকার, মিছিলের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি এসবই স্বাভাবিক পরিবেশকে নষ্ট করে আমাদের শান্তিপূর্ণ জীবনকে বিঘ্নিত করছে।

বাতাস-পানি দূষণ নিয়ে আমাদের মাথা তীব্র ব্যথা করে। পরিবেশ দূষণ নিয়ে বক্তৃতা-সেমিনার দেশ-বিদেশে কম হচ্ছে না। কিন্তু পরিবেশকে নিজের আয়ত্তে আনতে পেরেছি কি? জবাব আসবে খুবই ছোট্ট। আর তা হচ্ছে পারিনি। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী, শিশু-কিশোর, কিংবা কচিকাঁচা সকলের কাছে শব্দ দূষণকেও পরিবেশ কিংবা ব্যক্তি জীবনের কষ্টদায়ক ফল বলে মনে হচ্ছে। বাসস্ট্যান্ড, মাঠ-ঘাট এমনকি স্কুলের পাশেও উচ্চস্বরে মাইক বাজছে, যার তীব্রতা অনেক বেশি। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে ৫০ ডেসিবেলের ওপর শব্দের তীব্রতা সৃষ্টি হলে তা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু বর্তমানে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন নগরীতে এর মাত্রা ৫০ ডেসিবেলের অনেক উপরে। শহর বাদেও গ্রামে এখন মেলা, যাত্রা, গানের জলসা নামক অনুষ্ঠানে অহরহ শব্দ দূষণ হচ্ছে। ক্যাসেট-সিডি, মাইকের দোকানে দিনের অধিকাংশ সময় উচ্চমাত্রায় গান বাজে। এতে স্কুলগামী ছেলে-মেয়েরা পড়ালেখায় দিনে দিনে মনযোগ হারাচ্ছে। মায়ের গর্ভে থাকা শিশুরা জন্মের পর বিভিন্ন বিকৃত আচরণ করছে। শুধু তাই নয়, শব্দ দূষণের ফলে হৃদরোগ, মাথা ব্যথা, বধিরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়েছে পারমানবিক যুগ। কাঠ, কয়লা এবং তেল দহনের ফলে বায়ুমন্ডল যে পরিমাণে দূষিত হয়, পারমানবিক দহনে দূষণের পরিমাণ তার চেয়ে কয়েক লাখ গুণ বেশি। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের অন্তিম বর্ষে পারমাণবিক বোমা বর্ষণের ফলে জাপানের হিরোশিমা নাগাসাকিই ধ্বংস হয়নি, তার প্রবল প্রতিক্রিয়ায় সন্নিহিত ভূখন্ডের মানুষ, জীবজন্তু এবং উদ্ভিদের সুস্থ অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই বিষময় পরিণামের কথা স্মরণ রেখেও পৃথিবীর ঘরে ঘরে এখনও চলছে পারমানবিক বোমার প্রস্তুতি। পরীক্ষামূলকভাবে পারমানবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে বায়ুমন্ডলকে যে পরিমাণে বিষাক্ত করে তোলা হয়, বায়ুমন্ডলকে সেই পরিমাণ বিষমুক্ত করে তার পরিশোধনের বিন্দুমাত্র প্রয়াস নেই। তাছাড়া প্রচন্ড শক্তিশালী রকেটের সাহায্যে মহাকাশ অভিযানেও উপগ্রহ উৎক্ষেপণে যে পরিমাণ বিষাক্ত গ্যাস পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে নিক্ষেপ করা হয়, তাতেও আবহাওয়া দূষিত করে চলেছে পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো।

আমরা প্রতিদিন পলিথিন ও প্লাস্টিকের জিনিসপত্র ব্যবহার করছি। কিন্তু এ পলিথিন ও প্লাস্টিক মাটিতে পঁচে না। তাই এগুলো মাটি বা পানির সঙ্গে মিশে যায় না। মাটিতে পলিথিন বছরের পর বছর অবিকৃত অবস্থায় থাকে। এরুপ মাটিতে গাছপালা ভালভাবে জন্মায় না। মাটির নিচে পলিথিন অথবা প্লাস্টিক থাকার কারণে উদ্ভিদের মূল মাটির গভীরে যেতে পারে না। এতে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এটা এক ধরনের মাটি দুষণ। পলিথিন ও প্লাস্টিক ছাড়া কলকারখানার বিভিন্ন বর্জ্য মাটিতে জমে মাটির উর্বরতা নষ্ট করে এবং একে দুষিত করে। দুষিত মাটিতে কোন গাছপালা জন্মায় না। চাষাবাদ করে ফসল ফলানো যায় না। ভালো ফসল ফলানোর জন্য এবং কীট-পতঙ্গের হাত থেকে ফসলকে রক্ষার জন্য কৃষকেরা অপরিকল্পিতভাবে জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করছে। এতে মাটি দূষণের সাথে সাথে জীবজগতে বিপন্ন অবস্থা দেখা দিয়েছে।

সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য চাই সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বর্তমানে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্দি করছে। তাই সচেতন করে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধকল্পে প্রতিবছর ৫ জুন জাতিসংঘের উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে। কিন্তু তা বক্তৃতা-সেমিনার ঘেরা এক নিষ্প্রাণ আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। বিশ্বের জ্ঞানপাপীর দল বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করে, দূষণের জন্য চোখের পানিও ফেলে, আর সাহসীকতার সাথে আবার পরিবেশ দূষিত হয় এমন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে।

পরিবেশ দূষণে বাংলাদেশের ভূমিকা একবারেই নগণ্য। আর পাশ্চাত্যেও শিল্পোন্নত দেশগুলো প্রায় ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু পরিবেশ দূষণের ফলে বাংলাদেশ তার সমুদ্র তীরবর্তী নিচু অংশ হারাবে বলে বিজ্ঞানীরা বলেছেন। অন্য দেশ পরিবেশ দূষণ করবে আর আমাদের মতো সুন্দর পরিবেশ তৈরিতে সহায়তাকারী দেশ এর মারাত্মক ক্ষতিকর ফল ভোগ করবে, তা হতে পারে না। এক্ষেত্রে আমাদের মন্ত্রি-আমলাদেরকে পশ্চিমা বিশ্বের কাছে নিজেদের দাবি পেশ করতে হবে। তাঁরা যেন পরিবেশ দূষণের কাজ না করে সে বিষয়ে অবহিত করতে হবে। অতীতে বাংলাদেশের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তার সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবি করতে হবে।

যানবাহন থেকে নির্গত বিষাক্ত পদার্থযুক্ত কালো ধোঁয়া যাতে বন্ধ করা যায়, তার জন্য পুরোনো ইঞ্জিনচালিত গাড়ির চলাচল নিষিদ্ধ করা দরকার। ধূমপায়ীদের বিরুদ্ধে যে নীতিমালা রয়েছে, তার বাস্তবায়নও জরুরী। এ বিষয়ে সরকারকে কঠোর মনোভাব দেখাতে হবে। কলকারখানা বা ইটের ভাটাগুলো শহর বা জনবসতির কাছাকাছি না হওয়া বাঞ্চনীয়। অপরিকল্পিতভাবে জমিতে সার ও কীটনাশক ব্যবহার থেকে কৃষকরা বিরত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া জরুরি। জৈব আবর্জনা না পুড়িয়ে পঁচানোর মাধ্যমে সারে পরিণত করা যায়, তা কৃষকদেরকে বুঝাতে হবে। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণও খুব কঠিন কাজ নয়। হর্ন ও মাইকের যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বিশেষ করে স্কুলের পাশে যেন হর্ন, মাইক বাজানো না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। রাস্তার পাশে যেন স্কুল, হাসপাতাল নির্মাণ করা না হয় সেদিকেও বিশেষ নজর দিতে হবে।

স্বাস্থ্য সম্মত বসবাস করতে হলে দূষণমুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে হলে আমাদের সবাইকে পরিবেশ দূষিত করে এমন কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকতে হবে। দূষণ প্রতিরোধের জন্য জনবসতি ও সভ্যতার সম্প্রসারণের প্রয়োজনে নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন বন্ধ করতে হবে। বাড়ির আশেপাশে গাছপালা লাগাতে হবে। বনায়নের পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিবছর বৃক্ষরোপণ কর্মকান্ডে অংশ নিতে হবে। গাছের যত্ন এবং অপ্রয়োজনে গাছপালা কাটতে জনগণকে নিষেধ করতে হবে। আগামী প্রজন্মের জন্য বসবাস উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে আমাদেরকে আরও সচেতন হতে হবে। আগামীর প্রজন্ম যেন আমাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে তার ব্যবস্থা এখনই নিতে হবে। পরিবেশ দূষিত হয়, এমন সকল কাজ থেকে দূরে থাকা এবং উপকারী সকল কাজ আরও বৃদ্ধি করা আমাদেরই দায়িত্ব।

পাপের ক্ষমা পাওয়া কি এতই সহজ বিষয়?

এ্যাগনেস আনন্দ ম্যাকফিল্ড

"তখন যীশু কহিলেন, পিত: ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না"-লুক ২২:৩৪পদ।

'আই হ্যাভ আ ড্রিম।' ১৯৬৩ সালে আড়াই লাখেরও বেশি শ্রোতার সামনে দাঁড়িয়ে জোরালো গলায় এই কথাটি যিনি বলেছিলেন তিনি হলেন মার্টিন লুথার কিং। তাঁর সেই বক্তৃতা কাঁপিয়ে দিয়েছিল পুরো বিশ্বকে। আজোবধি পৃথিবীর সেরা বক্তাদের তালিকা করলে অবধারিতভাবেই জায়গা করে নেন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার আন্দোলনের এই অবিসংবাদিত নেতা। বেশ কয়েক বছর আগে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতেও সেই সম্প্রচারিত প্রচারটি আমি দেখেছিলাম। ১৯৫৭ সালের ১৭ নভেম্বর 'শত্রুর জন্য ভালোবাসা' শিরোনামে বক্তব্য দিয়ে ছিলেন তিনি। আজো ফুরায়নি সেই বক্তৃতার আবেদন।

প্রথমেই খুব বাস্তবিক একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া যাক্ --- কীভাবে তুমি তোমার শত্রুকে ভালবাসবে? আমি মনে করি শত্রুকে ভালবাসতে গেলে আগে নিজেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। শুরুতেই নিজের দিকে তাঁকাতে হবে। আমি এটাও জানি যে, কিছু মানুষ তোমাকে পছন্দ করে না। ব্যাপারটা এমন নয় যে, তুমি তার কোনো ক্ষতি করেছ। তবুও তুমি তার কাছে স্রেফ একজন অপছন্দের মানুষ। হয়তো তোমার হাঁটা-চলা, কথাবার্তা অনেকের কাছেই ভালো লাগবে না। কেউ হয়তো তোমাকে অপছন্দ করে, কারণ তুমি তার চেয়ে ভাল কাজ জানো এবং তোমার অনেক গুণাবলী রয়েছে। তুমি জনপ্রিয়, তোমাকে লোকে পছন্দ করে সেটাও অপছন্দনীয় কারণ হতে পারে। তোমার চুল তার চেয়ে সামান্য বড় বা ছোট, তোমার গায়ের রং তার চেয়ে খানিকটা উজ্জ্বল কিংবা অনুজ্জ্বল। হয়তো এই মনোভাব ঈর্ষাকাতরতা থেকেই তা আসে। মানুষের সহজাত অনুভূতিতে এই প্রভাব রয়েছে। আমাদের উচিত হবে শত্রুর খারাপের চেয়ে ভালো দিকগুলো খুঁজে বের করা। আসলে আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিভক্ত করে রাখি। যার কারণে আমরা লাতিন কবি ওভিদের সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি, "আমি দেখি এবং সমর্থন করি ভালো কাজ, কিন্তু করি খারাপ কাজ।" আমাদের সবার মধ্যেই এমন কিছু আছে, যার কারণে আমরা প্লেটোর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি "মানুষের চরিত্র হলো একটা রথের মতো। রথটা টেনে নেয় দুটো শক্তিশালী ঘোড়া। দুটোই একে অপরের বিপরীত দিকে যেতে চায়। আবার কবি গ্যাটের সঙ্গে বলি,"আমার মধ্যে ভদ্র এবং অভদ্র-দুটো হওয়ার মতোই যথেষ্ঠ রসদ আছে।"

শত্রুকে ভালোবাসবার আরও একটা উপায় হচ্ছে, যখন তাকে পরাজিত করার মোক্ষম সুযোগ আসবে, তুমি সেটা করো না। হ্যাঁ সে তোমার কাছে হারবে, কিন্তু ভিন্নভাবে। যে মানুষটা তোমাকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে, যে মানুষটা তোমার সঙ্গে বেশি দুর্ব্যবহার করে, যে পিছনে তোমার সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি খারাপ কথা বলে, তোমার নামে নামে-বে-নামে শ্বেত পত্র বিলায়, যে তোমার নামে মিথ্যা গুজব ছড়ায় একদিন সে-ই হয়তো কোনো প্রয়োজনে তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে। হতে পারে চাকুরির জন্য তোমার কোনো সুপারিশ প্রয়োজন; আবার এমনও পারে হতে তোমার কাছে তার জন্য এমন এক সাহায্যের দরকার রয়েছে যেটা তার জীবনটাকে একেবারেই বদলে দেবে। এটাই হলো জয়লাভ করার মোক্ষম সময়। তখন অবশ্যই তাকে সাহায্য করতে হবে। ভালোবাসার অর্থ এটাই। ভালোবাসা হলো কারও মঙ্গল কামনা করার একটা সৃজনশীল উপায়।

পাঁচ বছরের শিশুকে গুম করে হত্যা করল খুনিরা। সাংবাদিকরা ছেলের মা বাবাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকেন। শিশুর মা বাবা কান্নারত অবস্থায় উত্তর দিল আমরা এই খুনের বিচার চাই। আর এটাই তো মা বাবার পক্ষে চাওয়াটা স্বাভাবিক। প্রয়াত মহামান্য পোপ দ্বিতীয় জন পলকে যখন আততায়ী গুলি করে হত্যা করতে গেলেন পোপ মহোদয় কারাগারে গিয়ে সেই খুনিকে ক্ষমা করেই ছিলেন। প্রভু যিশু আজও আমাদের কাছে আশা করেন আমরা যেন একে অপরকে ক্ষমা করে মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বর্গীয় আনন্দের স্বাদ লাভ করি।

কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় ক্ষমা করা কি এত সহজ ব্যাপার বলে মনে হয়? অনাচার, দুরাচার, ঘর ভাংগা, ঝগড়া-ঝাটি, হিংসা, পরস্ত্রীকাতরতা আর সন্ত্রাসীতে যখন জনজীবন অতিষ্ট ও বিপন্ন, এখনও যদি এই ক্ষমা ধর্মকে বড় করে দেখা হয়, তখন সমাজের অবস্থা কি আরো মর্মান্তিক হয় না? তাই বলে আমি ক্ষমার বিরুদ্ধে বলছি না। অনেকগুলি প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় করে যেমন-

ক্ষমা পাওয়ার পর কি তাদের জীবনযাত্রা পরিবর্তন হয়েছে কিনা?
তারা কি ক্ষমার অর্থ বোঝে?
যাদের ক্ষমা করা হয় তারা কি আদৌ ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য কিনা?
যারা ক্ষমা করেন, সত্যিই কি তা করেন?
ইত্যাদি...

সত্যি কথা বলতে কি প্রকৃত ক্ষমা করতে গেলে বিনাশর্তে ক্ষতি, অপমান মেনে নিয়েই তা করতে হয়। আবার অনেক সময় জেনে শুনে ইচ্ছা করে একই অপরাধ বার বার ঘটানো হয় সেই ক্ষেত্রে কি ক্ষমা করা যায়? আর যদিও যায় কিন্তু সহজে ব্যাপারগুলো ভুলা যায় না। তাকে দেখলেই ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে যায়। প্রভু যীশু ক্ষমার আদর্শ। তিনি ক্ষমার মূল্য হিসাবে নিজের জীবন

উৎসর্গ করেছেন। যিশুর ক্ষমা করার ধরনটি দেখলে উপরোল্লিখিত বিষয়গুলি বুঝা যায়। সক্কেয় একজন করগ্রাহী, মহাপাপী। সাধারণত: যারা ভালো মানুষ তারা তার সাথে মিশতে চাইত না। কিন্তু তার ইচ্ছা ছিল যিশুর কাছাকাছি আসার ও তাঁকে দেখার। যিশু তাঁর অনুতপ্ত হৃদয়, ভালো হওয়ার আকাঙ্খা সর্বোপরি তার অন্তর দেখে বললেন, "আজ এই গৃহে পরিত্রাণ উপস্থিত হইল।" অপব্যয়ী পুত্র যখন প্রকৃত অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে ফিরে এসে বাবার কাছে ক্ষমা চাইল তখন তার বাবা শুধু তাকে ক্ষমা-ই করলেন না বরং আনন্দে আত্মাহারা হলেন। বাবা এখানে ছেলেকে ক্ষমা করতে গিয়ে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন (ঋষ্টপুষ্ট গাভী মেরে লোকদের দাওয়াত করলেন) । আবার অন্যদিকে ছেলেকে অনুতাপে দগ্ধ হতে হয়েছে, কৃতকর্ম পাপের জন্য তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো।

একজন মানুষকে কতবার ক্ষমা করা যায়? প্রশ্নের উত্তরে যিশু পিতরকে বলেছিলেন, "শুধু সাতবার নয়, সত্তর গুণ সাতবার (মথি-১৮:২২পদ)। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, একটি জায়গায় যিশু নিজেই ক্ষমা করতে পারেননি। জেরুশালেমের মন্দিরের ভিতরে ব্যবসায়ীরা যখন ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে দিল তা দেখে যিশু শুধু রাগ-ই করেননি, শক্ত হাতে চাবুক দিয়ে সমুচিত জবাব দিয়েছেন। কারণ যিহুদীরা ভাল করেই জানতো যে, মন্দির হলো ঈশ্বরের পবিত্র স্থান, তাঁকে ভজনা করার জায়গা। আর তারা জেনে-শুনে স্বজ্ঞানে যখন এ কাজগুলো করছিল যিশু তখন এসব সহ্য করতে না পেরে তাদের ক্ষমা করতে পারলেন না তাড়িয়ে দিলেন। কাজেই ক্ষমা করা ও ক্ষমা পাওয়া এত সহজ বিষয় নয়। জেনে-শুনে সজ্ঞানে বার বার সমস্যার সৃষ্টি করলাম আর বার বার ক্ষমা চাইলাম বিষয়টি এরকম নয়। কারণ এর মধ্যে যে কিছু শর্ত থেকে যায়। যদিও ঈশ্বর কৃপার ঈশ্বর, প্রেমের ঈশ্বর ও শান্তির ঈশ্বর, তবুও তাঁর ক্ষমা ও দয়া পেতে হলে নিজেকে শূণ্য করে দিয়ে তাঁর কাছে আসতে হয়। ক্ষমা পাওয়ার জন্য যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয় অর্থাৎ পুরাতন জীর্ণ ঢেলেঢুলে সাজিয়ে নতুন করে নিয়ে আসতে হয়। ইস্কারেতিয় যিহুদা যখন যিশুকে চিনতে পেরেছিল বড্ড দেরি হয়ে গেল। অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে হয়তো বলেছিল," হায়! হায়! আমি এ কি করেছি!" টাকা ফেরত দিয়েও তার অন্তর্জ্বালা কমেনি। আত্মহননের পথ বেছে নিল। বিপরীতে দেখতে পাই যে, আরিমাথিয়ার যোসেফ পরম গুরুকে চিনতে পেরে নিজের খোদাই করা কবরটি যিশুর জন্য দান করে গেলেন। আজ আমরা যাঁরা খ্রিষ্টান, যারা খ্রিষ্টকে চিনেছি বলে দাবি করি , ভাই মানুষকে জেনে শুনে যখন কষ্ট দেই এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করি তখন কি সেই পাপের জন্য ক্ষমা পাওয়া আমাদের জন্য এতই সহজ ব্যাপার বলে মনে হয়?

অপর দিকে বর্তমানে আমাদের ভয়াবহ বাস্তব চিত্র দেখে আমার মনে হচ্ছে আমরা এখন বাস করছি সেই ভয়াল কালো অধ্যায়ে। যেখানে প্যালেষ্টাইন দেশের নগণ্য ও নিভৃত একটি স্থানে হাজার হাজার জনতার মাঝখানে আমাদের মুক্তিদাতা নাজারেথের প্রভু যীশুকে তিলে তিলে হত্যা করা হয়েছিল। হাজার হাজার জনতার মাঝে উন্মুক্ত আকাশের নীচে কেউ কেউ তাঁর দাঁড়ি ছিড়ে নিচ্ছিল, চাবুক মারছিল, কিল ঘুষি, চড়-থাপ্পর মারছিল। সেদিনও কিন্তু চারপাশের জনতা আনন্দে চিৎকারে ফেটে পড়েছিল। আজো সেই একই বর্বর দৃশ্য বীর দর্পে ভিডিও করে মিডিয়ার বদৌলতে প্রচারিত হচ্ছে হরহামেশা। সেই যুগ আর এই যুগের মধ্যে কি আর পার্থক্য? মা বাবারা আজ উদ্বিগ্ন তাদের মাসুম বাচ্চাদের নিয়ে। যে কোন অজুহাতে আইন নিজেরাই নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছে এক ধরনের নরপশু। হ্যাঁ সত্যি সত্যিই আমরা এখন সেই যুগেই বাস করছি।

টেলিমেডিসিন সেবা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

করোনাকালীন (কোভিড-১৯) এ মহাদুর্যোগের সময় ঢাকা ক্রেডিটের সকল সদস্য, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমিয়ে আনা, করোনা ও অনান্য রোগের চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা ক্রেডিট কর্তৃক পরিচালিত ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল (DMGH) বিনা মূল্যে "টেলিমেডিসিন সেবা" চালু রয়েছে। অসুস্থ্যতাকালিন সময়ে নিম্নলিখিত সময়সূচি অনুসারে সদস্যদের ঘরে বসে বিনামূল্যে টেলিমেডিসিন সেবা গ্রহণ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

ক্রমিক	ডাক্তারের নাম	সময়সূচি	মোবাইল নম্বর
১	**ডা. হেমন্ত আই গমেজ** এমবিবিএস (ডিউ), কার্ড(এনআইসিভিডি) সহকারী অধ্যাপক, কার্ডিওলজি ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হসপিটাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট	**সোম, মঙ্গল ও বুধবার** সন্ধ্যা ৬ টা থেকে ৭ টা পর্যন্ত	০১৭১৫৮৬৩৮৭৮
২	**লে. কর্ণেল ডা. মারলিন রয়** ক্লাসিফাইড ও সিনিয়র স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ এমবিবিএস, ডিজিও, এমসিপিএস, এফসিপিএস (গাইনী), নেভী হাসপাতাল, পতেঙ্গা, চট্রগ্রাম	**সোম, মঙ্গল ও বুধবার** সন্ধ্যা ৬ টা থেকে ৭ টা পর্যন্ত	০১৭০৮৯১৯৫৩৭
৩	**ডা. মোহাম্মদ আল-আমিন,** এমবিবিএস এমপিএইচ, এম এস (ইউরো) কিডনি ও ইউরোলজি বিশেষজ্ঞ	**শনি থেকে বৃহস্পতিবার** সার্বক্ষণিক	০১৮১৯১১৮০০৯
৪	**ডা. ফ্রান্সিসকা রিনিক গমেজ,** এমবিবিএস জেনারেল ফিজিশিয়ান, সেন্ট জন ভিয়ান্নী হসপিটাল	**শনি ও রবিবার** সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত **সোম, বুধ ও বৃহস্পতিবার** সন্ধ্যা ৬ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত	০১৬৪৬৩১৪৪১৬

ঘরে থাকুন, নিজে নিরাপদ থাকুন, অন্যকে নিরাপদ রাখুন।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
দিসিসিসিইউলি:,ঢাকা।

সাধারণ ঋণ ও পরিবারের সর্বমোট ঋণ বর্ধিতকরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা"-এর সম্মানিত সকল সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, ০৬ মে, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সমিতির ২২তম বোর্ড সভায় একটি পরিবারে সাধারণ ঋণ সর্বোচ্চ ৮০ লক্ষ টাকা হতে বর্ধিত করে ১ কোটি টাকা এবং পরিবারে সর্বমোট ঋণ ১২ কোটি টাকা হতে বর্ধিত করে ১৪ কোটি টাকা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা ৬ মে, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ হতে কার্যকর।

উল্লিখিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
দিসিসিসিইউলি:,ঢাকা।

লোন ইনভেস্টিগেশন এন্ড রিকোভারি

ঢাকা ক্রেডিটের রয়েছে ১৮টি বিভাগ। এই সংখ্যার সমবার্তায় রয়েছে লোন ইনভেস্টিগেশন এন্ড রিকোভারি (এলআইআর) বিভাগের পরিচিতি।

লোন ইনভেস্টিগেশন এন্ড রিকোভারি বিভাগ ঢাকা ক্রেডিটের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। যে সকল সদস্য সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ পরে কোন কারণে ঋণ খেলাপি হয়ে পড়েন বা সমিতিতে অনিয়মিত সদস্য হয়ে যান তাদেরকে নিয়মিত করণের মাধ্যমে সমিতি গতিশীল রাখার প্রয়াসেই এ বিভাগ কাজ করেন। এলআইআর বিভাগের কার্যক্রম সমুহ:-

১। ঋণ খেলাপি সদস্যদের বর্তমান, স্থায়ী ও কর্মস্থলের ঠিকানায় সরেজমিনে যাওয়া এবং তাদের সাথে কাউসিলিং করে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করা।

২। খেলাপিদের ফোন করে টাকা আদায়ের জন্য কাউসিলিং করা ও আদায়ের ব্যবস্থা করা।

৩। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ খেলাপিদের সাথে কাউসিলিং করে পুণঃতফসিলের আওতায় নিয়ে আসা।

৪। ঋণ খেলাপিদের বিভিন্ন ধরনের তাগাদা পত্র দেয়া যেমন ঃ প্রথম তাগাদা পত্র, দ্বিতীয় তাগাদা পত্র, তৃতীয় তাগাদা পত্র, আইনি নোটিশ ও বিভিন্ন ধরনের নোটিশ প্রদান করা।

৫। এলাকা অনুযায়ী বিভিন্ন সমিতিতে ঋণ খেলাপী তালিকা প্রেরণ করা।

৬। সিউরিটি রিলিজ কার্য সম্পাদন করা।

৭। এমআইসিআর চেক জামিন দিয়ে যারা ঋণখেলাপি হয়েছেন তাদেরকে সর্তকীকরণ নোটিশ প্রদান করা এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮। সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্যে খেলাপি উত্তর পরামর্শ প্রদান।

৯। জমি মর্টগেজ দিয়ে যারা ঋণ নিয়ে খেলাপি হয়েছেন তাদেরকে সতর্কীকরণ নোটিশ দেয়া এবং সর্বশেষ জমি বিক্রয় করে ঋণ সমন্বয় করা।

যেহেতু খেলাপি সদস্যদের নিয়ে কাজ তাই তাদের কাছ থেকে ঋণ আদায়ের জন্য বিভিন্ন প্রথায় কাজ করতে হয় তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সদস্যদের সাথে সরাসরি দেখা করে কাউন্সিলিং করা, ফোনে কাউন্সিলিং করা, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় আদায়ের ব্যবস্থা করা সর্বশেষ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বর্তমানে ঢাকা ক্রেডিটের এলআইআর বিভাগে ২৮ জন কর্মী কর্মরত আছেন। এই বিভাগের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার-ইনচার্জ রিচার্ড রোজারিও। এখানকার কর্মীরা সমিতির জন্য নিরলস ভাবে তাদের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে সমিতি ও ঋণ খেলাপি সদস্য মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে যাচ্ছেন।

সুখবর! সুখবর! সুখবর!

ঢাকা ক্রেডিট পরিচালিত

ডিসি বিউটি পার্লার

- পার্টি ও ব্রাইডাল মেকআপ
- হেয়ার কাটিং, স্টাইলিং
- হেয়ার ট্রিটমেন্ট, কালার ও রিবন্ডিং
- ফেসিয়াল
- মেনিকিউর- পেডিকিউর
- স্পা ফেসিয়াল
- বডি মাসাজ
- মেহেদী

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন ঢাকা ক্রেডিটের নিকটস্থ সেবাকেন্দ্রে।

দক্ষ ও স্বনাম ধন্য বিউটিশিয়ান — সার্বক্ষণিক পানি, বিদ্যুৎ, ও লিফ্ট সুবিধা
জেনারেটর সুবিধা — প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী গার্ডের ব্যবস্থা
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী তত্ত্বাবধায়ক দ্বারা সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান

ভর্তি চলছে! ট্রেনিং সেন্টার ভর্তি চলছে!

- স্বনাম ধন্য বিউটিশিয়ান দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান
- কোর্স সমাপ্তির পর সার্টিফিকেট প্রদান
- স্বল্প মূল্যে প্রশিক্ষণ
- সার্বক্ষণিক পানি, বিদ্যুৎ ও লিফ্ট সুবিধা
- ঋণ সুবিধা (ঢাকা ক্রেডিটের সদস্যদের জন্য)
- যোগ্য প্রার্থীদের জন্য স্কলারশীপের ব্যবস্থা
- শুধুমাত্র নারীদের জন্য

ঢাকা ক্রেডিটের নতুন প্রডাক্ট পেনশন বেনিফিট স্কীমের উদ্বোধন

ঢাকা ক্রেডিটের নতুন প্রডাক্ট পেনশন বেনিফিট স্কীমের উদ্বোধন করা হয়েছে সমিতির প্রধান কার্যালয়সহ ১২টি সেবাকেন্দ্রে। প্রথমদিনই ৬৫০ জন এই স্কীমের সদস্য হয়েছেন।

১৫ মে এই জনকল্যাণকর স্কীমের উদ্বোধন করেন ঢাকা ক্রেডিটের ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য ও অতিথিগণ। প্রধান কার্যালয়ে এই স্কীমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান নির্মল রোজারিও, বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের সাবেক প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুজ গমেজ, ঢাকা ক্রেডিটের সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া, ঢাকা ক্রেডিটের উপদেষ্টা জেমস সুব্রত হাজরা ও ঢাকা ক্রেডিটের সিইও লিটন টমাস রোজারিওসহ আরো অনেকে।

ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা বলেন, সরকারি চাকরিজীবীরা অবসরে গেলে পেনশন পান। বেসরকারি চাকরীজীবীরা পেনশন পান না। তারা যেন অবসরে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারেন তাই এই স্কীম হাতে নেওয়া হয়েছে।

দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান নির্মল রোজারিও এই স্কীমের উদ্যোগ নেওয়ায় বর্তমান বোর্ডের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'মানুষের জীবন সব সময় এক রকম যায় না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁর শারীরিক শক্তি ক্রমে কমে যায়। যৌবনে আমরা ভালো আয় করতে পারি। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে অবসরে গেলে আয় কমে যায়। অবসরে যখন নিয়মিত আয় থাকবে না, তখন এই স্কীম দুঃসময়ের বন্ধুর মতো ভূমিকা পালন করবে।'

ঢাকা ক্রেডিটের সাবেক প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুজ গমেজ বর্তমান বোর্ড ও কর্মীদের অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ঢাকা ক্রেডিট একজন সদস্যের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল আর্থসামাজিক যে চাহিদা রয়েছে তা মেটানোর জন্য প্রডাক্ট ও প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই স্কীম সেরকমই একটা নতুন সংযোজন।

ঢাকা ক্রেডিটের সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আমার বাবা সরকারি চাকরি করে অবসরে যাওয়ার পর পেনশস সুবিধা পাচ্ছেন, ফলে তাঁর মর্যাদা রয়েছে। আমি আহ্বান জানাই ক্রেডিটের সকল সদস্যদের এই প্রডাক্টের সদস্য হওয়ার জন্য।'

ঢাকা ক্রেডিটের সিইও লিটন টমাস রোজারিও বলেন, ঢাকা ক্রেডিটের নতুন এই সঞ্চয়ী প্রডাক্ট পেনশন বেনিফিট স্কীমে সদস্যরা অবসরে গেলেও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারবেন, সুখে থাকতে পারবেন। তাঁদের অর্থ কষ্ট থাকবে না।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের প্রাক্তন কর্মকর্তা সুবল যোসেফ গমেজ, উপদেষ্টা জেমস সুব্রত হাজরা, সিসিলিয়া রোজারিও, ঢাকা ক্রেডিটের মিডিয়া কমিটির সদস্য মোশী মন্ডল, প্রধান কার্যালয়ের ম্যানেজার-ইনচার্জগণ প্রমুখ।

সাধানপাড়া সেবাকেন্দ্র: এই সেবাকেন্দ্রে স্কীমটি উদ্বোধন করেন ঢাকা ক্রেডিটের ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলবার্ট আশিস বিশ্বাস, ঢাকা ক্রেডিটের প্রাক্তন ডিরেক্টর নীলু জন চাম্বুগং। আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের প্রাক্তন কর্মী রাফায়েল পালমা, উইলিয়াম কেরী ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অধ্যক্ষ সমীর বৈদ্য, বৃহত্তর কুষ্টিয়া সমবায় সমিতির ডিরেক্টর অনিমা মল্লিক, সিও খোকন মার্ক কস্তা, সেবাকেন্দ্রের এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার-ইনচার্জ ঝুমা রিবেরুসহ আরো অনেকে।

ঢাকা ক্রেডিটের ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলবার্ট আশিস বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে পেনশন বেনিফিট স্কীমের যেসব সুবিধা রয়েছে তা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের জানানোর অনুরোধ করেন যেন তাঁরাও এই স্কীমের সদস্য হন।

শুলপুর সেবাকেন্দ্র: শুলপুর সেবাকেন্দ্রে পেনশন বেনিফিট স্কীমের ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন ঢাকা ক্রেডিটের ট্রেজারার পিটার রতন কোড়াইয়া ও ক্রেডিট কমিটির সদস্য উমা ম্যাগডেলিন গমেজ। আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের সিও জোনাস গমেজ, শুলপুর ক্রেডিটের ম্যানেজার ভিনসেন্ট পংকজ রোজারিও, শুলপুর সেবাকেন্দ্রের ইনচার্জ জনি লিও রড্রিক্স সহ ১৬ জন সদস্য।

নন্দা সেবাকেন্দ্র: এই সেবাকেন্দ্রে পেনশন বেনিফিট স্কীমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের ডিরেক্টর প্রত্যেশ রাংসা, ঢাকা ক্রেডিটের ক্রেডিট কমিটির সদস্য অন্তর মানখিন ও পিটার লরেন্স গমেজ। আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের প্রাক্তন ট্রেজারার বাবলু ডেভিড গমেজ, নন্দা সেবাকেন্দ্রে পরিচালনা কমিটির সচিব শিপন রোজারিও, রাজধানী সমিতির প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডন এ. অধিকারী, ঢাকা ক্রেডিটের মার্কেটিং সিনিয়র ম্যানেজার এলিয়াস পিন্টু কস্তা, সেবাকেন্দ্রের ম্যানেজার বিপুল টি. গমেজ সহ আরও অনেকে।

লক্ষীবাজার সেবাকেন্দ্র: এই সেবাকেন্দ্রে ঢাকা ক্রেডিটের ডিরেক্টর আনন্দ ফিলিপ পালমা, উপদেষ্টা রঞ্জন এডুয়ার্ড রোজারিও, খ্রিষ্টান এসোসিয়েশনের লক্ষীবাজার শাখার সেক্রেটারি ভিক্টর রে, আইন উপদেষ্টা অ্যাড. রেবেকা পলিনা গমেজ, সেবাকেন্দ্রর ইনচার্জ

লরেন্স কাজল রোজারিও স্কীমটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে প্রথম আট জন সদস্য এই স্কীমের সদস্য হন।

সাভার সেবাকেন্দ্র: এই সেবাকেন্দ্রে স্কীমটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের ডিরেক্টর পল্লব লিনুস ডি'রোজারিও, সুপারভাইজরি কমিটির সেক্রেটারি প্রিয়ন্ত সি কস্তা, ঢাকা ক্রেডিটের উপদেষ্টা প্রভাত ডি'রোজারিও, সাভার থানার ওসি (ইনটেলিজেন্স) মাকারিয়াস দাস, সেবাকেন্দ্রের ইনচার্জ প্রদীপ এল দাসসহ আরও অনেকে।

মিরপুর সেবাকেন্দ্র: এখানে প্রথম দিন ৭০ জন এই স্কীমের সদস্য হয়েছেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের সুপারভাইজরি কমিটির সদস্য ষ্টেলা হাজরা, ঢাকা ক্রেডিটের প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রদীপ বিশ্বাস, অতিরিক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শীরেন সিলভেষ্টার গমেজ, উপদেষ্টা ড. রবার্ট ডি' ক্রুশ, বহুমুখী সমিতির প্রেসিডেন্ট প্রদীপ সরকার, মোহাম্মদপর খ্রীষ্টান সমবায় সমিতি ভাইস-প্রেসিডেন্ট আগষ্টিন বাড়ৈ, উত্তরবঙ্গ সমবায় সমিতির ভাইস-চেয়ারম্যান মিলন কর্ণেলিউস ডি' ক্রুশ, সেবাকেন্দ্রের ইনচার্জ শিল্পী এ ডি' কস্তা।

হাসনাবাদ সেবাকেন্দ্র: এই সেবাকেন্দ্রে পেনশন বেনিফিট স্কীমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের ট্রেজারার পিটার রতন কোড়াইয়া ও ক্রেডিট কমিটির সদস্য উমা ম্যাগডেলিন গমেজ, সেন্ট উইফ্রেজিস স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল সিস্টার মেবেল কস্তা, বান্দুরা হলিক্রস স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল ব্রাদার তরেন যোসেফ পালমা, সিএসসি, এরএনডিএম, উপদেষ্টা টমাস রোজারিও, অলড্রিন রাজু গমেজ, সুশান্ত আন্তনী গমেজ, হাসনাবাদ ক্রেডিটের চেয়ারম্যান নিকোলাস রাজু কোড়াইয়া, হাসনাবাদ ক্রেডিটের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সেলেষ্টিন রোজারিও, ঢাকা ক্রেডিটের সিও জোনাস গমেজ, সেবাকেন্দ্রের ইনচার্জ জেমস আঞ্জুস প্রমুখ।

মহাখালী সেবাকেন্দ্র: এই সেবাকেন্দ্রে এই স্কীমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের ডিরেক্টর পাপিয়া রিবেরু, সুপারভাইজরি কমিটির সদস্য মাধবী অনিতা গমেজ, উপদেষ্টা সুকুমার ইউজিন রিবেরু, কিরণ রোজারিও ও নারী কমিটির সদস্য লিপি লিদিয়া রোজারিও, সেবাকেন্দ্রের ইনচার্জ মিল্টন পিনারু প্রমুখ।

মনিপুড়িপাড়া সেবাকেন্দ্র: এই সেবাকেন্দ্রে ২৩ জন সদস্য এই স্কীমের সদস্য হয়েছেন। স্কীমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফাদার ইগ্নাসিওস গমেজ, ওএমআই, ঢাকা ক্রেডিটের ডিরেক্টর সলোমন আই রোজারিও, সুপারভাইজরি কমিটির সদস্য বার্নার্ড পংকজ ডি' রোজারিও, উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা জোনাস গমেজ, রবার্ট সাইমন গমেজ, সিও সুইটি সি. পিউরিফিকেশন, সেবাকেন্দ্রের ম্যানেজার প্রফুল্ল রোজারিও প্রমুখ।

তুমিলিয়া সেবাকেন্দ্র: স্কীমটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের ক্রেডিট কমিটির চেয়ারম্যান সুকুমার লিনুস ক্রুশ, উপদেষ্টা বাদল বেঞ্জামিন রোজারিও, রাখাল সুবাস গমেজ, স্বপন স্টিফেন রোজারিও, ঢাকাস্থ তুমিলিয়া বহুমুখী সমিতির চেয়ারম্যান কলিন্স টলেন্টিনু, সেবাকেন্দ্রের ইনচার্জ জয়ন্তী রোজারিও প্রমুখ। প্রথমদিন ২১ জন সদস্য স্কীমের সদস্য হয়েছেন।

পাগার সেবাকেন্দ্র: এই সেবাকেন্দ্রে এই স্কীমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের সুপারভাইজরি কমিটির চেয়ারম্যান জন গমেজ, ঢাকা ক্রেডিটের অতিরিক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডমিনিক রঞ্জন পিউরীফিকেশন, হারবাইদ ক্রেডিটের চেয়ারম্যান পবিত্র কস্তা, মাউসাইস মাল্টিপারপাস সমিতির প্রাক্তন চেয়ারম্যান চন্দন দিলিপ ডি'কস্তা, পাগার ক্রেডিটের ভাইস-চেয়ারম্যান বাবুল রোজারিও, সেবাকেন্দ্রের ইনচার্জ সজল যোসেফ ক্রুজ প্রমুখ। সেখানে ৮০ জন স্কীমের সদস্য হয়েছেন।

নাগরী সেবাকেন্দ্র: এই সেবাকেন্দ্রে এই স্কীমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের ডিরেক্টর মনিকা গমেজ, ক্রেডিট কমিটির সেক্রেটারি জনি এস গমেজ, ঢাকা ক্রেডিটের উপদেষ্টা ডেভিড রোজারিও, সুপ্রিয়ান রোজারিও, বীর মুক্তিযোদ্ধা সন্তোষ রড্রিক্স, ঢাকা ক্রেডিটের মার্কেটিং বিভাগের ইন-চার্জ স্ট্যানিসলাস সোহেল রোজারিও, সেবাকেন্দ্রের ইনচার্জ শিশির বৈরাগী প্রমুখ। প্রথম দিন ২৫ জন সদস্য এই স্কীমের সদস্য হন।

ঢাকা ক্রেডিটের পরিচালনা পর্ষদের ডিরেক্টরস্ কম্পিটেন্সি কোর্সের সমাপ্তি

ঢাকা ক্রেডিটের পরিচালনা পর্ষদের অংশগ্রহণে ডিরেক্টরস্ কম্পিটেন্সি কোর্সের সমাপ্তি হয়েছে ২৯ মে।

সমিতির বোর্ড রুমে ২১, ২২,২৬, ২৮ ও ২৯ মে অনুষ্ঠিত এই কোর্সের আয়োজন করে ঢাকা ক্রেডিট এবং ব্যবস্থাপনায় ছিল দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লি: (কাল্‌ব)।

প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল ক্রেডিট ইউনিয়ন ইন দ্যা মার্কেটপ্লেস, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণ, পরিচালকদের দায়িত্ব-কর্তব্য, ক্রেডিট ইউনিয়নের প্রডাক্ট ও সার্ভিস, কৌশলগত পরিকল্পনা, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, আইনগত প্রেক্ষিতে পরিচালকদের দায়িত্ব, ঋণ ব্যবস্থাপনা, উত্তম সমবায়ের সুশাসন, পরিচালকদের মূল্যায়ন ও অগ্রগতি।

প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কালবের চেয়ারম্যান ও জেনারেল ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত) জোনাস ঢাকী, কাল্‌বের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ) মো. আবদুল মান্নান, দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান নির্মল রোজারিও, কারিতাস এশিয়ার প্রেসিডেন্ট ড. বেনেডিক্ট আলো ডি'রোজারিও ও হাসনাবাদ ক্রেডিটের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সেলেষ্টিন রোজারিও।

কোর্স শেষে সমাপনীতে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদ তুলে দেন কালবের চেয়ারম্যান ও জেনারেল ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত) জোনাস ঢাকী। এই সময় ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তার সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান নির্মল রোজারিও, ঢাকা

ক্রেডিটের ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলবার্ট আশিস বিশ্বাস, সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া ও ট্রেজারার পিটার রতন কোড়াইয়া।

প্রশিক্ষণ শেষে ঢাকা ক্রেডিটের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ বলেন, এই কোর্স তাঁদের অনেক নতুন কিছু শিখতে সাহায্য করেছে। বৃদ্ধি করেছে আত্ম-বিশ্বাস। এখন তাঁরা আরও ভালোভাবে সমবায় অঙ্গনে সেবা দিতে পারবেন।

ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা প্রশিক্ষণার্থী ও যাঁরা প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরলোকে ঢাকা ক্রেডিটের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য রুবেন গমেজ

ঢাকা ক্রেডিটের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ও প্রাক্তন উন্নয়ন কর্মী রুবেন গমেজ মারা গেছেন। তিনি ১৯ এপ্রিল সকাল ১১টায় রাজধানীর ইমপালস হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

ঢাকা ক্রেডিট যে ৫০ জন সদস্য নিয়ে শুরু হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে তিনিও একজন। তাঁর সদস্য নম্বর ২৯।

পেশা জীবনে তিনি কারিতাস বাংলাদেশে প্রাক্তন কল্যাণ পরিচালক ও খুলনার আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে সেবা দিয়েছেন। তিনি মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী খ্রিষ্টীনা রেনু গমেজ, তিন ছেলে সেন্ট খ্রিষ্টীনা চার্চের পাল-পুরোহিত ফাদার ডেভিড শ্যামল গমেজ, জুলিয়ান গমেজ, জর্জ গমেজ ও মেয়ে সিনথিয়া গমেজ।

ফাদার ডেভিড শ্যামল গমেজ ডিসিনিউজকে জানান, তাঁর বাবা ইমপালস হাসপাতালে সকাল ১১টায় মারা গেছেন। তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে বিগত দশদিন প্রথমে গ্রীণ লাইফ হাসপাতাল, পরে ইমপালস্ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। বিকাল সাড়ে ৫টায় তাঁর বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান তেজগাঁও গির্জায় অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তেজগাঁও কবরস্থানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

রুবেন গমেজের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা ও সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া। তাঁরা বলেন, 'আমরা ঢাকা ক্রেডিটের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য রুবেন গমেজের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করি। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। তাঁর শোকার্ত পরিবারের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা। তাঁর মৃত্যু আমাদের সমাজের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি যা সহজে পূরণ হবার নয়।'

ডিসি চাইল্ড কেয়ার এন্ড এডুকেশন সেন্টার বাংলা নববর্ষ

ঢাকা ক্রেডিটের ডিসি চাইল্ড কেয়ার এন্ড এডুকেশন সেন্টারের শিক্ষার্থীরা অনলাইনে বাংলা নববর্ষ ১৪২৮ উদ্‌যাপন করে। ১৩ এপ্রিল

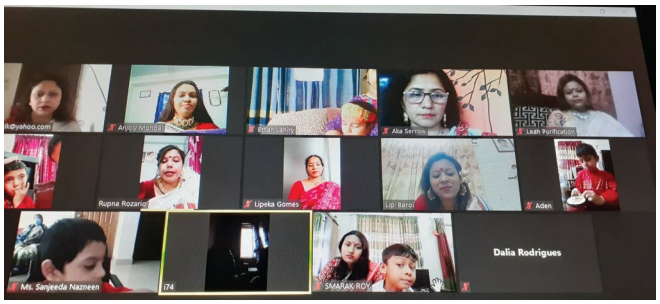

অনুষ্ঠিত বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠান শুরু হয় শিক্ষিকাদের পহেলা বৈশাখের শুভেচ্ছা দিয়ে। এরপরই ঐতিহ্যবাহী ঢাকের বাজনা বাজানো হয়। পরে এডুকেশন সেন্টারের প্রিন্সিপাল ডালিয়া রড্রিক্স শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এরপরেই শিক্ষিকা এবং এডুকেশন সেন্টারের ছোট ছোট সোনামনিদের অংশগ্রহণে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে শিশুদেরকে বলা হয় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র বাজানোর জন্য, তখন তারা সেগুলো বাজিয়েছে এবং কে কোন যন্ত্র বাজিয়েছে তার নাম বলেছে। গান, ছড়া, নাচ এবং গল্পবলা এভাবে অনুষ্ঠান চলতে থাকে। এরপর শিশুরা বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী বাংলা খাবার সবাইকে দেখায়, প্রত্যেকে তাদের কাছে যে খাবারগুলো আছে তার নাম বলে।

অনুষ্ঠানের শেষে সকলের অংশগ্রহণে বর্ষবরণের গান 'এসো হে বৈশাখ' গাওয়া হয়। সকলের উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

জামিনদার নিয়মিত ঋণ দিচ্ছেন কিনা জানতে পারবেন ঢাকা ক্রেডিটের অ্যাপের মাধ্যমে

ঢাকা ক্রেডিটের অ্যাপ মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে যুক্ত হলো নতুন ফিচার সিউরিটি স্ট্যাটাস (জামিন প্রদানকারীদের অবস্থা)। এই ফিচারের মাধ্যমে সমিতির সদস্য জানতে পারছেন তিনি কতজনকে শেয়ার সিউরিটি দিয়েছেন। যাঁদের সিউরিটি দিয়েছেন তাঁদের নাম ও মোবাইল নম্বরসহ তাঁরা সর্বশেষ কবে ঋণ ফেরত দিয়েছেন, কত টাকা ঋণ উত্তোলন করেছিলেন এবং কতটাকা ঋণ পরিশোধ এখনো বাকি আছে এইসব তথ্য জানতে পারছেন। বিনামূল্যে ঢাকা ক্রেডিট অ্যাপ সুবিধা নিলে ঢাকা ক্রেডিটের সদস্যরা যাঁদের শেয়ার সিউরিটি দিয়েছেন, তাঁরা যদি নিয়মিত কিস্তি প্রদান না করে থাকেন, সেক্ষেত্রে সহজে অ্যাপের মাধ্যমে জেনে জামিন ডিফলটারদের ঋণ পরিশোধের জন্য তাগাদা দিতে পারবেন।

একই সাথে সদস্য ঋণ নেওয়ার সময় যাদের নিকট থেকে শেয়ার সিউরিটি নিয়েছেন তাঁদের নাম, মোবাইল, সদস্য নম্বর ও সিউরিটির পরিমাণও পাওয়া যায় এই অ্যাপে লোন ফিচারে (ঋণ ফিচারে)।

ঢাকা ক্রেডিট অ্যাপের উল্লেখযোগ্য সুবিধাসমূহ:

একাউন্টস: অ্যাপের একাউন্টস ফিচারে পাবেন আপনার সঞ্চয় ও শেয়ার হিসাবে কত টাকা জমা হয়েছে এবং আর্থিক লেনদেনের বিবরণী। আরও জানতে পারবেন আপনার যতগুলো ডিপিএস আছে সেগুলোর আলাদা আলাদা তথ্য। যেমন আপনার মিলিওনিয়ার ডিপোজিট স্কীমে বা বয়স্ক সঞ্চয় প্রকল্পে মোট কত টাকা জমা হয়েছে তার তথ্য।

ঋণ: আপনি যদি ঢাকা ক্রেডিট থেকে ঋণ নিয়ে থেকে থাকেন তাহলে মোট কত টাকা ঋণ পরিশোধ করা বাকি আছে তা জানতে পারবেন।

এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলন: আরো রয়েছে ঢাকা ক্রেডিটের চলমান এটিএম বুথে কার্ডবিহীন ওয়ান টাইম কিউআর কোড ব্যবহার করে সহজে ও দ্রুততম সময়ে টাকা উত্তোলন করার সুযোগ।

সংবাদ পাঠ: নিউজ ফিডের মাধ্যমে ঢাকা ক্রেডিট ছাড়াও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং সমবায় অঙ্গনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার সংবাদ জানতে পারবেন।

ঢাকা ক্রেডিটের নোটিশ: নোটিফিকেশন-এর মাধ্যমে ঢাকা ক্রেডিট যে সকল নোটিশ এবং ম্যাসেজ প্রদান করে, তা সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

সমিতির সকল সেবাকেন্দ্রের মোবাইল নম্বর: কন্ট্যাকটস-এর মাধ্যমে ঢাকা ক্রেডিটের সকল সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানা জানতে পারবেন। শুধু তাই নয়, 'কল নাও' বাটনে ক্লিক করার মাধ্যমে সরাসরি চাহিদা অনুযায়ী সেবাকেন্দ্রে কল করতে পারবেন।

সঞ্চয়ী প্রডাক্ট: সেভিংস প্রোডাক্টে ক্লিক করার মাধ্যমে ঢাকা ক্রেডিটের সকল সেভিংস প্রডাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। এখানে রয়েছে কোন ঋণের জন্য কত ভাগ সুদ।

ঋণ প্রডাক্ট: লোনে ক্লিক করার মাধ্যমে ঢাকা ক্রেডিটের সকল লোন প্রডাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

- প্রোজেক্টস: বাটনে ক্লিক করে ঢাকা ক্রেডিটের সকল প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে পারবেন।

- জরুরি অবস্থায় এ্যাম্বুলেন্সের প্রয়োজন হলে 'ইমার্জেন্সি' বাটনে ক্লিক করার মাধ্যমে সরাসরি ঢাকা ক্রেডিটের জরুরি নম্বরে কল করতে পারবেন।

এমএফএস অ্যাপ পেতে করণীয়

গুগল প্লেস্টোরে গিয়ে ঢাকা ক্রেডিট লিখে সার্চ দিন। অ্যাপটি স্ক্রীনে আসলে ইনস্টল বাটনে ক্লিক করুন। এরপর ঢাকা ক্রেডিটে ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরটি এন্ট্রি করে অ্যাপটি রেজিস্ট্রেশন করে নিন।

ঢাকা ক্রেডিটের ডিজিটালইজেশনে প্রবেশ করুন, সেবা নিন নির্বিঘ্ন ও দ্রুত সময়ে।

বিস্তারিত জানতে কল করুন:
০১৭০৯৮১৫৪০০

ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ফাউন্ডেশন থেকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান

ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ফাউন্ডেশন থেকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে মেধবী শিক্ষার্থী মিষ্টি রায়কে। তিনি সরকারি নেত্রকোণা মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস-এ ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন।

এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া মিষ্টি রায় শিক্ষাবৃত্তি পেয়ে ঢাকা ক্রেডিটের প্রতিষ্ঠান ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি ডিসিনিউজকে বলেন, 'আমার বাবা করোনা মহামারির কারণে গত এক বছর ধরে বেকার। ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ফাউন্ডেশন থেকে শিক্ষা বৃত্তি পেয়ে আমার পড়াশোনার জন্য অনেক উপকার হয়েছে। ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারিকে আমাকে শিক্ষা বৃত্তি দেওয়ায় আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।'

২০২০ সনের ৭ ডিসেম্বর ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ফাউন্ডেশন নিবন্ধন লাভ করে। এই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম হচ্ছে মেধাবী ও গরিব শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, সমবায়ের ওপর গবেষণা কাজে উদ্যোগীদের উৎসাহিত করা, কারিগরি শিক্ষা তহবিল প্রদান, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কাজে সহযোগিতা। এ ছাড়া সমবায়ে বিশেষ অবদানের জন্য উৎসাহিত করা ও নানা সমাজহিতৈষী কাজে অবদান রাখা।

ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ফাউন্ডেশন ও ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা জানান, মেডিকেল শিক্ষার্থী মিষ্টি রায় সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি চার্লস জে. ইয়াং ফাউন্ডেশন থেকে বৃত্তি পেয়েছেন। তিনি আশা করেন, মিষ্টি রায় যে বৃত্তির পেয়েছেন, তা ডাক্তার হিসেবে ক্যারিয়ার গঠনে ভূমিকা পালন করবে এবং ভবিষ্যতে ঢাকা ক্রেডিটের নির্মিয়মান ডিভাইন মার্সি জেনারেল

হাসপাতালে চিকিৎসক হিসেবে সেবা দিয়ে সমাজে অবদান রাখবেন।

ঢাকা ক্রেডিটের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ফাউন্ডেশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুজ গমেজ ফাউন্ডেশন থেকে মিষ্টি রায়কে বৃত্তি প্রদান করতে পারায় সন্তুষ্ট প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ফাউন্ডেশনের অন্যতম কয়েকটি লক্ষ্যের মধ্যে একটি হচ্ছে মেধাবীদের বৃত্তি প্রদান। মিষ্টি রায়কে বৃত্তি প্রদান করে ফাউন্ডেশন যে শুভ যাত্রা শুরু করেছে তার সাফল্য কামনা করি। আশা করি আমরা ভবিষ্যতে ব্যাপক পরিসরে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করতে পারবো।'

সেবাকালে সদস্যদের বিভিন্ন সুবিধা দিয়েছে ঢাকা ক্রেডিট

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকার (ঢাকা ক্রেডিট) সেবা কালের ছিল ১ থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত। এই সময় খেলাপি ঋণ এককালীন পরিশোধে শতভাগ জরিমানা মওকুফ করাসহ বিভিন্ন সুবিধা দিয়েছে সমবায় প্রতিষ্ঠানটি।

সমিতির হল রুমে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমিতির প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা, দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান নির্মল রোজারিও, ঢাকা ক্রেডিটের ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলবার্ট আশিস বিশ্বাস ও সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া।

বৈশ্বিক করোনা মহামারীর কারণে অনেক সদস্য কর্মহীন ও উপার্জনহীন হয়ে পড়েছেন। ফলে অনেক সদস্যই ঋণ খেলাপি হয়ে পড়েছেন। তাই সদস্যরা যেন এই সংকটময় অবস্থা থেকে বের হতে পারে তার কথা বিবেচনা করে যাঁরা খেলাপি ঋণ পরিশোধ করবেন, তাঁদের বেশ কিছু সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে এই সেবাকালে, বলেন সমিতির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা লিটন টমাস রোজারিও।

তিনি উল্লেখ করেন, সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে খেলাপি ঋণ এককালীন পরিশোধে ১০০% জরিমানা মওকুফ করা, মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি ঋণের টাকা এককালীন পরিশোধ করলে ১০০% ঋণের জরিমানা ও সুদের সর্বোচ্চ ২০% মওকুফ করা, করোনা চলাকালীন সময়ে (মার্চ, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ হতে) যারা কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন তারা একটি কিস্তি পরিশোধ করলে তাদের ১০০% জরিমানা মওকুফ করা। এছাড়া কার্ড সিস্টেমের ঋণ পরিশোধের সুবিধা গ্রহণকারীগণ ফ্রিজ করা বকেয়া সুদ ও জরিমানা এককালীন পরিশোধ করলে তার গৃহিত ঋণটি রিসিডিউল করা হবে এবং জামিনদারগণ সুবিধা, ১২ মাস বা তদুর্ধ্ব খেলাপি ঋণের ৩ মাসের কিস্তি ও সমুদয় সুদ পরিশোধ করলে ৫০% জরিমানা মওকুফ করা। খেলাপি ঋণ পুনঃতফশীল করলে ৫০% জরিমানা মওকুফ করা হবে যা শেষ

কিস্তিতে সমন্বয় করা এবং খেলাপি ঋণে বকেয়া সুদ ও জরিমানা ফ্রিজ করে রেখে চলতি মাসের সুদ ও সদস্যদের সামর্থ অনুসারে কিস্তি প্রদান করা যাবে।

সেবাকাল উপলক্ষে অন্যান্য সুবিধাসমূহের মধ্যে রয়েছে সেবা কাল-২০২১ চলাকালীন সময়ে যে সকল সদস্য পিবিএস (পেনশন বেনিফিট স্কীম) হিসাব চালু করবেন তাদের প্রত্যেককে একটি মগ উপহার প্রদান করা হবে, সেবাকাল-২০২১ চলাকালীন সময়ে সর্বনিম্ন ৪ বার (বিভিন্ন দিনে) এটিএম সেবা গ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে থেকে লটারীর মাধ্যমে ৫ জন সদস্যকে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে এবং সেবা কাল-২০২১ চলাকালীন সময়ে যে কোন ডিপোজিটের বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করা হলে তার সুদ প্রচলিত সুদ থেকে .৫% কম হবে।

সমিতির প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা বলেন, এই বছর সেবাকালে ঢাকা ক্রেডিটের নিয়মিত সদস্যদের উপহার দেওয়া হবে। তিনি সদস্যদের সেবাকালের সুবিধা গ্রহণের আহ্বান জানান।

দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান নির্মল রোজারিও বলেন, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো গুণগতমানের সেবা বৃদ্ধি করার জন্য সেবাকাল বা সেবা সপ্তাহ পালন করে। সেই লক্ষে ২০০৮ সন থেকে ঢাকা ক্রেডিটের সেবাকাল বা সেবাপক্ষ পালন করছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ঢাকা ক্রেডিটের কর্মকর্তা ও কর্মীরা প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে সেবাকালে সদস্যদের আরও ভালো সেবা প্রদান করা হবে এবং সমিতির ঋণ খেলাপি রোধে কর্মকান্ড জোরদার করা হবে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের, ট্রেজারার পিটার রতন কোড়াইয়া, প্রাক্তন ম্যানেজার নিপুন সাংমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা লিটন টমাস রোজারিওসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মীরা।

সমবায়ে অবদান রাখার জন্য পাঁচবার জাতীয় স্বর্ণ পদক পাওয়া ঢাকা ক্রেডিটে রয়েছে প্রায় ৪৩ হাজার সদস্য ও ছয় শতাধিক কর্মী। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন আমেরিকান মিশনারি ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং সিএসসি।

ঢাকা ক্রেডিট ও মট্‌সের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

ঢাকা ক্রেডিট ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং স্কুলের (মট্‌স) মধ্যে সমঝোতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১০ জুন বিকাল সাড়ে ৫টায় এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা, সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া ও মট্‌সে'র পরিচালক ডমিনিক দিলু পিরিছ সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও, ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলবার্ট আশিস বিশ্বাস, ঢাকা ক্রেডিটের সিইও লিটন টমাস রোজারিওসহ ঢাকা ক্রেডিটের পরিচালনা পর্ষদ এবং উর্ধ্বতন কর্মীগণ। আলোচনায় ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা বলেন, 'ঢাকা ক্রেডিট সব সময়ই চায় উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতামূলক কাজে অংশ নিতে। এই সমিতি সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে। কারিতাসের প্রতিষ্ঠান মটস-ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে উন্নয়নের উদ্দেশেই কাজ করছে। তাই আমরা দুই প্রতিষ্ঠান সহযোগী হয়ে কাজ করার জন্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমেই দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।'

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের সমাজের যারা পিছিয়ে পড়া ও আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল তাদের জন্য ঋণ ব্যবস্থাপনা করে মটস-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করাই আমাদের লক্ষ্য। এতে করে যে পড়াশোন করবে, সেও মট্‌স-এ পড়াশোনা করার একটি আর্থিক ছাড় পাবে। আশা করছি আমারা দুই প্রতিষ্ঠান মিলে দীর্ঘকাল এই অংশিদারিত্বমূলক সহযোগিতায় থাকবো।'

মটস্'র পরিচালক ডমিনিক দিলু পিরিছ বলেন, 'আমাদের অনেক আগে থেকেই ক্রেডিট ইউনিয়নের সাথে সহযোগি হয়ে কাজ করার পরিকল্পনা ছিল। আজ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে। শুধু চুক্তির মধ্যে উল্লেখিত বিষয় নয়, এর বাহিরেও মট্‌স-এর সাথে ঢাকা ক্রেডিটের কাজ করার আরও সুযোগ রয়েছে। ঢাকা ক্রেডিট ও মট্‌স দীর্ঘ সময় এই কার্যক্রম চালিয়ে নিবে এই বিশ্বাস করি।'

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও বলেন, 'ঢাকা ক্রেডিট সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে। মট্‌সও জীবনমান উন্নয়ন করতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলার কাজ করছে। মট্‌স ও ঢাকা ক্রেডিট একযোগে কাজ করলে সমাজের আরো বেশি উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে আশা করি।'

এ ছাড়া এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকা ক্রেডিটের সিইও লিটন টমাস রোজারিও, মট্‌সে'র ট্রেনিং এন্ড এডুকেশন বিভাগের সিনিয়র ম্যানেজার এএইচএবি সিদ্দিক, ঢাকা ক্রেডিটের প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট জেমস্ প্রদীপ বিশ্বাস। ধন্যবাদ বক্তব্য রাখেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলবার্ট আশিস বিশ্বাস।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া। মট্‌স তিন ও চার বছর মেয়াদি কোর্স প্রদান করে থাকে। চার বছর মেয়াদি কোর্সের মধ্যে রয়েছে অটোমোবাইল, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং। এই কোর্সগুলোতে এসএসসি পাস যে-কেউ ভর্তি হতে পারেন। তিন বছর মেয়াদি মেশিনিস্ট কোর্সের মধ্যে রয়েছে লেদ, মিলিং, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং, সিএনসি (লেদ, মিলিং) ও অন্যান্য মেশিনের যন্ত্রাংশ তৈরি, মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়েল্ডিং ও সীট মেটাল কাজের প্রশিক্ষণ এবং উৎপাদন কাজের বাস্তব প্রশিক্ষণ।

তিন বছর মেয়াদি অটোমোবাইল কোর্সে অন্তর্ভুক্ত আছে অটোমোবাইল ও কৃষিকাজে ব্যবহৃত ইঞ্জিন, যন্ত্রপাতি সংযোজন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়েল্ডিং ও সীট মেটাল কাজের প্রশিক্ষণ এবং উৎপাদন কাজের বাস্তব প্রশিক্ষণ। এই কোর্স করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে ৮ম শ্রেণি পাস।

ক্রেডিট সিলিং ঋণ

- ঋণের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৩ কোটি টাকা।
- ঋণের মেয়াদ ৫ বছরে একবার সম্পূর্ণ পরিশোধযোগ্য।
- সুদের হার ১৩.৫%

বিস্তারিত জানতে ঢাকা ক্রেডিটের নিকটস্থ কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

বিদেশে যাওয়ার জন্য স্বচ্ছলতা ঋণ

ব্যংক সলভেন্সির অভাবে আপনি কি বিদেশে যেতে পারছেন না।

মাত্র ১৩.৫% সুদে ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যংক সলভেন্সি পেতে আজই সুযোগ গ্রহণ করুন।

বিস্তারিত জানতে ঢাকা ক্রেডিটের নিকটস্থ কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

"টপ আপ" ঋণ

ঋণের পরিমাণঃ টপ আপ ঋণের আওতায় সাধারণ ঋণের সিলিং অনুসারে সর্বোচ্চ ৩০ লক্ষ টাকা।

- ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১০ বছর বা ১২০ মাস।
- সুদের হার ১২%

বিস্তারিত জানতে ঢাকা ক্রেডিটের নিকটস্থ কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

ধরেন্ডা ক্রেডিটের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

সাভারের ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, (ধরেন্ডা ক্রেডিট)-এর ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (অর্থ বছর ২০১৯-২০২০) অনুষ্ঠিত হয়েছে ধরেন্ডা গির্জা প্রাঙ্গণে।

৪ জুন এই বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির প্রেসিডেন্ট মাইকেল জন গমেজের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধরেন্ডা ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত আলবাট রোজারিও। বিশেষ অতিথি ছিলেন দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান নির্মল রোজারিও, ঢাকা ক্রেডিটের সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া, ঢাকা ক্রেডিটের প্রাক্তন ডিরেক্টর আগষ্টিন প্রতাপ গমেজ, ধরেন্ডা ক্রেডিটের উপদেষ্টা বিলাস বি গমেজ প্রমুখ।

সমিতির প্রেসিডেন্ট মাইকেল জন গমেজ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন গত বছর করোনায় মারা যাওয়া সমিতির সেক্রেটারি নয়ন গিলবার্ট রোজারিওকে। তিনি স্বাগত বক্তব্যে জানান, উল্লেখিত অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রকল্পে (ঋণদান, হাউজিং, এফডিআর) ৪৯৬ জন সদস্যের নামে ১৩ কোটি ২৮ লক্ষ ৫২ হাজার চারশত ৯৮ টাকা ঋণ মঞ্জুর করে সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। তিনি সভায় সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের সুপারভাইজরি কমিটির সেক্রেটারি প্রিয়ন্ত সি. কস্তা, ধরেন্ডা ক্রেডিটের উপদেষ্টা প্রভাত ডি'রোজারিও, তপন টমাস রোজারিও, যোসেফ কস্তাসহ আরও অনেকে। বার্ষিক সাধারণ সভার সঞ্চালনা করেন সমিতির সেক্রেটারি জুয়েল সিরিল কস্তা। ১৯৬০ সনে প্রতিষ্ঠিত এই সমিতির সদস্য ৩২৯৯ জন। এটি প্রতিষ্ঠা করেন হলিক্রস মিশনারি ফাদার লিউ জে. সালিভ্যান সিএসসি।

কারিতাস বাংলাদেশের নতুন চেয়ারম্যান বিশপ রমেন বৈরাগী
নতুন নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিও

কারিতাস বাংলাদেশের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন খুলনার বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী এবং নতুন নির্বাহী পরিচালক হলেন সেবাষ্টিয়ান রোজারিও। সেবাষ্টিয়ান রোজারিও এর আগে একই প্রতিষ্ঠানের অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশপ জেমস্ রমেন স্থলাভিষিক্ত হলেন জের্ভাস রোজারিওর স্থলে এবং সেবাষ্টিয়ান রোজারিও স্থলাভিষিক্ত হলেন রঞ্জুর ফ্রান্সিস রোজারিওর স্থলে। ১ জুলাই থেকে তাঁরা এই দায়িত্ব পালন করবেন।

নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্বপ্রাপ্তিতে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ।

খ্রিষ্টানদের সর্ববৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঢাকা ক্রেডিটের নেতৃবৃন্দ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাঁদের।

বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী

সেবাষ্টিয়ান রোজারিও

ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা ও সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া কারিতাস বাংলাদেশের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান জেমস্ রমেন বৈরাগী ও নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিওকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, 'কারিতাস বাংলাদেশের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান বিশপ রমেন বৈরাগী এবং নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিওকে অভিনন্দন জানাই নতুন দায়িত্ব পাওয়ার জন্য। সেই সাথে তাদের জন্য শুভ কামনা করি, তারা যেন নিজ নিজ দায়িত্ব সুন্দর ও সফলভাবে পালন করতে পারেন। ঈশ্বর তাঁদের মঙ্গলাশিস দান করুন।'

এমপ্লয়ীজ ওয়েলফেয়ার-এর প্রার্থনা ও আলোচনা সভা

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা এমপ্লয়ীজ ওয়েলফেয়ার এন্ড ক্রেডিট সোসাইটি লি: করোনা মহামারি প্রাদুর্ভাবের কারণে মৃতদের কল্যাণ কামনা এবং এ মহামারি থেকে মুক্তি পেতে ভার্চুয়ালী প্রার্থনা ও আলোচনা সভার আয়োজন করে।

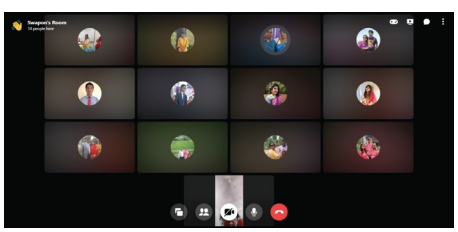

এতে অংশ নেন এমপ্লয়ীজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যগণ।

প্রথম পর্বে প্রার্থনা পরিচালনা করেন সোসাইটির সেক্রেটারি প্রদীপ এল দাস। পবিত্র বাইবেল পাঠ করেন সোসাইটির ম্যানেজার রিটন গমেজ। গান পরিচালনা

করেন সোসাইটির ভাইস-চেয়ারম্যান মিতা পালমা। প্রায় সকলে উদ্দেশ্য প্রার্থনায় অংশ নেন। তাঁরা প্রার্থনা করেন বাংলাদেশসহ পৃথিবী থেকে যেন করোনা মহামারি দূর হয়। যাঁরা করোনায় মারা গেছেন তাঁদের আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা করা হয়। করোনায় আক্রান্ত হয়ে যারা সুস্থ হয়েছেন তার জন্যও ধন্যবাদ জানানো হয়। প্রার্থনা সভায় সমাপনী প্রার্থনা করেন ঢাকা ক্রেডিটের অতিরিক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডমিনিক রঞ্জন পিউরীফিকেশন।

পরে সোসাইটির চেয়ারম্যান স্বপন রোজারিও-এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সোসাইটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও উপদেষ্টা সোহেল রোজারিও, উপদেষ্টা কাজল লরেন্স রোজারিও, প্রাক্তন সেক্রেটারি ও উপদেষ্টা প্রবীন পিউরীফিকেশন, উপদেষ্টা লিপি রোজারিও, শ্যামলী কস্তা প্রমুখ।

অংশগ্রহণকারীগণ এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

ফাদার আলবার্টের বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্ম ও খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইতিকথা বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

ফাদার আলবার্ট টমাস রোজারিও'র লেখা 'বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্ম ও খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইতিকথা' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় নিসেফোরস ডি' ক্রুজ ওএমআই।

১২ এপ্রিল তেজগাঁও ক্যাথলিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হল রুমে মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও, তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত সুব্রত বি গমেজ, গ্রন্থটির প্রকাশক ও খ্রিষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরুসহ বেশ কয়েকজন ফাদার-সিস্টার ও খ্রিষ্টভক্ত।

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মাউসাইদ ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ডমিনিক সেন্টু রোজারিও, ঢাকা ক্রেডিটের প্রাক্তন ডিরেক্টর আগস্টিন প্রতাপ গমেজ, ধরেন্ডা ক্রেডিটের চেয়ারম্যান মাইকেল জন গমেজ, সাভার ওয়াইএমসিএ'র প্রেসিডেন্ট তপন টমাস রোজারিও।

বইটির মূল্য ১০০/টাকা। বইটি পাওয়া যাবে প্রতিবেশী প্রকাশনীতে।

সাভারে কিশোর গ্যাংয়ের হাতে খ্রিষ্টান যুবক নিহত

সাভারে মোবাইলে গেম খেলাকে কেন্দ্র করে কিশোর গ্যাংয়ের হাতে খুন হয়েছে জয় হালদার (১৮)। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৬ জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

এর আগে ১৬ মে রাত নয়টায় সাভারের পলুর মার্কেটে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা জয় হালদারসহ তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে মাথায়, ঘাড়েসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে লাঠি ও লোহার রড দিয়ে হামলা করে। জয় মাথায় গুরুতরভাবে আঘাত পান।

নিহতের বড় ভাই উজ্জল হালদার একটি মামলা করেন। অভিযুক্তরা হলো আরিফ মিয়া, জয়, আকাশ, সাদ্দাম, তানভির, সওদাগর, নয়ন, সাকিব ও সোহানসহ অজ্ঞাতনামা তিনজন।

নিহত জয়ের বাবা জন হালদার একজন সাধারণ কাঠমিস্ত্রী। তাঁদের গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ার বুড়ুয়াবাড়ি গ্রামে। তাঁরা রাজাসনে ভাড়া থাকেন। তাঁরা শালোম প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের সদস্য। নিহত জয় হালদার ধরেন্ডার সেন্ট যোসেফ স্কুল এন্ড কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্র।

হাসপাতালে অনেক টাকার বিল হওয়ায় মৃত সন্তানের মরদেহ আনতে অনেকের কাছে

হাত পাততে হয়েছে নিহতের বাবা জন হালদারকে।

১২ জুন নিহত জয়ের বাবা-মার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও, মহাসচিব ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়াসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এই সময় জয়ের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে সমাবেশ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

পুলিশ ছয়জনকে গ্রেফতার করলেও পরে তারা জামিনে বের হয়ে যায়। এতে এলাকায় চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের (বিসিএ) নেতৃবৃন্দ ও নিহতের আত্মীয়-স্বজনরা এই হামলার সাথে যারা জড়িত তাদের সকলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

জয়ের মা প্রতিভা হালদার কেঁদে ডিসিনিউজকে বলেন, 'আমার সন্তানকে যারা হত্যা করেছে তাদের ফাঁসি চাই। আমি চেয়েছিলাম আমার জয় সেন্ট যোসেফ স্কুল থেকে পড়াশোনা করুক কিন্তু ওকে বাঁচতে দিল না। আমার মতো আর কোনো মা যেন না কাঁদে। কেউ যেন ভাই হারা না হয়।'

এই সময় খ্রিষ্টান নেতৃবৃন্দের সাথে উপস্থিত ছিলেন বিসিএ'র সাভার পৌরসভা শাখার প্রেসিডেন্ট মাইকেল জন গমেজ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট জেমস রেমন হালদার, সাধারণ সম্পাদক শেখর পিউরীফিকেশন, বিসিএ'র লক্ষ্মীবাজার শাখার সাধারণ সম্পাদক ভিক্টর রে, বিসিএ'র ইউরোপের নেতা লাকি রোজারিও, পাস্টরস ফেলশিপের স্বপন বৈদ্য, জয় হালদারের বাবা জন হালদার, মা প্রতিভা হালদার, ভাই উজ্জল হালদার, সাভারের রাজাশনের শালোম প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের পালক রেভা. মাইকেল এম রায়, টিপু হালদার, মিল্টন সরকার, দিলীপ কুমার দত্তসহ আরও অনেকে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে প্রার্থনা অনুষ্ঠান

বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৪১তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে ১৭ মে সকালে তেজগাঁও গির্জায়

প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট্রের উদ্যোগে প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থনায় পৌরহিত্য করেন তেজগাঁও ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ঝলক এন্টনী দেশাই। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট্রের সচিব নির্মল রোজারিও, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের মহাসচিব হেমন্ত আই কোড়াইয়া, যুগ্ম মহাসচিব জেমস সুব্রত হাজরাসহ আরো অনেকে।

পবিত্র খ্রিষ্টযাগের উপদেশ বাণীতে ফাদার ঝলক এন্টনী দেশাই বলেন, 'আজকের দিনে ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালিন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ হাসিনা প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টিতে দিল্লী থেকে ঢাকায় ফিরেন। কুর্মিটোলা বিমানবন্দর থেকে তাঁকে লক্ষ জনতা মানিক মিয়া এভিনিউ পর্যন্ত আন্তরিকভাবে স্বগত জানান।'

তিনি আরও বলেন 'তিনি দেশে ফিরে ১৫ বছর পর ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করতে পারেন। এরপর ২০০৪, ২০০৮, ২০১৪ এবং ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে সরকার গঠন করে দেশকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যায় তাঁর সরকার। আমরা যেহেতু দেশকে ভালোবাসি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর পাশে থাকা ও তাঁর সাথে উন্নয়নে কাজ করা।'

'আজকের এই সুন্দর দিনে আমরা দেশের জন্য প্রার্থনা করি দেশকে ভালোবাসতে পারি। দেশ যেন সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলে। তাই আসুন দেশের মঙ্গল কামনা করে, ঈশ্বরের মঙ্গল যাঞ্চা করে আজকে আমরা প্রার্থনা করি' যোগ করে বলেন তিনি।

প্রার্থনা সভায় অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানান বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও। তিনি বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের দায়িত্বে আছে। ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দের আগ পর্যন্ত দেশের যে অবস্থা ছিল, সেই তুলনায় আজকে দেশের অবস্থা খুব ভালো। উন্নয়নের অনেকগুলো সূচকের মধ্যে একটা হলো বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন। আগে ঘন্টায় ঘন্টায় বিদ্যুৎ যেত। এখন সেগুলো গল্প ও ইতিহাসের মতো মনে হয়। এখন ঘন্টায় ঘন্টায় বিদ্যুৎ যাবে সেটা ভাবাই যায় না। বিদ্যুতের মতো দেশের বিভিন্ন সেক্টরে অনেক উন্নয়ন হয়েছে। দেশের সমৃদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, 'আজকে আমরা আওয়ামী লীগের সাথে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে এই প্রার্থনা সভার আয়োজন করে সংহতি প্রকাশ করছি।'

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের মহাসচিব হেমন্ত আই কোড়াইয়া ডিসিনিউজকে বলেন, 'আজ আমরা শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেছি। তাঁর নেতৃত্বে দেশের সকল ধর্মের মানুষ সমান সুযোগ লাভ করছে। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারে যারা নিহত হয়েছেন তাঁদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।'

প্রার্থনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক থিওফিল রোজারিও, দপ্তর সম্পাদক স্বপন রোজারিও, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের ঢাকাস্থ উত্তরবঙ্গ আদিবাসী শাখার সভাপতি যতিন মারান্ডি, ঢাকা ক্রেডিটের ডিরেক্টর মনিকা গমেজ, ক্রেডিট কমিটির সদস্য উমা ম্যাগডেলিন গমেজ, সুপারভাইজরি কমিটির সদস্য বার্ণার্ড পংকজ রোজারিও, ঢাকা ক্রেডিটের অতিরিক্ত নির্বাহী কর্মকর্তা ডমিনিক রঞ্জন পিউরীফিকেশন, চিফ অফিসার জোনাস গমেজসহ প্রায় দুই শতাধিক খ্রিষ্টভক্ত।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। এ সময় তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করায় তাঁরা প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু তাঁরা দেশে ফিরতে পারেননি। বাবা, মা, ভাইসহ

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আপনজনদের হারানো বেদনাকে বুকে ধারণ করে পরবর্তীতে ৬ বছর লন্ডন ও দিল্লীতে চরম প্রতিকূল পরিবেশে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়। ১৯৮১ সালে ১৪ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি ইডেন হোটেলে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের ত্রয়োদশ জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। নানা উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। বৈরি আবহাওয়া সত্ত্বেও ১৯৮১ সালের ১৭ মে ঢাকা কুর্মিটোলা বিমান বন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে লাখো মানুষের ঢল নামে।

সেদিন বাংলার জনগণের অকৃত্রিম ভালোবাসায় তিনি সিক্ত হন। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে সেদিন শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'সব হারিয়ে আজ আপনারাই আমার আপনজন। বাংলার মানুষের পাশে থেকে মুক্তির সংগ্রামে অংশ নেয়ার জন্য আমি এসেছি। আওয়ামী লীগের নেতা হওয়ার জন্য আসিনি। আপনাদের বোন হিসেবে, মেয়ে হিসেবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের আওয়ামী লীগের একজন কর্মী হিসেবে আমি আপনাদের পাশে থাকতে চাই।'

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০ মে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ যেন ধর্মনিপেক্ষ রাষ্ট্র হয় তার জন্য অব্যাহত আন্দোলন করে যেতে হবে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদকে।

ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. রানা দাশগুপ্ত ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক। আলোচনায় অংশ নেন আওয়ামী লীগ নেতা বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ তোফায়েল আহমেদ, বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, পংকজ দেবনাথ, এমপি, ঐক্য পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নির্মল রোজারিও, ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত প্রমুখ।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, সাম্প্রদায়িকতার কারণে এদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন প্রায়ই। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে কিন্তু এদেশের এক শ্রেণির মানুষ এখনো ভেতরে ভেতরে সাম্প্রদায়িকতার বিষ লালন করে। আরেক শ্রেণির মানুষ আছে যারা ধর্মনিপেক্ষতা স্বীকার করে কিন্তু উঁচু কণ্ঠে তা বলে না। আরেক শ্রেণির মানুষ আছে যাঁরা একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ চান। যেখানে থাকবে না ধর্ম নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন। বক্তারা দাবি করেন, দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্পের কারণেই সংখ্যালঘুরা প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আতংকে দিন পার করছেন। ফেসবুক একাউন্ট হ্যাক করে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে হামলা চালানো হচ্ছে।

বক্তরা আরও বলেন, নির্যাতনের ভয় পেয়ে এদেশ থেকে চলে গেলে চলবে না। সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হবে এই দেশে। এ ছাড়া অস্তিত্বের লড়াইয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এই সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রয়োজন এখনো আছে ভবিষ্যতেও থাকবে।

ভার্চুয়াল আলোচনায় আরও উপস্থিত ছিলেন ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া, সাংবাদিক সুভাষ সিংহ রায়সহ আরও অনেকে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন বাড়ী নির্মাণ ঋণ

আপনি কি ঢাকা শহরে আপনার স্বপ্নের বাড়ী নির্মাণ করতে চান?

♦ ঋণের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৩ কোটি টাকা।
♦ ঋণের মেয়াদ ১৫ বছর বা ১৮০ মাস।
♦ সুদের হার ১৩.৫%

বিস্তারিত জানতে ঢাকা ক্রেডিটের নিকটস্থ কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

বিল পে ঋণ

♦ ঋণের পরিমাণ মোট বিলের ৮০%।
♦ ঋণের মেয়াদ ৬০ দিন।
♦ সুদের হার ১৩.৫%

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

বিস্তারিত জানতে ঢাকা ক্রেডিটের নিকটস্থ কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

সিলেট ধর্মপ্রদেশের নতুন বিশপ নিযুক্ত হলেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ

ঢাকার সহকারী বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজকে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সিলেট ধর্মপ্রদেশের নতুন বিশপ হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ১২ মে বিকাল ৪টায় ভাটিকান থেকে ও সিলেট বিশপ হাউজ থেকে বিশপ শরৎ ফ্রান্সিসকে সিলেটের বিশপ বা ধর্মপাল হিসেবে নিয়োগের ঘোষণাটি এসেছে।

ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় নিসেফোরস ডি'ক্রুজ, ওএমআই এর আগে সিলেটের বিশপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সিলেটের মনোনীত বিশপকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা, সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া ও বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের

প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও।

তাঁরা বলেন, 'আমরা সিলেটের নতুন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজকে অভিনন্দন জানাই ও শুভ কামনা করি। প্রার্থনা করি তিনি যেন তাঁর নতুন দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে পারেন।'

পঞ্চান্ন বছর বয়সী বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস নবাবগঞ্জের হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর মৃত আগস্টিন মধু গমেজ ও মৃত থেকলা গমেজের সন্তান। তিন ভাই-বোনের মধ্যে বিশপ শরৎ দ্বিতীয় এবং একমাত্র ছেলে। তাঁর দুইবোনই সিস্টার। বড়বোন সুনীতা গমেজ, এরএনডিএম এবং ছোট বোন অনীতা গমেজ, ওএলএস। বাংলাদেশের ইতিহাসে তাঁদের একমাত্র পরিবার যেখানে সকল ভাইবোন ঈশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে সেবা দিচ্ছেন। এই পরিবার অনেকের জন্য অনুপ্রেরণার।

করোনা কেড়ে নিল ড. জেমস তেজস শংকর দাসের প্রাণ

রাজধানীর একটি হাসপাতালে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক ও উন্নয়নকর্মী ড. জেমস তেজস শংকর দাসের মৃত্যু হয়েছে ২০ এপ্রিল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। জানা গেছে, করোনায় আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুদিন ধরে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। পেশাজীবনে তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক, লেপ্রসী মিশনের পরিচালক, বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার পরামর্শক ও চার্চ অব বাংলাদেশের বিগত বোর্ডের সিনড সম্পাদক। তাঁর নেতৃত্বে মগবাজারস্থ সেন্ট টমাস চার্চ নির্মিত হয়।

মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী জয়া দাস,

ছেলে অনিন্দ্র দাস ও মাইকেল শিষ্য দাসসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষী। ২১ এপ্রিল তাঁর মরদেহ ওয়ারী কবরস্থানে কবরস্থ করা হয়। তাঁর জন্ম বরিশাল শহরের উইলিয়াম পাড়ায়। ড. জেমস তেজস শংকর দাসের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা ও সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া। তাঁরা শোকার্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। ড. জেমস তেজস শংকর দাসের মৃত্যুতে আরও শোক জানিয়েছেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও, মহাসচিব ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া ও যুগ্ম-মহাসচিব জেমস সুব্রত হাজরা। তাঁরা প্রয়াত ড. জেমস তেজস শংকর দাসের আত্মার মঙ্গল কামনা করেন ও তাঁর শোকার্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

বিশ্বকে করোনা মহামারি থেকে মুক্তির জন্য আন্তঃমান্ডলিক প্রার্থনা

বিশ্বকে করোনাভাইরাসের মহামারি থেকে মুক্তির জন্য দেশের বিভিন্ন ডিনোমিনেশনের প্রায় ৭০ জন প্রধান নেতৃবৃন্দ প্রার্থনা করেন। একই সাথে মধ্যপ্রাচ্যের ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনির সংঘাত যেন দ্রুত সমাধান হয় তার জন্যও প্রার্থনা করা হয়।

ইউনাইটেড ফোরাম অব চার্চ, বাংলাদেশ আয়োজিত এই প্রার্থনা সভায় অনুষ্ঠিত হয় ১৭ মে বিকালে। উদ্বোধনী প্রার্থনা করেন বিশপ ড. আলবার্ট পি মৃধা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড ফোরাম অব চার্চ, বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এবং ঢাকা ক্যাথলিক মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় নিসেফোরস ডি'ক্রুজ ওএমআই। পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করেন হলি ক্রস কলেজের প্রিন্সিপাল সিস্টার শিখা গমেজ সিএসসি এবং রেভা. মার্থা দাশ।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি পঠিত মঙ্গল সমাচারের ওপর সহভাগিতা করেন।

এর পর বিভিন্ন উদ্দেশ্য জানিয়ে প্রার্থনা করেন চার্চ অব বাংলাদেশের বরিশাল ডায়োসিসের বিশপ সৌরভ ফলিয়া, ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা, রেভা. আশা কেইন, ড. পিটার হালদার, সিস্টার মেরী দীপ্তি এসএমআরএ,

ন্যাশনাল কাউন্সিল অব চার্চ বাংলাদেশের জেনারেল সেক্রেটারি রেভা. ডেভিড এ. দাস।

প্রার্থনায় পৃথিবী থেকে যেন দ্রুত এই করোনা মহামারি দূর হয়, সেই সাথে এই মহামারির কারণে সৃষ্ট বেকারত্ব, দারিদ্রতা যেন কাটিয়ে ওঠা যায় তার জন্য প্রার্থনা করা হয়। প্রার্থনা করা হয় করোনায় যারা মারা গেছেন তাঁদের আত্মার কল্যাণের জন্য। প্রার্থনায় অংশগ্রহণকারীগণ মধ্যপ্রাচ্যের ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনির সংঘাতের কথাও ভুলেননি। তারা প্রার্থনা করেন দ্রুত যেন এই সংঘাতের অবসান হয়।

প্রার্থনা সঞ্চালনায় ছিলেন ইউনাইটেড ফোরাম অব চার্চ, বাংলাদেশের সেক্রেটারি রেভা. লিওর পি সরকার।

অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন জুয়েল আরেং, এমপি, নমিতা হালদার এনডিসি, কর্ণেল (অব) যোসেফ এ রোজারিও, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও, ন্যাশনাল ওয়াইএমসিএ'র প্রেসিডেন্ট ও ঢাকা ক্রেডিটের সাবেক প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুজ গমেজ, ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা, কারিতাস এশিয়ার প্রেসিডেন্ট ড. বেনেডিক্ট আলো ডি'রোজারিও, কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও, ঢাকা ক্রেডিটের ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলবার্ট আশিস বিশ্বাস, সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া, ট্রেজারার পিটার রতন কোড়াইয়া, চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণের কো-অডিনেটর ভানু খান, খ্রিষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার আগস্টিন বুলবুল রিবেরু, ফাদার নিখিল গমেজ, কারিতাস বাংলাদেশের পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) সেবাষ্টিয়ান রোজারিও, কারিতাস বাংলাদেশের পরিচালক (কর্মসূচি) জেমস গোমেজ, কারিতাসের ঢাকার অপারেশন ডিরেক্টর জ্যোতি গমেজ, ওয়ার্ল্ড ভিশনের কর্মকর্তা চন্দন গমেজসহ ৬৯ জন।

খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ও কানাডা প্রবাসীর উদ্যোগে করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতা প্রদান

করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন ৫০টি নিম্ন আয়ের পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিরতণ করা হয়েছে।

২৯ মে সদরঘাট ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন লক্ষ্মীবাজার শাখা ও কানাডা প্রবাসী নূর-এ আলম শাহীনের আর্থিক সহযোগিতায় এইসব খাদ্য সামগ্রী ত্রাণ হিসেবে বিরতণ করা হয়।

ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও, বিশেষ অতিথি এসোসিয়েশনের মহাসচিব হেমন্ত আই কোড়াইয়া ও যুগ্ম-মহাসচিব জেমস সুব্রত হাজরা।

ত্রাণের প্রতিটি প্যাকেটে সাড়ে ১৯ কেজি খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাউল, ডাল, তেল ও চিনি। ত্রাণ পেয়ে বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন লক্ষ্মীবাজার শাখা ও কানাডা প্রবাসী নূর-এ আলম শাহীনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন উপকার ভোগীরা।

অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক থিওফিল রোজারিও, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন লক্ষ্মীবাজার শাখার সেক্রেটারি ভিক্টর রে, সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রণয় জন রিবেরু, ট্রেজারার বিকাশ পলিনুস কোড়াইয়া, আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাড. রেবেকা পলিনা গমেজ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক রীনা রায় ও মনোনীত সদস্য গীতিকা ঘাগ্রা।

ভাওয়াল থেকে উত্তরবঙ্গে খ্রিষ্টভক্তদের অভিবাসনের শতবর্ষের জুবিলি উদ্‌যাপন

গাজীপুরের ভাওয়াল থেকে উত্তরবঙ্গে খ্রিষ্টভক্তদের অভিবাসনের শতবর্ষের জুবিলি উদ্‌যাপন করা হলো পাবনার মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে। প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল: শতবর্ষের অনুগ্রহ (১৯২০-২০২০)।

২৭-২৮ মে, ২০২১ মথুরাপুর ধর্মপল্লীর উদ্যোগে এই জুবিলি উদ্‌যাপন করা হয়। দুইদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল রাজশাহীতে ভাওয়াল থেকে আগত খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের আনন্দের মুহূর্ত। ১৯২০ সালে প্রথম রাজশাহীর মথুরাপুরে পল গমেজ (পলু শিকারী) নামে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী এসে বসবাস শুরু করেন। এরপর থেকেই রাজশাহীর দক্ষিণ ভিকারিয়ায় ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে বাঙালি খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের বসবাস।

জুবিলি অনুষ্ঠান উপলক্ষে ২৭ মে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় আরাধনা অনুষ্ঠান। জুবিলির মূল আনুষ্ঠানিকতা হয় ২৮ মে সারাদিন ব্যাপী। ২৮ মে মথুরাপুর মিশনের প্রতিপালিকা সাধ্বী রিতার পর্বদিনে এই জুবিলি অনুষ্ঠান করা হয়। জুবিলি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি

ছিলেন রাজশাহীর বিশপ জেভার্স রোজারিও ডিডি। জুবিলি অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মথুরাপুর মিশনের পাল-পুরোহিত দিলীপ এস. কস্তা। অনুষ্ঠানের সার্বিক আয়োজনে ছিলেন ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত সাগর কোড়াইয়াসহ স্থানীয় খ্রিষ্টভক্তগণ।

এ ছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন কারিতাস বাংলাদেশের নবঘোষিত নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিও, মটস-এর পরিচালক ডমিনিক দিলু পিরিচ, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ফাদার, সিস্টার, ব্রাদারসহ বিভিন্ন ধর্মপল্লীর খ্রিষ্টভক্তরা।

সকাল ৯টায় শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় মহাখ্রিষ্টযাগ। এরপর জুবিলি অনুষ্ঠানের ছিল বর্ণিল আয়োজন। বক্তব্য অনুষ্ঠান, কেক কেটে শতবর্ষের আনন্দ সহভাগিতা, জুবিলির স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন, স্মৃতিচারণ, লটারি ড্রসহ আরো আয়োজন। অনুষ্ঠানের শুরু অতিথিরা পায়রা উড়িয়ে জুবিলি অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। এরপর প্রধান অতিথি, সভাপতিসহ অন্যান্যরা শতবর্ষের ১শ টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন। এ দিন সাধ্বী রিতার গ্রোটো উন্মোচন করেন প্রধান অতিথি ও অন্যান্যরা।

জুবিলি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিশপ জের্ভাস বলেন, 'আজ আমাদের জন্য আনন্দের দিন। আজ থেকে শতবর্ষ আগে ভাওয়াল থেকে পলু শিকারী নামে একজন মথুরাপুরের উথুলীতে এসে বসবাস শুরু করেন। এরপর রাজশাহীর বিভিন্ন অঞ্চলেই ভাওয়াল থেকে খ্রিষ্টানরা এসে বসতি গড়ে তোলে। গত শতাব্দীর ৭০ দশক পর্যন্ত এই অভিবাসন যাত্রা অব্যাহত থাকে। আমাদের সেই সব পূর্বপুরুষদের স্মরণ করছি। আজ মথুরাপুর মিশনের উদ্যোগে অভিবাসনের শতবর্ষ পালন করতে পারছি, তাই সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাই।'

সভাপতি ফাদার দিলীপ এস. কস্তা বলেন, 'উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল খ্রিষ্টান অভিবাসনের পূর্তি উৎসবটি সত্যিই আমাদের জন্য আনন্দময় অনুভূতি ও ঐতিহাসিক ঘটনা। শতবর্ষের পথযাত্রায় শতরকমের অভিজ্ঞতা-অনুভূতির মিশ্র অভিজ্ঞতাই উৎসব। নতুন অভিযান, আবিষ্কারের নেশা ও সুখ-সমৃদ্ধির যাত্রাই হলো অভিবাসন। সভ্যতার ক্রমবিকাশের মধ্যে অভিবাসন একটি বাস্তবতা। এই দিনটির জন্য মহান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এ উৎসব যেন 'শতবর্ষের অনুগ্রহ স্মারক উৎসব।'

জুবিলি অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য একটি আনন্দময় মুহূর্ত। স্থানীয় মিশনসহ ঢাকা ও বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সমাগমে জুবিলি অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে শতবর্ষের সার্থক সম্মিলন।

সমবায়ের শ্লোগান

আসুন সঞ্চয় করি
সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ি।

বিশ্বস্ততা আর নিরাপত্তায়
ঢাকা ক্রেডিটের জুড়ি মেলা ভার।

সমবায়ে সঞ্চয় করি
বন্ধুর পথ দেই পাড়ি।

সমবায় শক্তি
সমবায় মুক্তি
সমবায় সমৃদ্ধি আনে।

সঞ্চয় করবো
আত্মনির্ভরশীল হবো।

সবাই মিলে সঞ্চয় করি
আত্মনির্ভরশীল সমাজ গড়ি।

ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকি,
নিজের ও সমিতির বিপদ কামনা না করি।

স্বাস্থ্য নিরাপত্তা স্কীম এর সদস্য হই
অসুস্থকালীন সময়ে পরনির্ভরশীল না হই।

ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ বির্নিমাণ
ক্রেডিট ইউনিয়নের অঙ্গীকার।

দশে মিলে ক্রেডিট করি
সুখী-সমৃদ্ধ জীবন গড়ি।
আত্মনির্ভরশীল সমাজ গঠনে
আসুন সম্পৃক্ত হই ক্রেডিট ইউনিয়নে।

আত্মনির্ভরশীল সমাজ গঠনে
আসুন ক্রেডিট করি মনেপ্রাণে।

সমবায় আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি আনে।
সমবায় অর্থের যোগান দেয়।

চঞ্চল টাকা অঞ্চলে বেঁধ না
সঞ্চয় করি সমৃদ্ধি গড়ি।

যৌবনেতে করি সঞ্চয়
বয়সকালে হবে সুফল।

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান
সঞ্চয়ের মাধ্যমে হোক সংস্থান।

সঞ্চয় আমাদের মনের শক্তি বাড়ায়।

সংগ্রহঃ সোহেল রোজারিও

ওগো বর্ষা তুমি

খোকন কোড়ায়া

ব্যাংক থেকে বের হয়ে রিস্ট ওয়াচটার দিকে তাকায় অসীম, সাতটা বেজে দশ। সারাদিন অফিস করার পর শরীরটা কেমন যেন ম্যারমেরে লাগে, একরাশ ক্লান্তি এসে মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। অসীমের মাঝে মাঝে মনে হয় ব্যাংকের চাকরি নেয়াটা ওর ঠিক হয়নি। প্রথমদিকে বেশ ভালোই লাগতো কিন্তু চাকরি জীবনের শেষপ্রান্তে এসে বড়ো একঘেয়ে লাগে জীবনটা। মনে হয় চাকরি করতে করতেই জীবনটা শেষ হয়ে গেল, আর কিছুই করা হলো না। বয়সতো কম হলো না, আটান্ন। অসীমের ইচ্ছে নিয়মমাফিক ও রিটায়ার্ডমেন্টে চলে যাবে, এক্সটেনশন করবে না কিংবা অন্য কোন ব্যাংকেও জয়েন করবে না।

এয়ারপোর্ট রোড পার হয়ে এখন বসুন্ধরা মার্কেটে যেতে হবে। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় কলেজ পড়ুয়া ছোট মেয়েটা ছোট একটা ফর্দ হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছে ফেরার সময় বসুন্ধরা মার্কেটের আলমাস থেকে কিনে আনতে। এই রাস্তা পার হওয়াটা খুব বিরক্তিকর লাগে। গাড়ি ছুটছেতো ছুটছেই। এই ছুটাছুটিটা একেবারেই ধাতে সয় না অসীমের। ও চেয়েছিল জীবন হবে শান্ত দীঘির মত। দীঘির পাড়ে গাছে বসে পাখিরা গান গাবে, দীঘির জলে খেলা করবে মাছ। রাধা এসে দীঘির শান বাঁধানো ঘাটে বসবে, কৃষ্ণ বাঁশি বাজাবে। কিন্তু জীবনতো সেরকম নয়, জীবন বহতা নদীর মত। জীবন বয়ে চলবে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, তাল কেটে গেলেই সমস্যা।

অবশেষে রাস্তা পার হতে পারে অসীম। আলমাসে গিয়ে কেনাকাটাও করে ফেলে বেশ তাড়াতাড়িই। হয়তো করোনা প্যান্ডামিকের কারণে ভিড় কিছুটা কম।

বহির্গমন গেটের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে তখনি কানে আসে- আপনি অসীমদা না? অসীম সামনে তাকায়, বেশ সুন্দরী, সুসজ্জিত একজন মহিলা। বয়স চল্লিশ কি পঞ্চাশ অনুমান করা কঠিন। সাহিত্যের ভাষায় বললে বলতে হয়, লাস্যময়ী নারী। খুব চেনা চেনা লাগছে কিন্তু চিনতে পারছে না। শেষে রহস্যময়ীই রহস্যের দ্বার উন্মোচন করলেন, চিনতে পারলেন না, আমি পূর্ণিমা। আপনার ভার্সিটির বন্ধু রবিনের কথা মনে আছে? আমি তার বোন। সেই যে এক বর্ষাকালে আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন।

এবার ভালোমত তাকায় অসীম। পঁয়ত্রিশ বছর আগের অষ্টাদশী পূর্ণিমার সঙ্গে একটু মিলিয়ে নেয়। বয়স তো হওয়ার কথা বায়ান্ন/তিপান্ন কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে বেয়াল্লিশ/তেতাল্লিশ। সেই চঞ্চল চোখ, টোল পড়া গাল আর জোড়া দাঁতের আবেদন আগের মতই আছে। চেনা উচিত ছিল অসীমের। কারণ বুকের খুব গভীরে সেই ক্ষতটাকে যত্নের সাথে লালন করে রেখেছে ও।

ভার্সিটির সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিল রবিন। একদিন বললো, এই বর্ষায় আমাদের বাড়ি চল, আমাদের এলাকায়তো যাসনি কখনো, দেখবি, খুব ভালো লাগবে তোর। আসলেই খুব ভালো লেগেছিল অসীমের। লঞ্চে করে ওদের বাড়ি যাওয়াটাই ছিলো আনন্দের শুরু। তাস খেলে, আড্ডা দিয়ে, চা-ঝালমুড়ি খেয়ে, লঞ্চের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে কত মজার সময়ই না কেটেছে লঞ্চে। তারপর লঞ্চ থেকে নেমে ছইওয়ালা কেড়ায়া নৌকায় করে যেতে হয়েছে রবিনদের বাড়িতে, সেটাও ছিল অসীমের জন্য দারুণ অভিজ্ঞতা। রবিনের পরিবার অবস্থাপন্ন। বাবা মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি করে। চার কামড়ার সুন্দর একতলা বাড়ি ওদের। দু'ভাইবোন ওরা। এতদিন মা আর বোন থাকতো বাড়িতে। পূর্ণিমা এসএসসি পাস করে ঢাকায় লালমাটিয়া মহিলা কলেজে ভর্তি হয়েছে। এখন মার একাই থাকতে হবে বাড়িতে। অবশ্য সার্বক্ষণিক একজন কাজের মহিলা আছে মার জন্য। অসীমকে নিয়ে গ্রামের সব আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি গেল রবিন। সবাই খুব আন্তরিকভাবে আপ্যায়ন করলো। নিজেদের নৌকা নিয়ে বিলে মাছ ধরতে গেল, একদিন হাটে গেল, আর একদিন গেল নদীতে নৌকা বাইচ দেখতে। সব কিছুতেই খুব আনন্দ পেলো অসীম। এদিকে প্রায় সব জায়গায়ই ওদের সঙ্গী ছিল পূর্ণিমা। প্রথম দিকে দুজনের মধ্যেই সংকোচ ছিল। এরপর আস্তে আস্তে কুণ্ঠিত ভাবটা কেটে গিয়ে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে আসে। পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে দু'জন যে দু'জনের হৃদয়ের কতটা কাছাকাছি চলে এসেছে না পেরেছে অসীম বুঝতে, না পেরেছে পূর্ণিমা।

এক বিকেলে রবিন মাকে নিয়ে গেছে ওর মাসির বাড়ি। বাড়িতে শুধু অসীম আর পূর্ণিমা। দু'জন বারান্দায় বসে গল্প করতে করতে চা খেলো। শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। পূর্ণিমা ঘরে গিয়ে ক্যাসেট প্লেয়ার নিয়ে এসে বললো, বৃষ্টি নিয়ে মান্নাদের একটা গান, আমার খুব প্রিয়। গান বাজতে লাগলো, "ওগো বর্ষা তুমি ঝরোনা গো অমন জোরে..." । একদিকে বৃষ্টির ছন্দ, অন্যদিকে মান্নাদের গান, হারিয়ে গেলো দু'জন। এক সময় নিজের অজান্তেই স্বপ্নাবিষ্টের মতো পূর্ণিমার হাতে হাত রাখলো অসীম। এরপর পূর্ণিমা নিজেই মাথাটা এলিয়ে দিলো অসীমের বুকে। অসীমও ওকে টেনে নিলো। ঠিক তখনই বারান্দায় রবিনের আগমন এবং হুংকার, অসীম তুই? দিশেহারা পূর্ণিমা 'দাদা' বলে ঝাপিয়ে পড়লো রবিনের বুকে। রবিন ধরে নিলো, অসীম জোর করে...তাই আবার হুংকার- অসীম, তুই আমার বন্ধু, তার ওপর অতিথি, তোকে আমি মারবো না, অন্য কেউ হলে পিটিয়ে তক্তা বানাতাম। এখনতো আর লঞ্চ পাবি না, আজকের রাতটা থাক, কাল

সকালে চলে যাবি। নির্ঘুম রাতটা কোনরকমে কাটিয়ে ভোরবেলা কারো ঘুম ভাঙ্গার আগেই রবিনদের বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল অসীম। এরপর আর কোন যোগাযোগ রাখেনি ওদের সঙ্গে। রবিনের সঙ্গে ভার্সিটিতে দেখা হয়েছে কিন্তু দু'জনই দুজনকে এড়িয়ে গেছে।

- কেমন আছেন অসীমদা?

কথা বলার ইচ্ছে নেই অসীমের। তারপরও ভদ্রতার খাতিরে উত্তর দেয়, ভালো আছি।

- আমি কেমন আছি জিজ্ঞেস করলেন না, নাকি এখনো রেগে আছেন?

- রেগে থাকার কি আছে, তাছাড়া দেখতেই পাচ্ছি ভালো আছেন।

- ঠিকই বলেছেন, আসলেই ভালো আছি। আমেরিকায় থাকি। স্বামী বড় চাকরি করে, কোন কিছুর অভাব নেই। দুটি ছেলে, বড় ছেলেকে বিয়ে করানোর জন্য দেশে এসেছি। তা আপনার খবর কি?

- আমার দুই মেয়ে।

- বউদির কথাতো বললেন না!

- ভালো আছে। আমি আসি এখন।

- প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, এর মধ্যে কোথায় যাবেন? আমি বেরুতে গিয়ে আবার ফেরত এসেছি। তার চেয়ে চলুন ঐ দিকে একটা চটপটির দোকান আছে, ওখানে বসে গল্প করি।

- আপনি যান, আমি চটপটি খাই না, আর আমার কোন গল্পও নেই।

- আপনি আসলেই রেগে আছেন দেখছি, আমাকে আবার আপনি করেও বলছেন। চলুনতো, নইলে আমি হাত ধরে নিয়ে যাবো কিন্তু।

নিরুপায় হয়ে যেতে হল অসীমকে। পূর্ণিমা নিজের জন্য একটা চটপটি আর কোকের অর্ডার দিলো। অনেক অনুরোধের পর একটা ভেজিটেবল রোল খেতে রাজি হল অসীম। খেতে খেতে পূর্ণিমা বললো, সেদিনের কথা আমি এখনো ভাবি। সেদিন আমাদের মধ্যে যা হয়েছিলো তার জন্য আমরা দায়ী ছিলাম না, দায়ী ছিল বৃষ্টি আর মান্নাদের গান। তারপর দাদা হঠাৎ চলে এলো, আমি এতটাই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম যে কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। বলা যায় নিজেকে লুকানোর জন্যই দাদার কাছে আশ্রয় নিয়েছিলাম। এটা কখনো ভাববেন না আপনাকে দোষারোপ করার জন্যই আমি ওটা করেছিলাম। আপনিতো কিছুই বলছেন না?

এই প্রথম একটু হেসে অসীম বলে, তুমি বল, আমি শুনছি।

গেটের বাইরে গিয়ে ওরা দেখলো, তখনো হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। পূর্ণিমা বললো, শেডের নিচে একটু দাঁড়াই।

অসীম বলে, আমেরিকায় ফিরবে কবে?

- পরশু।

- তুমি কিন্তু আগের মতোই আছ।

- আপনি একটু বুড়িয়ে গেছেন। এটা ঠিক না, শরীরের যত্ন নেবেন। নিজের যত্ন নিজেরই নিতে হয়, অন্য কেউ নেয় না। অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর পূর্ণিমা বললো, একটা কথা বললে বিশ্বাস করবেন, অসীমদা?

- বল।

অসীমের একটি হাত শক্ত করে ধরে পূর্ণিমা বললো, এখনো বৃষ্টি হলে আপনার কথাই ভাবি, শুধু আপনার কথা। অসীমের ইচ্ছে হচ্ছিলো পূর্ণিমার হাতটি ওর তৃষ্ণার্ত বুকে চেপে ধরে রাখে অনেকক্ষণ। কিন্তু পারলো না। মানুষ কি সবকিছু পারে!

কবিতা

আমাদের প্রার্থনা শোনো প্রভু

রকি গৌড়ি

(১)

মেঘের সাদা বুকে কালো হয়ে জমে যাচ্ছে আমাদের ব্যথিত প্রার্থনা,
কান্নাগুলো বাষ্প হয়ে উড়ে যায়
তোমার দরবার,
আমাদের কেউ একজন আছে ভেবে
এখনও প্রত্যাশাই থাকি নতুন ভোরের।
এখনও বিশ্বাস রাখি সেই ভোরে বেঁচে থাকার।
আমাদের প্রার্থনা শোনো প্রভু,
ঘুচিয়ে দাও করোনার অবরুদ্ধ শাপ।

(২)

কৌতুকে মোড়া দুঃখগুলো।।
বুকের ভেতর উপচে পড়া দুঃখগুলো
একাকী হেঁটে যায় নিরুদ্দেশ পাহাড়,
ভবঘুরে হাওয়ার কাছে জেনে নিও
তার অভিমানী অব্যক্ত বিলাপ।
সান্ত্বনার কৌতুক বলে দিও পৃথিবীর কাছে, করোনার ছোবল শেষে।
জমানো দুঃখগুলো হাসতে হাসতে
মরে যাক তোমার চরণে।

গিলবার্ট শিশির গমেজের দুটি কবিতা

হে যুবক

হে যুবক,
কেন আজ তুমি ঝরা ফুল,
কেন তুমি বসন্তের পাতার মত ঝরে পর
কেন তুমি হারাও অবেলায়
জীর্ণ বিদির্ণ তোমার বুক।
হে যুবক
তুমি তো হতে পারতে মহানায়ক,
তবে কেন তুমি, আজ খল নায়ক
কেন নষ্ট রাজনীতিতে নিজেকে হারাও,
কেন নগ্ন পায়ে, রাজপথে মৃত্যুকে কর বরণ,
কেন বর্ষার বৃষ্টির মত ঝড়ে পর ॥
হে যুবক
কেন আজ তুমি নেশায় মাতাল!
যে হাতে থাকার কথা বই, খাতা, কলম!
সেই হাতে কেন অস্ত্র ও নেশা?
তুমি ফিরে এসো মায়ের কোলে,
যেথায় শান্তি বিরাজ করে,
তুমি দেশে গৌরব কর, কল্যাণ কর
তুমি সুস্থ জীবনযাপন কর
এই কামনা যত নষ্ট যুবক আছো ॥

সঞ্চয় করি

মানুষ তুমি করো না অপচয়
রঙ্গিণ নেশায় মেতোনা এখন,
লোভ করো না দামী জিনিসে
চোখের দৃষ্টি, মনের তৃষ্ণা দমন করো।
করো না অপচয় ভোগ বিলাষে আর শপিং-এ
ফাষ্ট ফুড, ক্লাব আর পার্টিতে
নষ্ট করো না যত কষ্টের আয়।
ভেবো একটু ভবিষ্যতের কথা।
সঞ্চয় কর, অল্প অল্প
আজ হয়তো অনেক আছে
কাল হয়ত দুর্দিন আসতেও পারে।
তাই ভেবে চিন্তে কর কাজ
হও সংযমী ও সঞ্চয়ী,
আছে মোদের সমবায় সমিতি
সুখে-দুঃখে, দুর্দিনে সবার সাথী।
আছে তাদের অনেক স্কীম,
তাই আসবে না দুর্দিন।
সঞ্চয় কর কিছু কিছু
ভবিষ্যতে আনন্দে, নিশ্চিন্তে থাকি।
পরিবার ও ছেলে মেয়ে
শিখবে তখন মোদের দেখে।
তাদের জন্য থাকবে না কোনো ভাবনা
সমবায় করি আজ আমরা।

নবমিতা

রবীন ভাবুক

নবমিতা আজো কি মনে পড়ে সেই রাস্তার মোড়?
গোকুল দাদুর দোকানের পাশ দিয়ে বাক নিয়ে
আজো চেয়ে আছে সেই রাস্তাটা।
সেদিন মনের অজান্তেই চোখ চলে গেল
সাজনা গাছটার দিকে।
হাজারো সাজনা দোল খায় আজো,
কিন্তু গাছটা দৃষ্টি যেন ক্ষীণ হয়ে গেছে,
আমাকে যেন চিনতে পারলো না,
একবারও আকর্ষণ করলো না,
তার নিচে বসার জন্য।
নাকি সেও শত সহস্র অভিমান নিয়ে বসে আছে,
আজ আমার সাথে তুমি নেই বলে?

তোমার কি মনে পড়ে সেই অনুরাগের সুর,
তাল পাতার প্রতিটা ঝঙ্কারে
যেন রাগ ঝরে পড়তো।
জানো, সেই হিজলের তলের রাস্তাটা
আজো ফুলে ভরে থাকে নিজের মত করে,
শুধু নেয়না তুলে তোমার মত দু'হাত ভরে।
সেই রাই-কৃষ্ণের মূর্তি দিকে কউ অভিমান ভরে
তাকিয়ে একা একা কথা বলে না,
বলে না শত অভিযোগের পরও,
যাও তোমার সাথে কথা নেই,
কিন্তু, কিন্তু হঠাৎ করেই ঝাপিয়ে পড়া দেখে আজ
আর রাধে গোবিন্দ হাসে না।
সময় হলে দেখে যেও, রাই-কৃষ্ণ ঠিকই
আগের মতো তাকিয়ে আছে।

করোনা ভাইরাস: কোভিড-১৯ রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা ও সুরক্ষার উপায় কী

কতটা মারাত্মক, কোন্ দেশে কত ব্যাপক ও দ্রুত ছড়াচ্ছে

করোনাভাইরাস, যার পোশাকি নাম কোভিড-১৯, সেই রোগটি জানুয়ারি ২০২১ নাগাদ বিশ্বের ১৯১ দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

এই ভাইরাস যা মানুষের ফুসফুসের মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে- যা পূর্বে বিজ্ঞানীদের অজানা ছিল-চীন থেকে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভাইরাসটা কী?

করোনাভাইরাস এমন একটি সংক্রামক ভাইরাস - যা এর আগে কখনো মানুষের মধ্যে ছড়ায়নি।

এই ভাইরাসে বিশ্বব্যাপী প্রাণহানির সংখ্যা প্রায় সাড়ে ২৬ লাখ। বিশ্বব্যাপী শনাক্তের সংখ্যা ১২ কোটির বেশি।

ভাইরাসটির আরেক নাম ২০১৯ - এনসিওভি বা নভেল করোনাভাইরাস। এটি এক ধরণের করোনাভাইরাস। করোনাভাইরাসের অনেক রকম প্রজাতি আছে, কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ছয়টি প্রজাতি মানুষের দেহে সংক্রমিত হতে পারে। তবে নতুন ধরণের ভাইরাসের কারণে সেই সংখ্যা এখন থেকে হবে সাতটি।

২০০২ সাল থেকে চীনে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া সার্স (পুরো নাম সিভিয়ার এ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম) নামে যে ভাইরাসের সংক্রমণে পৃথিবীতে ৭৭৪জনের মৃত্যু হয়েছিল আর ৮০৯৮ জন সংক্রমিত হয়েছিল। সেটিও ছিল এক ধরণের করোনাভাইরাস।

নতুন এই রোগটিকে প্রথমদিকে নানা নামে ডাকা হচ্ছিল, যেমন: 'চায়না ভাইরাস', 'করোনাভাইরাস', '২০১৯ এনকভ', 'নতুন ভাইরাস', 'রহস্য ভাইরাস' ইত্যাদি।

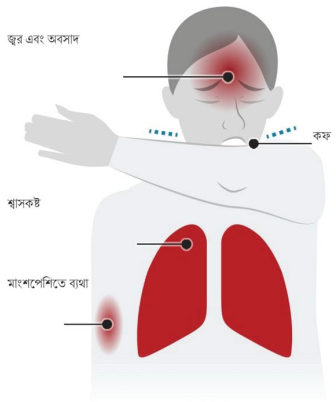

যদি মনে করেন আপনি ভাইরাস আক্রান্ত, আপনার এই উপসর্গগুলো দেখা দেবে

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রোগটির আনুষ্ঠানিক নাম দেয় কোভিড-১৯ যা 'করোনাভাইরাস ডিজিজ ২০১৯'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

রোগের লক্ষণ কী:

রেসপিরেটরি লক্ষণ ছাড়াও জ্বর, কাশি, শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যাই মূলত প্রধান লক্ষণ।

এটি ফুসফুসে আক্রমণ করে।

সাধারণত শুষ্ক কাশি ও জ্বরের মাধ্যমেই শুরু হয় উপসর্গ, পরে শ্বাস প্রশ্বাসে সমস্যা দেখা দেয়।

সাধারণত রোগের উপসর্গগুলো প্রকাশ পেতে গড়ে পাঁচ দিন সময় নেয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, ভাইরাসটির ইনকিউবেশন পিরিয়ড ১৪দিন পর্যন্ত স্থায়ি থাকে। তবে কিছু কিছু গবেষকের মতে এর স্থায়িত্ব ২৪ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে।

মানুষের মধ্যে যখন ভাইরাসের উপসর্গ দেখা দেবে তখন বেশি মানুষকে সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকবে তাদের। তবে এমন ধারণাও করা হচ্ছে যে নিজেরা অসুস্থ না থাকার সময়ও সুস্থ মানুষের দেহে ভাইরাস সংক্রমিত করতে পারে মানুষ।

শুরুর দিকের উপসর্গ সাধারণ সর্দিজ্বর এবং ফ্লু'য়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক।

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব অনেককে সার্স ভাইরাসের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে যা ২০০০ সালের শুরুতে প্রধানত এশিয়ার অনেক দেশে ৭৭৪ জনের মৃত্যুর কারণ হয়েছিলো।

নতুন ভাইরাসটির জেনেটিক কোড বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এটি অনেকটাই সার্স ভাইরাসের মতো।

"আমরা যখন নতুন কোনো করোনাভাইরাস দেখি, তখন আমরা জানতে চাই এর লক্ষণগুলো কতটা মারাত্মক। এ ভাইরাসটি অনেকটা ফ্লুর মতো কিন্তু সার্স ভাইরাসের চেয়ে মারাত্মক নয়," বলছিলেন এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মার্ক উলহাউস।

সূত্র: বিবিসি

হার্ট অ্যাটাকে দ্রুত চিকিৎসা না নিলে মৃত্যুর ঝুঁকি রয়েছে। তাই রোগিকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে।

হার্ট অ্যাটাক হলে দ্রুত করণীয় বিষয়ে এনটিভির নিয়মিত আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানের ৩২০৮তম পর্বে কথা বলেছেন ডা. ফারহাদ উদ্দিন।

ডা. ফারহাদ উদ্দিন বর্তমানে ল্যাব এইড হাসপাতালে কার্ডিওলজি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

প্রশ্ন : হার্ট অ্যাটাকের রোগিরা চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগে কী করতে পারেন?

উত্তর : তাৎক্ষণিকভাবে করণীয় হলো আমাকে সন্দেহ করতে হবে, আমার হার্টের ব্যথা হচ্ছে কি না। পাশাপাশি যদি অন্য কোনো রোগ থাকে, উচ্চ রক্তচাপ, তাহলে এই সন্দেহটা প্রবল হবে। যদি আপনি সন্দেহ করতে পারেন, যদি আশপাশে কোনো চিকিৎসক থাকেন, তিনি যদি নিশ্চিত হতে পারেন অনেকটাই যে হার্টের ব্যথা হচ্ছে, এমনকি যদি একটি ইসিজি সম্ভব হয়, যদি নিশ্চিত হওয়া যায় হার্টের ব্যথা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে যেটা করতে পারেন, সেটি হলো ৩০০ মিলিগ্রামের একটি এসপিরিন, ৩০০ মিলিগ্রামের ক্লোপিডোগ্রেল জাতীয় ঔষুধ খেয়ে নিতে পারেন- যদি নিশ্চিত হওয় যায়।

প্রশ্ন : ইসিজি বা চিকিৎসকের কাছে যাওয়া সেটাই তো সময়সাপেক্ষ। তার আগে যদি এই ওষুধ খান, তাহলে কি কোনো ক্ষতি রয়েছে?

উত্তর : যদি হয় যে এটি হার্টের ব্যথা নয়, গ্যাসট্রিকের ব্যথা হচ্ছে, কখনো কখনো সেটা কিন্তু মারাত্মক কারণ হয়ে যায়। ৩০০ মিলিগ্রাম এসপিরিন খাচ্ছেন, এর কারণে গ্যাসট্রিকের সমস্যা আরো বেড়ে যেতে পারে। এই জন্য আমি বলছি যদি নিশ্চিত হতে পারেন, তাহলে খাবেন।

প্রশ্ন : নিশ্চিত না হয়েও যদি কেউ খায়, তাহলে কি ঝুঁকি কমায়?

উত্তর : এর কোনো প্রটোকল (নিয়ম) নেই, তাই বলা মুশকিল। তবে যদি কেউ সেই ঝুঁকি নিয়ে খেতে চান বা কোনো চিকিৎসক যদি কোনো ঝুঁকি নিয়ে খাওয়াতে পারেন, তাহলে খেতে পারেন। যদি বোঝেন যে হার্টের সমস্যা হচ্ছে, তাহলে কোনো রকম দেরি না করে ধারে-কাছের চিকিৎসককে দেখাতে পারেন। অথবা একটি হাসপাতালে যেতে হবে। যদি অনেক দেরি হয় নিকটস্ত যে হাসপাতাল রয়েছে বা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে সেখানে গিয়ে চিকিৎসাটা শুরু করেন, অন্তত পরীক্ষা করে নিশ্চিত হন যে হার্টের সমস্যা হচ্ছে কি না। যখন আপনি হৃদরোগ হাসপাতালে রয়েছেন সেখানে যে প্রটোকল রয়েছে, সেটি অনুযায়ী দ্রুত নিশ্চিত হতে হবে যে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কি না এবং দ্রুত চিকিৎসা নিতে হবে। এটাই প্রটোকল।

সূত্র : এটিএন নিউজ সাক্ষাৎকার।

মোবাইল ফাইন্যান্সিং সেবা (MFS) ব্যবহার করে টাকা স্থানান্তর সংক্রান্ত বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা"-এর সম্মানিত সকল সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ০৬ মে, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সমিতির পরিচালকমন্ডলী, ক্রেডিট ও সুপারভাইজরি কমিটির ২২তম যৌথ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের মোবাইল ফাইন্যান্স সেবা (MFS) ব্যবহার করে এক জন সদস্য নিজ সঞ্চয়ী হিসাব হতে যে কোন সদস্যর সঞ্চয়ী হিসাবে টাকা স্থানান্তর করতে পারবে।

এখানে উল্লেখ্য থাকে যে প্রতিটি লেনদেন সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার বেশি হবে না।

উল্লিখিত বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
দিসিসিসিইউলি:,ঢাকা।

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) -এর মাধ্যমে স্থানান্তর সংক্রান্ত বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা"-এর সম্মানিত সকল সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ০৬ মে, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সমিতির পরিচালকমন্ডলী, ক্রেডিট ও সুপারভাইজরি কমিটির ২২তম যৌথ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) -এর মাধ্যমে ট্রান্সফার অপশনে গিয়ে ডিপোজিট রিকোস্ট করে যে কোন সদস্য তার সঞ্চয়ী হিসাব থেকে নিজের, পরিবারের এবং যে কোন সদস্যদের হিসাবে টাকা জমা বা স্থানান্তর করতে পারবেন যা ১২ মে, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ হতে কার্যকর।

উল্লিখিত বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
দিসিসিসিইউলি:,ঢাকা।

আলোকচিত্রে ঢাকা ক্রেডিটের কার্যক্রম

ঢাকা ক্রেডিটের ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতালের
নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে প্রায় ৪০ ভাগ

ঢাকা ক্রেডিটের ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্যগণ
ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করেন

ডিরেক্টরস্ কম্পিটেন্সি কোর্সের একাংশ

ঢাকা ক্রেডিট ও মট্সের মধ্যে সমঝোতা চুক্তিস্বাক্ষর

ঢাকা ক্রেডিটের নতুন প্রডাক্ট "পেনশন বেনিফিট স্কীমের উদ্বোধন"

ঢাকা ক্রেডিটের মিডিয়া কমিটির সভা

‘কর্মসংস্থান আমাদের লক্ষ্য, আত্মনির্ভরশীল সমাজ আমাদের স্বপ্ন’

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

পরিচালকমন্ডলী (কার্যকাল ২০১৯-২০২২)

মি. পংকজ গিলবার্ট কস্তা
প্রেসিডেন্ট

মি. আলবার্ট আশিস বিশ্বাস
ভাইস-প্রেসিডেন্ট

মি. ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি

মি. পিটার রতন কোড়াইয়া
ট্রেজারার

মিসেস পাপিয়া রিবেরু
ডিরেক্টর

মি. আনন্দ ফিলিপ পালমা
ডিরেক্টর

মি. সলোমন আই. রোজারিও
ডিরেক্টর

মি. প্রত্যেশ রাংসা
ডিরেক্টর

মিসেস পাপড়ী প্যাট্রিসিয়া আরেং
ডিরেক্টর

মিসেস মুনিকা গমেজ
ডিরেক্টর

মি. সজল যোসেফ গমেজ
ডিরেক্টর

মি. পল্লব লিনুস ডি'রোজারিও
ডিরেক্টর

ক্রেডিট কমিটি

মি. সুকুমার লিনুস ক্রুশ
চেয়ারম্যান

মি. জনি এস. গমেজ
সেক্রেটারি

মি. অন্তর মানখিন
সদস্য

মি. লরেন্স পিটার গমেজ
সদস্য

মিসেস উমা ম্যাগডেলিন গমেজ
সদস্য

সুপারভাইজরি কমিটি

মি. জন গমেজ
চেয়ারম্যান

মি. প্রিয়ন্ত সি. কস্তা
সেক্রেটারি

মিসেস হেলা হাজরা
সদস্য

মি. বার্নার্ড পংকজ ডি'রোজারিও
সদস্য

মিসেস মাধবী অনিতা গমেজ
সদস্য

রেভাঃ ফাঃ চার্লস জে. ইয়াং ভবন

১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

ফোন: ০৯৬৭৮৭৭১২৭০, ০২৪৮১২১১৫৬, ০২৪৮১২১১৫৭, ০২৫৮১৫২৬৪০, ০২৫৮১৫৩৩১৬, ০২৫৮১৫০২৭৬

ঋণ সংক্রান্ত হট নাম্বার: ০১৭০৯৮১৫৪০৬, এটিএম সংক্রান্ত হট নাম্বার: ০১৭০৯৮১৫৪০০

ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১৪৩০৭৯, ই-মেইল: info@cccul.com, ওয়েব সাইট: cccul.com

অনলাইন নিউজ : dcnewsbd.com, অনলাইন টিভি: dctvbd.com, ফেসবুক : facebook.com/dhakacredit